বাঁকুড়ার বাগডিহায় নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি
৩এর পাতায়

৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৭ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা, ২৯ আষাঢ় – ৪ শ্রাবণ, ১৪৩০ ঃ ১৫ জুলাই – ২১ জুলাই, ২০২৩
Kolkata : 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 39, 15 July - 21 July, 2023
৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : করমণ্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার তদন্তে নেমে দক্ষিণ

পূর্ব রেলের ৩ কর্মীকে গ্রেফতার করল সিবিআই। এদের বিরুদ্ধে অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে। উল্লেখ্য গত সপ্তাহে এই দুর্ঘটনা নিয়ে সেফটি কমিশনারের রিপোর্ট জমা পড়ে।

রবিবার : ব্যাপক সন্ত্রাসের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হল রাজ্যের

এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচন। ছাপিয়ে গেল ২০১৮ সালের সন্ত্রাসকেও। আদালত নির্দেশ দিলেও সমস্ত বুথে থাকল না কেন্দ্রীয় বাহিনী। এমনকি বুথে দেখা গেল সিভিক পুলিশকেও।

সোমবার : পঞ্চায়েত ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন বিতর্কে

বিস্ফোরক তথ্য দিল বিএসএফ। বিএসএফের ডিআইজি জানান বারবার চেয়েও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে পাওয়া যায় নি স্পর্শকাতর বুথের তালিকা।

মঙ্গলবার : পঞ্চায়েত ভোটের পরদিনই কলকাতা থেকে দিল্লি

উড়ে গিয়েছেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। তার পরদিন রিপোর্ট দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'কে। রিপোর্ট দিয়ে বললেন অন্ধকারের পর রাজ্যে ভালো দিন আসতে চলেছে।।

বুধবার : ইডির ডিরেক্টর পদে সঞ্জয়কুমার মিশ্রর অবসর গ্রহণের

পরেও বারবার তিনবার তাঁর মেয়াদ বাড়ানোর কেন্দ্রীয় নির্দেশকে বেআইনি বলে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট।

বৃহস্পতিবার : রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোটের ফল ঘোষণা হয়ে

গেলেও জয় পরাজয় নির্ভর করবে মামলার রায়ের উপর। নির্বাচনে সন্ত্রাসের ছবি দেখে এই ঐতিহাসিক নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ।।

শুক্রবার : মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক

একটি পিএইচডি আসন ৭০ হাজার টাকায় বিক্রি করার অভিযোগে কলকাতা থেকে দুজনকে গ্রেফতার করল সিঁথি থানার পুলিশ।।

সবজান্তা খবরওয়ালা

পুনরুত্থান হল না বাঙালির

ওঙ্কার মিত্র

পঞ্চায়েত ভোটের ফলে সবাই উল্লিসিত। শাসক দল মহাখুশি ক্ষমতা ধরে রেখেছে বলে, সন্ত্রাসের অভিযোগে আদালতের দ্বারস্থ হলেও প্রধান বিরোধী খুশি আগের চেয়ে অনেকটা এগিয়েছে বলে আর অন্য বিরোধীদলগুলি খুশি ফের পায়ের তলায় মাটি ফিরছে বলে। কিন্তু আপামর বাঙালি? তারা চরম হতাশ। কোল খালি হয়েছে তাদের, ভোট চুরি হয়েছে তাদের, দেশের কাছে মান–মর্যাদা খোয়া গিয়েছে তাদের। এরপর? কাটমানি দিতে হবে তাদের, কাজ থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে তাদেরই, কাজ করেও টাকা পাবে না তারাই, কাজের আশায় পরিযায়ী হয়ে ভিন রাজ্যে যেতে হবে তাদেরই। আর যাঁরা ক্ষমতা দখল করল তাদের শরীরে, সম্পত্তিতে মেদ জমবে, ডায়ে বাঁয়ে জমবে স্তাবকের দল।

শাসকদলের মোড়ল যাঁরা তাঁরা বলছেন, এবার আর ওসব চলবে না, পঞ্চায়েত চলবে নবান্ন থেকে। বাঙালি বলছে, তবে আর বাপু নির্বাচন করে এত লোক মারা কেন! যাঁরা বুদ্ধিজীবী তাঁরা বলছেন, আরে অমন কথা কেউ কয়, নির্বাচন না হলে গণতন্ত্র রক্ষা হবে কি করে। লোকে ছিঃ ছিঃ করবে না।

এসব ঘরোয়া গ্রাম্য বিবাদ, ভদ্রলোকের ভাষায় রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, লগ্নি আসার যতটুকু সম্ভাবনা ছিল তার সবটুকু শেষ হল এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনের সন্ত্রাসে। ভেবে দেখুন, এটাই কিন্তু ভারতের অন্য রাজ্যের পাওনা। এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে, বাংলায় এত হিংসা হলেও কোনো রাজ্যের কোনো নেতাদের মুখে একটিও কথা নেই। অন্যদের কথা নয় ছেড়েই দিলাম, বিজেপি শাসিত রাজ্য গুলির নেতাদের মুখেও কোনো প্রতিবাদের ভাষা নেই। বিশেষজ্ঞদের মত, আসলে অন্য রাজ্যগুলো চায় বাংলা নির্বাচন আর উৎসব নিয়ে মেতে থাকুক। তাতেই তাদের আখের গোছাতে সুবিধা। মেধা, প্রাকৃতিক সম্পদ, কায়িক শ্রমিকে ভরপুর বাংলা খেলা, মেলা, উৎসব ও প্রাণঘাতী হিংসা ছেড়ে বেরিয়ে এলে টেক্কা দিয়ে দিতে পারে সকলকে। অতীত ভারত অন্য রাজ্যের নেতাদের এই শিক্ষাই দেয়। বরং রাজনীতি প্রিয় নিকম্মা বাঙালিকে মজিয়ে রাখো কূটকচালিতে, মাঝে মাঝে এটা ওটা ধুয়ো তুলে ধর্মে ধর্মে লাগিয়ে দাও, ভয়ে রাখো কেন্দ্রীয় এজেন্সির, মোটা মাইনের লোভ দেখিয়ে কুশলী বাঙালিকে কিনে নাও। এটুকু কাজ করতে পারলেই লগ্নিকারিরা, শিল্পপতিরা ঘুরেও তাকাবেনা ব্রিটিশ ভারতের প্রাক্তন রাজনৈতিক ও অর্থনীতিক ক্যাপিটালের দিকে।

তা না হলে বাঙালির বিপদে যাদের পাশে দাঁড়াবার কথা সেই কেন্দ্র, কেন্দ্রের প্রতিনিধি রাজ্যপাল গর্জেও তবু বর্ষালেন না কেন? আর এতো নতুন নয়, বাম আমলে ১৯৭৭ থেকে ২০১১ দীর্ঘ ৩৪ বছরে বাঙালি বহুবার বিপদে পড়েছে, কিন্তু কখনও ফিরেও তাকায়নি কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার। বিজেপি–কংগ্রেসে যতই বৈরিতা থাকুক না কেন বাংলা ও বাঙালিকে উন্নয়নের ম্যাপের বাইরে রাখতে তাদের অ্যাজেন্ডা কমন।

এরপর পাঁচের পাতায়

রাজ্যের রাজনীতিতে কি তৃতীয় শক্তির উত্থান আসন্ন?

নিজস্ব প্রতিনিধি : আমরা যেটা আশঙ্কা করেছিলাম– সেটাই ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ঘটল। ভোটের দিন রাজ্য জুড়ে 'বিভিন্ন এলাকায় সন্ত্রাস, ছাপ্পা, খুন সংঘর্ষে উত্তাল হয়ে ওঠে। কোথাও কোথাও শাসক দলের দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে বিরোধী শিবির। ভোটের দিনও মৃত্যুর সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে। অধিকাংশ বুথেই কেন্দ্রীয় বাহিনী ছিল না। ছিলনা সিসি টিভির ব্যবস্থা। রাজ্য কিংবা কলকাতা পুলিশের একজন বুথের দায়িত্বে ছিলেন। পুলিশ, প্রিসাইডিং অফিসারদের অসহায় অবস্থা দেখেছে বাংলার জনগণ। এমনিতেই কয়েক হাজার আসনে শাসক দলের প্রার্থীরা জয়লাভ করেছিলেন। ভোটের দিন অনেক ভোটার ভোট দিতে এসে নিরাশ হয়েছেন, শুনতে হয়েছে– আপনার ভোট হয়ে গেছে। রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস সন্ত্রাস কবলিত একাধিক জায়গা পরিদর্শন করেছেন। রাজভবনে পিস রুম করেছেন। ভোট গণনার আগের দিন উড়ে গেছেন দিল্লিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের ডাকে। বাংলার মানুষ ভেবেছিল একটা কিছু এবার হবে। কিন্তু কি হল? তিনি ফিরেও এলেন। অনেকেই বলছেন রাজ্যপাল যতটা গর্জালেন, ততটা বর্ষালেন না।

ভোট গণনার দিন আরও এক প্রহসনের ছবি দেখল বাংলা। কোথাও বিরোধী এজেন্ট সাংবাদিকদের গণনা কেন্দ্রের বাইরে বার করে দেওয়া হল। কোথাও গণনা কেন্দ্রের ঘরেই জয়ী বিরোধী প্রার্থীদের গায়ের জোরে, পেশী শক্তির জোরে হারিয়ে দেওয়া হল। জয়ী প্রার্থীকে সার্টিফিকেট না দিয়ে শাসক দলের পরাজিত প্রার্থীকে সার্টিফিকেট দেওয়া হল। কোথাও দেখা গেল পরাজয় থেকে বাঁচতে শাসক দলের প্রার্থীকে ব্যালট পেপার খেয়ে ফেলতে।

এরপর পাঁচের পাতায়

পঞ্চায়েত ভোটে দুর্নীতির প্রভাব প্রসঙ্গে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

কল্যাণ রায়চৌধুরী

ভোট প্রক্রিয়া বা নির্বাচন প্রক্রিয়াকে গণতন্ত্রের উৎসব হিসেবে অভিহিত করা হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে দশম পঞ্চায়েত নির্বাচন গণতান্ত্রিক প্রহসনে পর্যবসিত হল। বুথ দখল, ছাপ্পা ভোট, ব্যালট লুট, গুলি–বোমা–বন্দুকের অকারণ ব্যবহারে গণতন্ত্রের উৎসব হত্যার মহোৎসবে পরিণত হল। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত রক্তস্নাত ভোটের বলি হয়েছে ৪৮ জন। এরা সবাই হয় রাজনৈতিক কর্মী কিম্বা সাধারণ ভোটার। ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে শাসকদল তৃণমূলের এক তরফা ও নজিরবিহীন সন্ত্রাস চরমভাবে ধিকৃত হয়েছিল বাংলার নাগরিক সমাজে। রাজ্য সরকার, নির্বাচন কমিশন ও শাসক দলের নেতৃত্বের প্রতিশ্রুতি ছিল ২০২৩–এর নির্বাচনকে সন্ত্রাসমুক্ত রাখার। কিন্তু কার্যত দেখা গেল, এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রাণহানির সংখ্যা বিগত দিনের থেকেও বেশি।

ভোটের ফলাফল বলছে, গ্রাম বাংলার শাসকদলের বিজয় রথ অব্যাহত। তাহলে এই যে শিক্ষা দুর্নীতি, নিয়োগ দুর্নীতি, আবাস যোজনা দুর্নীতি, একশো দিনের কাজের দুর্নীতি, আমফান দুর্নীতি সহ বিভিন্ন দুর্নীতি কাণ্ডের কোনও প্রভাব কি পড়েনি? প্রশ্ন উঠছে এমনটাই।

এ প্রশ্নের উত্তরে উত্তর চব্বিশ পরগণার অবসরপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য পরিদর্শকের প্রতিক্রিয়া, 'অবশ্যই প্রভাব পড়েছে। গ্রাম বাংলায় শাসক বিরোধী মনোভাব অনেকটাই উঠে এসেছে। তবে অনেক জায়গায় মানুষ স্বচ্ছন্দে ভোট দিতে পারেনি। পারলে হয়তো প্রভাব আরও বোঝা যেত। তবে এবারের ভোটে প্রধানতঃ তিনটে জিনিস কাজ করেছে। এক, এলাকায় একটা সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করা। দুই, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার এবং তিন, প্রশাসনকে নিজেদের পক্ষে ব্যবহার করা। এর পাশাপাশি এন আর সি ভীতিও একটা ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করেছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

ক্ষোভ শুনলেন ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি : এলাকায় ভোট ঘোষণা থেকেই সন্ত্রাস চলছে।মনোনয়ন পত্র জমা করতে দেওয়া হয়নি। হুমকির সঙ্গে লড়ে, যারা মনোনয়ন পত্র জমা

করেছিল তাদেরও প্রচার করতে দেওয়া হয়নি। তারপরেও যদি নিজের ক্ষমতায় কেউ জিতে আসে তাকেও শংসা পত্র দেওয়া হচ্ছে না। প্রার্থীদের কাছে বসে এইসমস্ত ক্ষোভের কথা শুনলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় দলের তরফে পাঠানো ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটির সদস্যরা। এই দলে ছিলেন সাংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ, সাংসদ সত্যপাল সিং, রাজদীপ রায়, ব্রজলাল, রেখা ভার্মা ও সঞ্জয় সিং।

এদিন তারা রাজভবন থেকে বেরিয়ে বাসন্তীর সোনাখালীতে আসেন। সেখানে একটি ঘরের মধ্যে বিজেপির তরফ থেকে তাঁদেরকে বসিয়ে বিভিন্ন এলাকায় হিংসায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদেরকে এনে কথা বলানো হয়। ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম তাঁদের সাথে একে একে কথাও বলেন। কিভাবে ভোটে সন্ত্রাস হয়েছে তা নিয়েও কথা বলেছেন তারা।

এরপর পাঁচের পাতায়

পোর্টালে মিলছে না জমির তথ্য

খাজনা নিয়ে বিভ্রান্ত সংযুক্ত কলকাতার গৃহ মালিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতের যে কোনো জায়গার জমিতে বসবাসকারী মালিকের দুটি কর। একটি জমির জন্য ভূমি দপ্তরের যাকে বলা হয় খাজনা এবং অন্যটি পরিষেবার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের। যেমন পুরসভা, পঞ্চায়েত প্রভৃতি। কিন্তু এই খাজনা ও পুরকর নিয়েই গৃহ মালিকদের মধ্যে চরম বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে কলকাতা পৌরসভা এলাকায়।

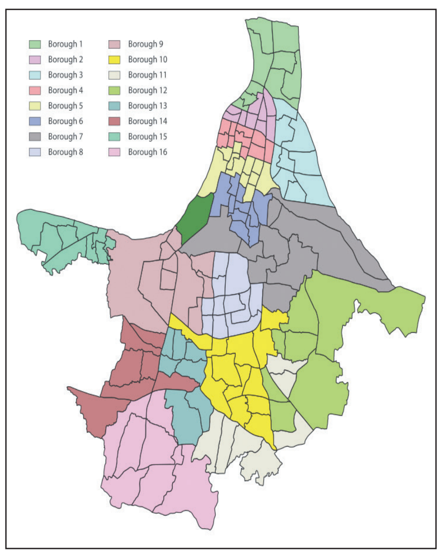

প্রথমত, কলকাতা পুর এলাকায় খাজনা নিয়ে চলছে দুরকম ব্যবস্থা। ১ থেকে ১০০ ওয়ার্ডের গৃহ মালিকদের থেকে নেওয়া হয় না খাজনা। ঠিকা জমির মালিকরা বেশ কয়েক বছর আগে পর্যন্ত ঠিকা অফিসে গিয়ে খাজনা দিত। এখন সে পাটও চুকে বুকে গিয়েছে। খাজনা আইন বলবৎ রয়েছে কলকাতার আডেড এরিয়ায় ১০১ থেকে ১৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে। তাদের দিতে হয় খাজনা ও সঙ্গে পুর ট্যাক্স। একই পুর এলাকায় বৈষম্যহীন একই আইন চালুর দাবি জানিয়েছে গৃহ মালিক সমিতি। গত জুন মাসে তারা চিঠি দিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগের অতিরিক্ত জেলাশাসককে। যদিও তার কোনো সদুত্তর এখনও আসে নি।

তবে পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, এই বৈষম্য দূর করার চেষ্টা করেছিলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা মেয়র। এমনকি তিনি বিধানসভাতে এই বিষয় নিয়ে প্রশ্নও তুলেছিলেন, কিন্তু ভূমি দপ্তরের আইনি জটিলতায় বৈষম্য দূর করা সম্ভব হয় নি। যেমন হাওড়া ব্রিজের ট্যাক্স নিয়েও রয়েছে বিভ্রান্তি। কলকাতা ও বেহালাবাসীকে এই ট্যাক্স দিতে হলেও যাদবপুরবাসীকে কোনো দিনই তা দিতে হয় না।

প্রশাসনিক বিশেষজ্ঞদের মতে আসলে কলকাতার অ্যাডেড এরিয়া বেহালা, গার্ডেনরিচ, যাদবপুর পরিষেবা ক্ষেত্রে কলকাতা পুরসভার এবং আইনশৃঙ্খলার ক্ষেত্রে কলকাতা পুলিশের অধীনে এলেও এই সব এলাকার প্রশাসনিক দায় দায়িত্ব সরকারি খাতায় কলমে রয়ে গিয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের হাতে। ফলে এই সব বৈষম্য দূর করতে গেলে আইন সংশোধন ছাড়া গতি নেই। আসলে সবদিক না দেখেশুনে সংযুক্তির ফলেই এইসব বৈষম্য রয়ে যাচ্ছে। তার উপর কলকাতাকে পূর্ণাঙ্গ জেলা করা নিয়েও দীর্ঘদিন ধরে চলছে সরকারি টালবাহানা। কলকাতার জেলাশাসক ও তাঁর অফিস নির্দিষ্ট হয়েও তা আজও রূপয়িত হয় নি। সেটা হলে হয়তো এইসব বৈষম্য দূর হত।

এছাড়াও সংযুক্ত কলকাতার গৃহ মালিকরা ভুগছেন আর এক জটিল সমস্যায়। তাদের অভিযোগ, ভূমি দপ্তরের 'বাংলার ভূমি' পোর্টালে তাদের পর্চা পাওয়া জমির এল আর দাগ নম্বর দেখা যাচ্ছে না। যারা বহুদিন ধরে যে জমিতে বসবাস করছেন, পাট্টা পেয়েছেন তাদের সেই জমির দাগ নম্বরেরও কোনো হদিশ নেই পোর্টালে। ভূমি দপ্তর, পুরসভায় যোগাযোগ করলে বলা হচ্ছে নতুন করে মিউটেশন করতে বলে জানালেন গৃহ মালিক সমিতির আহ্বায়ক গোবিন্দ চক্রবর্তী। তাঁর মতে চেইন দলিল বার করে পুনরায় মিউটেশন করা কার্যত অসম্ভব। এমত অবস্থায় কিভাবে তাদের সমস্যা সমাধান হবে তা ভেবেই আকুল কলকাতার একাংশের গৃহ মালিকরা।

পঞ্চাশ বছর ধরে চলছে ঝুঁকির পারাপার, ব্রিজের দাবি দ্বীপবাসীর

সুভাষ চন্দ্র দাশ

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দাঁড়হীন নৌকা করে খেয়া পারাপার হতে হয়।ঝুঁকিপূর্ণ যাতায়াত থেকে পরিত্রাণ পেতে ব্রিজ তৈরির দাবী তুললেন এলাকার মানুষ।

সুন্দরবনের দাপুটে নদী মাতলা। সেই মাতলা নদীর একটি শাখা বেলেডোনা প্রবাহিত হয়েছে ক্যানিং–কুলতলি থানা এলাকার সীমানা দিয়ে। বেলেডোনা নদীর একতীরে কুলতলির মেরিগঞ্জ ১ পঞ্চায়েতের কৈলাশনগর দাসপাড়া। অপর তীরে রয়েছে ক্যানিংয়ের ইটখোলা পঞ্চায়েতের মধুখালি।

খেয়া পারাপারের জন্য নদী বক্ষে রয়েছে দাঁড়হীন একটি নৌকা। নদীর দুই তীর রয়েছে দড়ি বাঁধা। সেই দড়ি টেনে প্রতিদিনই চলে ঝুঁকির পারাপার। বর্ষাকালে পা পিছলে প্রায়শই দুর্ঘটনা ঘটে। স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে প্রতিদিন প্রায় তিন চারশো মানুষ যাতায়াত করে এই নদী পথে। খেয়া পারাপার বাবদ আসা–যাওয়ায় ১০ টাকা খরচ করতে হয় এক একজনকে। আবার অসুস্থ ব্যাক্তিদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চরম সমস্যায় পড়তে হয় নদী তীরবর্তী মানুষকে। এমনকি প্রসুতি মায়েদের নিয়ে যাতায়াত চলে এই ঝুঁকিপূর্ণ পথে। সন্ধ্যা ঘনালেই বন্ধ হয়ে যায় খেয়া পারাপার। রাতের অন্ধকারে বিপদ আরো বাড়ে। দীর্ঘ প্রায় পঞ্চাশ বছরের অধিক সময় ধরে এমনটাই চলে আসছে বলে এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ।

স্থানীয় বাসিন্দা উত্তম হালদার, কর্ণধর দাসেরা জানিয়েছেন,স্থানীয় পঞ্চায়েতকে সমস্যার কথা একাধিকবার জানানো হয়েছে। কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি। রাস্তাঘাটের উন্নয়ণ হলেও এই খেয়া পারাপার নিয়ে সকলেই উদাসীন। সামনে বর্ষা, চিন্তার শেষ নেই মধুখালী ও দাসপাড়ার মানুষের। সরকারের কাছে গ্রামবাসীর দাবী যাতায়াতের সুবিধার জন্য বেলেডোনা নদীর উপর একটি কংক্রীটের ব্রিজ কিংবা কাঠের সাঁকো তৈরি হলে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে।

গণতন্ত্রের প্রথম সিঁড়িটাই বড় পিচ্ছিল, হড়কে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল

গণতন্ত্রের অশ্রুপাত / ১

শক্তি ধর

কথায় বলে সংসদীয় গণতন্ত্র। আসলে কিন্তু সংসদীয় রূপে সাংবিধানিক গণতন্ত্র। কারণ ভারতীয় গণতন্ত্রটিকে ধারণ করে রেখেছে সংবিধানের খাঁচা। আর এই সংবিধান নামক খাঁচাটিকে রক্ষণাবেক্ষন করে সংসদ। আবার এই সংসদ তৈরি হয় প্রজাতন্ত্রের মাধ্যমে। যাই হোক ভারতীয় গণতন্ত্রের নির্যাসটুকু ধরা রয়েছে ভারতীয় সংবিধানের ১ লক্ষ ৪৫ হাজার শব্দে। আমরা যখন গণতন্ত্রের কথা বলি তখন আসলে সংবিধানের ধারা উপধারার কথা বলি। আর এই সংবিধানেই সংসদ গঠনের নির্বাচনের প্রক্রিয়া লিপিবদ্ধ থাকে।

ভারতীয় গণতন্ত্রে নির্বাচনের ভূমিকা অপরিসীম। শুধু সংসদ গঠনে নয় বিধানসভা, পুরসভা, পঞ্চায়েত সহ প্রত্যেকটি নির্বাচনের জন্য রচিত হয়েছে আলাদা আইন। আর এই প্রত্যেকটা নির্বাচনের অপরিহার্য অঙ্গ হল ভোটার তালিকা। একে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রথম সিঁড়ি বললেও অত্যুক্তি হয় না। ভারতবর্ষে ভোটার তালিকা তৈরির ইতিহাস দীর্ঘ। সরকারি কাজে কম্পিউটার যুক্ত হওয়ার আগে হাতে খসড়া প্রস্তুত করে প্রেসে ছেপে তৈরী হত তালিকা। বছর ৩০ আগেও সেন্সাসের মত বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারের নাম লিখে আনতো জব ওয়ার্কররা। সেই এনুমারেশন স্লিপ থেকে হাতে লিখে তৈরি হতো খসড়া। একে বলা হত এনুমারেশন অ্যান্ড প্রিপারেশন অফ ভোটার লিস্ট। কয়েকবার ফর্ম সংগ্রহের মাধ্যমে সামারি রিভিশন হওয়ার পর আবার হত এনুমারেশন। এরপর কম্পিউটার আসার পর তথ্য সংরক্ষণের সুবিধা হওয়ায় প্রতিবছর ফর্ম সংগ্রহের মাধ্যমে সংযোজন, বিয়োজন, সংশোধন করে প্রকাশিত হচ্ছে ভোটার তালিকা বা ইলেকটোরাল রোল। এর আর কিছু সময় পর ভোটার তালিকায় যুক্ত হল ভোটারের ফটো। তাই

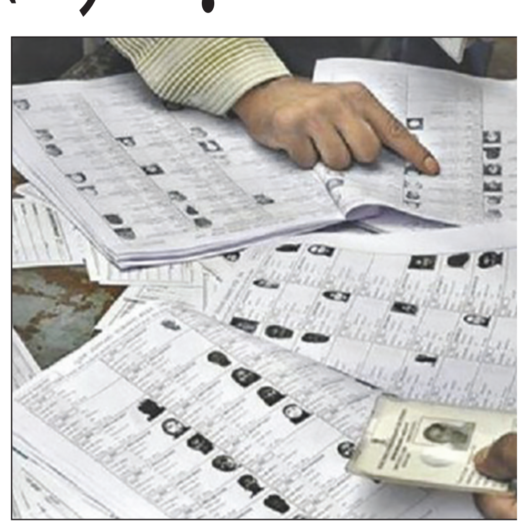

ভোটার তালিকার নাম ইলেকটোরাল রোলের বদলে হয়েছে ফটো ইলেকটোরাল রোল। এখন আর বাড়ি বাড়ি গিয়ে এনুমারেশন হয় না। ঠিক এই সুবিধাটাই এখন প্রথম সিঁড়ি ভোটার তালিকার অবয়বটিকে পিচ্ছিল করে তুলেছে।

ভোটার তালিকা এমন একটি অদ্ভুত তালিকা যা প্রতিদিন পরিবর্তন হয়। আজ যদি তালিকা প্রকাশিত হয় কালই তার পরিবর্তন ঘটবে। কারণ প্রতিদিন কেউ না কেউ ১৮ বছর পূর্ণ করে তালিকায় সংযুক্ত হওয়ার যোগ্য হচ্ছে এবং প্রতিদিন কেউ না কেউ মারা গিয়ে তালিকায় মৃত হিসাবে বিরাজ করছে। মজা হচ্ছে প্রতিবছর তালিকা সংশোধনের সময় নতুন করে ১৮ বছর পার করা সকলের নাম যেমন তালিকায় যুক্ত হওয়ার কথা তেমনই তালিকাভুক্ত সকল মৃত নাম বাদ যাওয়ার কথা। কিন্তু তা হয় না। যদিবা অধিকাংশ ১৮বছরের নাম অন্তর্ভুক্ত হয় কিন্তু অধিকাংশ মৃত ভোটারের নাম বাদ দেওয়া সম্ভব হয় না কারণ বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াটি বড়ই জটিল।

এরপর পাঁচের পাতায়

উত্তরের আঙিনায়

দুর্গার আগমনে বেশি দেরি নেই, শুরু খুঁটি পুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঢাকে কাঠি পড়তে আর বেশি সময় নেই, মেরে কেটে ১০০ দিন। মা আসছেন বর্ষার শেষে শরতের আগমনে মায়ের আবির্ভাব হবে। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদ উৎসব। ইতিমধ্যে পেয়েছে হেরিটেজের তকমা। বিভিন্ন জায়গায় খুঁটি পুজোর মাধ্যমে শারদ উৎসবের সূচনা হচ্ছে। কারণ হাতে সময় কিন্তু আর বেশি নেই। শিলিগুড়িতেও রাজ্যের অন্যান্য জায়গার মতো ঘটা করে দুর্গোৎসব পালিত হয়। পুজোর চারটে দিন দেদার আনন্দ।

শহরের অন্যতম বিগ বাজেটের পুজো গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য জাতীয় তরুণ সংঘ ক্লাবের পুজো। প্রতিবছর ঘটা করে দুর্গোৎসবের আয়োজন করে থাকে ক্লাবটি। গত বছর মায়াপুর মন্দিরের আদলে তৈরি হয়েছিল পুজোর মণ্ডপ। প্রচুর দর্শনার্থী এসেছিলেন অসাধারণ মণ্ডপ সজ্জা চাক্ষুষ করতে। আজ জাতীয় তরুণ সংঘ ক্লাবে দুর্গাপুজোর খুঁটিপুজো অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরো নিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা এম এমআই সি শ্রাবণী দত্ত সহ ক্লাবের অন্যান্য কর্মকর্তারা।

উত্তরে পাহাড় থেকে সমতল ব্যাপক বৃষ্টিপাত

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী উত্তরের সমতল থেকে পাহাড় ব্যাপক বৃষ্টিপাত হয়েছে। গতকাল রাতে বৃষ্টিপাত হবার পরে আজ সকালেও সমর্থন ও পাহাড়ি এলাকায় বৃষ্টিপাত হয়েছে বলে জানা গেছে। তিস্তা তোর্সা, রায়ডাক নদীগুলির জল ক্রমাগত বৃষ্টিপাত হওয়ার কারণে বাড়ছে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা শহর দার্জিলিং ও কালিম্পং ভারী বৃষ্টিপাতের খবর মিলেছে। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে উত্তরবঙ্গে আগামীকালই ১৩ জুলাই পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাত চলবে। কিছু কিছু এলাকায় ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত এখানেই শেষ নয়, আগামী শনিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। শনিবারের পরের থেকে উত্তরে বৃষ্টি কিছুটা কমবে। তবে উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টিপাত হলেও দক্ষিণবঙ্গের সেই অর্থে এখনো বর্ষার বৃষ্টিপাত হচ্ছে না। এই ভরা বর্ষাকাল ও চাতক পাখির মতো বৃষ্টি জন্য করে বসে থাকতে হচ্ছে। বৃষ্টিপাত না হওয়ার কারণে তাপমাত্রা খুব একটা কমছে না যার কারণে অস্বস্তি বাড়ছে। ভরা বর্ষার বৃষ্টির জন্য অপেক্ষায় দক্ষিণবঙ্গ।

পঞ্চায়েতে পাহাড়ের দখল নিল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং: এবারে পাহাড়ে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে দুর্দান্ত ফল আনীত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার। দীর্ঘ বছর পর পাহাড়ে এবার পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছে। মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবেই পাহাড়ে নির্বাচন হয়। নির্বাচনের ফল ঘোষণা শুরু হওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন জায়গায় ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার জয়ী হবার খবর আসতে থাকে। হামারও পার্টি, নির্দল সহ অন্যান্য দল গুলি দু–একটা সিট জিতলেও পাহাড়ে অগ্রাধিকার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার। এই জয়ের পর আনীত থাপা অত্যন্ত খুশি। তিনি জানান, আগে জিটিএ ছিল, এবার পঞ্চায়েত আসার পর কাজ করতে সুবিধা হবে বলে তিনি জানান। উল্লেখ্য দার্জিলিংয়ের ৭০ টি পঞ্চায়েত আসন রয়েছে অপরদিকে কালিম্পঙে ৪২ টি পঞ্চায়েত আসন রয়েছে।

পুজোর ছুটিতে পাহাড় ভ্রমণের হিড়িক বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং: প্রতি বছর পুজোর সময় উত্তরবঙ্গের পাহাড়ে ছুটি কাটাতে যান প্রচুর মানুষ। প্রতি বছরের ন্যায় চলতি বছরেও পুজোর ছুটিতে বুকিং বাড়ছে। উত্তরবঙ্গগামী বেশিরভাগ ট্রেনের টিকিট সম্পূর্ণ বুকিং হয়ে গেছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ওয়েটিং লিস্টের সংখ্যা।

প্রতি বছরের মতো চলতি বছরেও উত্তরবঙ্গের পাহাড়ে ভ্রমণ পর্যটকদের পছন্দের মধ্যে রয়েছে বলা যেতেই পারে। উল্লেখ্য পুজোর ছুটি পড়তে মাস তিনেক রয়েছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ উত্তরবঙ্গগামী ট্রেনের টিকিট শেষ। হাওড়া–নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, দার্জিলিং মেল, পদাতিক সহ বেশ কিছু ট্রেনে টিকিট শেষের মুখে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৫ জুলাই – ২১ জুলাই, ২০২৩

মেষ রাশি : কর্মসূত্রে বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। গুরুজনের স্বাস্থ্যন্নতির সম্ভাবনা। অন্যমনস্কতার দরুণ সাংসারিক কাজকর্মে ভুল ভ্রান্তির সম্ভাবনা। গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্যে বাধা। দ্রব্য হারানো বা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। সন্তানের পরীক্ষায় সাফল্যে বাধা।

প্রতিকার : প্রতিদিন গণেশ চালিশা পাঠ করুন।

বৃষ রাশি : আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। সৃষ্টিশীল কর্মে শিল্পী সত্বার বিকাশ। কর্মক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। অর্থিক উপার্জন হলেও অর্থের অপব্যয় বৃদ্ধি। ব্যবসায়ে বিনিয়োগে শুভ ফল লাভে বাধা জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধি। কর্মোন্নতির সুযোগ রয়েছে। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। কর্মসূত্রে দূরে যাওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ১০৮ বার 'ওঁ হনুমতে নম' জপ করুন।

মিথুন রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। আর্থিক উপার্জন বৃদ্ধির সম্ভাবনা বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে। কর্মক্ষেত্রে দূরে বদলি। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। ঋণ নেওয়ার সম্ভাবনা। প্রতিভার বিকাশ। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকলেও তা থেকে অব্যাহতির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে শ্রম সত্ত্বেও সুফল লাভে বিলম্ব। তীর্থে ভ্রমণ করার সুযোগ আসতে পারে।

প্রতিকার : ৪৬ বার 'ওঁ ভাগবতে বাসুদেবায় নম' জপ করুন।

কর্কট রাশি : কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রম সত্ত্বেও সাফল্যে বাধা। মান–সম্মান হানির সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। সমাজ সেবামূলক কর্মে সাফল্য। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি। বিবাহে বাধা। মানসিক অবসাদের দরুণ প্রাণায়াম করা প্রয়োজন। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১১ বার ওঁ দুর্গায় নম জপ করুন।

সিংহ রাশি : স্বামী স্ত্রীর যৌথ উদ্যোগে পারিবারিক সমস্যার সমাধানের পথ প্রশস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। সঞ্চিত অর্থের ব্যয়বৃদ্ধি। পথে ঘাটে সাবধানে চলাফেরা করা প্রয়োজন। হস্তশিল্প জাত দ্রব্যে শিল্পী সত্তার বিকাশ। ব্যবসায়ে সাফল্যের সম্ভাবনা। অর্জিত অর্থ পেতে বিলম্ব।

প্রতিকার : আদিত্য হৃদয়ঙ্গম পাঠ করুন।

কন্য রাশি : আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি। উঁচু স্থান থেকে পতনের সম্ভাবনা। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি। ব্যবসায় সাফল্যে বাধা। পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে ভাই বোনের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে যে কোনও সমস্যার সমাধান। কর্মক্ষেত্রে সাফল্যে বিলম্ব। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ওঁ বুধায় পাঠ করুন।

তুলা রাশি : সন্তানের লেখাপড়ায় আগ্রহ বৃদ্ধি। ব্যবসায় পুজি বিনিয়োগে ঝুঁকি আছে। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর যৌথ উদ্যোগে পারিবারিক সমস্যার সমাধান। কর্মক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করে সাফল্যের পথে অগ্রগতি। দেহের নিম্নাংশে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিকার : 'ওঁ রাহবে নম' পাঠ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : পারিবারিক সমস্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। শিল্পী সত্বার বিকাশের সঙ্গে উপার্জনের সম্ভাবনা। সন্তানের পরীক্ষায় সাফল্যের সম্ভাবনা। শেয়ার বা ফাটকায় বিনিয়োগ থেকে বিরত থাকুন। ঋণ নেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি।

প্রতিকার : শনিবার শনির যজ্ঞ করুন।

ধনু রাশি : স্বজনের কার্যকলাপে মানসিক শান্তি ব্যহত হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের পরীক্ষায় সাফল্যে বাধা। পারিবারিক অশান্তি বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুকি রয়েছে। বিবাহে বাধা। আইনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রু থেকে অব্যাহতি।

প্রতিকার : শনিবার বিকলাঙ্গদের গম দান করুন।

মকর রাশি : স্বজনের অনৈতিক কাজকর্মে মানসিক শান্তি ব্যহত হতে পারে। বন্ধু দ্বারা প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে ভাই বোনের সঙ্গে বিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে প্রতিকূলতা কাটিয়ে সাফল্যের পথে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : শনিবার ভিখারিদের দই–ভাত দিন।

কুম্ভ রাশি : প্রসাধনী দ্রব্যের ব্যবসায় সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। শারীরিক পীড়ার দরুণ কাজকর্ম ব্যহত হওয়ার সম্ভাবনা। স্বজনের জন্য আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। কর্মোন্নতির সম্ভাবনা। জমি বাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। বিবাহে বাধা।

প্রতিকার : ১১ বার ওঁ মন্তে নম জপ করুন।

মীন রাশি : স্বজনের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। অর্জিত অর্থের অপব্যয়ের সম্ভাবনা। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি পেলেও তা থেকে অব্যহতি এবং আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে সাফল্য। সন্তানের পড়াশোনায় আগ্রহ বৃদ্ধি। ভ্রমণ আপাতত এড়িয়ে চলাই শ্রেয়।

প্রতিকার : ১১ বার 'ওঁ কেতবে নম' জপ করুন।

কাজের খবর

দক্ষিণ পূর্ব রেলে ৪৩ কর্মী

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে 'টেকনিক্যাল অ্যাসোসিয়েট' পদে ৪৩ জন লোক নিচ্ছে। নেওয়া হবে এইসব ট্রেডে : সিভিল ইঞ্জিনিয়ার/কনস্ট্রাকশন, ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং/কনস্ট্রাকশন, সিগন্যাল টেলিকমিউনিকেশন / কনস্ট্রাকশন। সিভিল, ইলেক্ট্রিক্যাল, টেলিকমিউনিকেশন /ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি (বি ই বা বি টেক) কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। সংশ্লিষ্ট ট্রেডে 'গেট' পরীক্ষায় সফল হয়ে থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। চাকরি হবে চুক্তিতে। পারিশ্রমিক মাসে ৩২,০০০ টাকা, ৩৪,০০০ টাকা ও ৩৭,০০০ টাকা। শূন্যপদ : সিভিল ৩২টি (জেনাঃ ১৬, তঃ জাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ২, ও বি সি ৯)। ইলেক্ট্রিক্যাল ৮টি (জেনাঃ ৪, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ও বি সি ২)। সিগন্যাল টেলিকমিউনিকেশন ৩টি (জেনাঃ ২, ও বি সি১)। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং : SER/Con./HQ/EN-2/2023. date : 06/07/2023. Vacancy No. Con./JTA/2023.

দরখাস্ত করবেন নির্দিষ্ট ফর্মে। দরখাস্তের ফর্ম ডাউনলোড করতে পারবেন এই ওয়েবসাইটে : www.ser.indianrailways.gov.in পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন যাবতীয় প্রমাণপত্রের প্রত্যায়িত নকল। দরখাস্ত করা খামের ওপর লিখবেন : 'Application for the post of JTA'. দরখাস্ত পৌঁছানো চাই ২১ জুলাইয়ের মধ্যে। এই ঠিকানায় : The St. Personnel Officer (M&EL), South Eastern Railway, 11, Garden Reach Road, Kolkata-43.

১৮৩ জন ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের কুদানকুলাম নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্রোজেক্ট ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস' হিসাবে ১৮৩ জন লোক নিচ্ছে। নেওয়া হবে এইসব ট্রেডে : ফিটার, ইলেকট্রিশিয়ান, ইলেকট্রনিক মেকানিক, ওয়েল্ডার (গ্যাস অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক), পাম্প অপারেটর কাম মেকানিক, ইন্সট্রুমেন্ট মেকানিক, মেকানিক রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য : বিজ্ঞান ও অঙ্ক বিষয় নিয়ে মাধ্যমিক পাশরা আইটিআই থেকে ফিটার, ইলেকট্রিশিয়ান, ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক, ওয়েল্ডার (গ্যাস অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক), পাম্প অপারেটর কাম মেকানিক, ইন্সট্রুমেন্ট মেকানক, মেকানিক রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য আবেদন করতে পারেন। ৩১–৭–২৩'র হিসাবে বয়স হতে হবে ১৪ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। তপশিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর ও প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। শরীরের মাপজোপ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৩৭ সেমি আর ওজন অন্তত ২৫.৪ কেজি। বুকের ছাতি ৩.৮ সেমি প্রসারণক্ষম থাকতে হবে। ১ বছরের ট্রেনিং। তখন স্টাইপেন্ড পাবেন। শূন্যপদ : ফিটারে ৫৬টি। ইলেকট্রিশিয়ানে ৪০টি। ইলেকট্রনিক্সে ২০টি। মেশিনিস্ট ২৫টি, ওয়েল্ডার ১০টি, পাম্প অপারেটর কাম মেকানিক–৭টি, ইন্সট্রুমেন্ট মেকানিক ২০টি, মেকানিক রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং ৫টি।

১ বছরের আইটিআই কোর্স পাশদের স্টাইপেন্ড মাসে ৭,৭০০ টাকা ও ২ বছরের কোর্স পাশদের বেলায় মাসে ৮,৮৫৫ টাকা। ট্রেনিং হবে কুদানকুলাম নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্রোজেক্টে। আগে কোনো অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনিং করে থাকলে যোগ্য নন। প্রার্থী বাছাই হবে আইটিআই, কোর্সে পাওয়া নম্বর দেখে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে। প্রথমে অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে নাম এনরোলমেন্ট করতে হবে এই ওয়েবসাইটে : http://apprenticeship.gov.in তখন রেজিস্ট্রেশন আইডি নম্বর পাবেন। এরপর নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে গিয়ে দরখাস্তের ফর্ম ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইটে www.npcil.nic.in পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন (১) আইটিআই সার্টিফিকেট ও শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় বর্ষ বা, সেমেস্টারের স্ব–প্রত্যায়িত নকল, (২) জন্ম তারিখের সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল, (৩) অন্যান্য যোগ্যতা থাকলে তার সার্টিফিকেটের স্ব–প্রত্যায়িত নকল (৪) কাস্ট সার্টিফিকেটের স্ব–প্রত্যায়িত নকল, (৫) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধানের দেওয়া Character/conduct certificate'. (৬) আধার কার্ডের স্ব–প্রত্যায়িত নকল, (৭) এমপ্লটমেন্ট এক্সচেঞ্জ কার্ডের স্ব–প্রত্যায়িত নকল (যদি থাকে), (৮) এখনকার তোলা পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে)। দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখবেন Application for engagement of Trade Apprentice Against Notice No. NPCIL/KKNPP/HRM/01/2023'.

দরখাস্ত পাঠাবেন রেজিস্ট্রি ডাকে বা, স্পিড ডাকে। পৌঁছনো ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে। এই ঠিকানায় : The Senior Manager (HR), HR Section, Kudankulam Nuclear power project, Kudankulam PO, Radhapuram Taluk, Tirunelveli District : 627106.

এইমসে ৪৫ হসপিটাল অ্যাটেন্ড্যান্ট, টেকনিশিয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি : নাগপুরের অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস হসপিটাল অ্যাটেন্ড্যান্ট গ্রেড–III ও ল্যাব টেকনিশিয়ান ট্রেডে ৪৫ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য। হসপিটাল অ্যাটেন্ড্যান্ট গ্রেড : III : মাধ্যমিক পাশরা কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে হসপিটাল সার্ভিসের (সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্স) সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। হসপিটালে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে পে লেভেল – I অনুযায়ী। শূন্যপদ : ৪০টি (জেনাঃ ১৯, ও বি সি ১০, তঃ জাঃ ৫, তঃ উঃ জাঃ ৩, ই ডব্লু এস ৩)।

ল্যাব টেকনিশিয়ান : সায়েন্স শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক পাশরা মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজির ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে যোগ্য। মেডিক্যাল ল্যাব টেকনোলজির বিএসসি, কোর্স পাশ হলে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ২১ বছর থেকে ৩১ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে পে লেভেল–৫ অনুযায়ী। শূন্যপদ : (জেনারেল ৪, ও বি সি ১)।

সব ক্ষেত্রে শুরুতে ২ বছরের প্রবেশন। সব পদের বেলায় বয়স গুণতে হবে ৩১–৭–২০২৩ এর হিসাবে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও বি সি'রা ৩ বছর আর প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং : AIIMS/NGP/REC/Nontacuity/2023/01, Date : 01.07.2023. প্রার্থী বাছাই হবে কম্পিউটার বেসড টেস্টের মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে কলকাতায়। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে, www.aiimsnagpur.edu.in এজন্য বৈধ ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের ফটো ৫০ কেবির মধ্যে আর সিগনেচার ৩০ কেবি'র মধ্যে জে পি জি ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। দরখাস্ত করার আগে পরীক্ষা ফি বাবদ ১,০০০ (তপশিলী হলে ৮০০) টাকা অনলাইনে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

শব্দবার্তা ২৫৫

			১		২		৩
	৪						
			৫				
৬							
				৭		৮	
৯		১০					
				১১			
		১২					

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। ফোয়ারা ৪। কথার হওয়া অনুচিত ৫। সারাবছর সবুজ ৬। কোলিল ৭। সাহসিকতাপূর্ণ কাজ, কীতি ৯। মঙ্গলজনক পরিণয় ১১। রান্না ১২। ঝগড়া, বিবাদ।

উপর–নীচ

১। সঞ্চিত ২। খাতির, সম্মান ৩। উদার হৃদয় ৪। পাখি, বিহঙ্গ ৬। 'হনুমানের স্বপ্ন'–র রচয়িতা ৭। নিত্য, সর্বদা ৮। আগাম দেওয়া টাকা ১০। সদসৎ বিচার।

সমাধান : ২৫৪

পাশাপাশি : ২। প্রজ্ঞাপারমিতা ৫। তসলিম ৭। গরিব ৯। আসন ১০। চঞ্চরিক ১২। ময়লা আঁচল।

উপর–নীচ : ১। হালত ৩। জ্ঞানময় ৪। মিছরির ছুরি ৬। সময় সময় ৮। খিচমিচ ১১। কলাপী।

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি
কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি
দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/৯৮৩০২৮৪৯৯২

থ্যালাসেমিয়া বাহক নির্ধারণই চ্যালেঞ্জ

ডাঃ মানস কুমার সিনহা

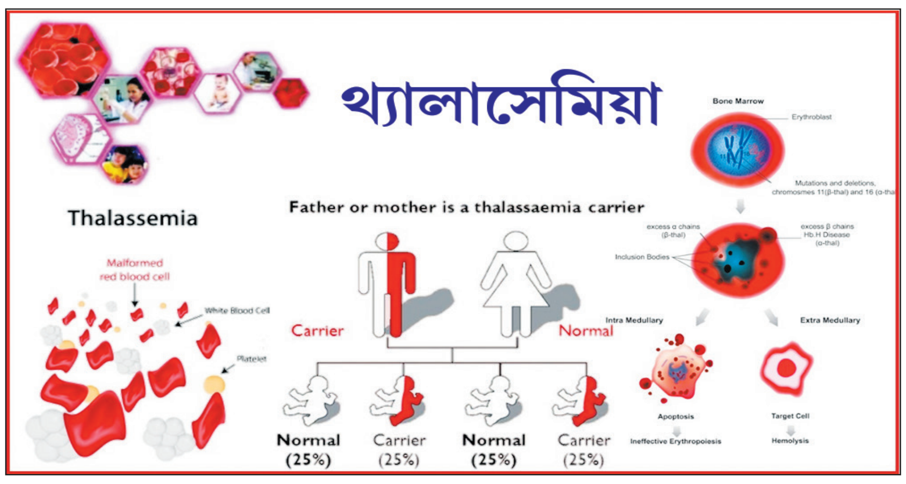

থ্যালাসেমিয়া একটি বংশগত রক্তের রোগ যেটি উত্তরাধিকার সূত্রে হয়ে থাকে। এটি একটি রক্তস্বল্পতা বা অ্যানিমিয়া জনিত রোগ। এই রোগ যখন প্রথম চিহ্নিত হয় তখন সাধারণত ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে গ্রিক বা ইতালিয়ানদের মধ্যে বেশি পরিলক্ষিত হয়। তবে সেসব দেশে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে বিবাহের পূর্বে থ্যালাসেমিয়ার স্ক্রিনিং বাধ্যতামূলক করার ফলে থ্যালাসেমিয়া রোগের সংখ্যা অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। তবে আমাদের ভারতবর্ষে এখনো এই রোগের হারের বিশ্বের মধ্যে একদম প্রথম সারিতে। এই রোগ মা বাবার ত্রুটি পূর্ণ জিনের মাধ্যমে সন্তানের শরীরে যায়। এই রোগে আক্রান্তের শরীরে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কম থাকে। হিমোগ্লোবিন তৈরি হয় আলফা এবং বিটা নামক প্রোটিন চেইন দিয়ে। জিনগত কারণে এই চেইনগুলির ত্রুটিপূর্ণ এবং কম উৎপাদনের ফলে শরীরে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কমে যায় এবং থ্যালাসেমিয়া রোগী রক্তস্বল্পতায় বা অ্যানিমিয়ায় ভোগেন। জন্মগতভাবে যারা থ্যালাসেমিয়ার ক্যারিয়ার বা বাহক তাদের শরীরে বাবা বা মায়ের থেকে একটি ত্রুটিপূর্ণ জিন থাকে এবং একজোড়া জিনের মধ্যে একটি ত্রুটিপূর্ণ কিন্তু আরেকটি সঠিক জিন থাকার ফলে সাধারণত কোনো সমস্যা হয় না। কিন্তু যাদের জোড়া জিনের মধ্যে দুটিই ত্রুটিপূর্ণ তারাই থ্যালাসেমিয়া রোগী হয়ে যান। তাই বাবা–মায়ের মধ্যে যদি একজন বাহক হন এবং আর একজন নরমাল হন সে ক্ষেত্রে ভয়ের বিশেষ কোনো কারণ নেই। কিন্তু বাবা মা যদি দুজনেই বাহক হন তাহলে সেক্ষেত্রে অঙ্কের হিসাবে ২৫ শতাংশ সন্তানের থ্যালাসেমিয়া হওয়ার সম্ভাবনা। আক্রান্তকে নিয়মিত রক্ত গ্রহণ করতে হয় এবং রক্তে আয়রনের মাত্রা বেড়ে যায় এবং তার ফলে বিভিন্ন অঙ্গে আয়রন জমা হয়ে থাকে। তাই দরকার হয় আয়রন চিলেশন বা শরীর থেকে অতিরিক্ত আয়রন বের করে দেওয়ার চিকিৎসা। ব্যয়বহুল স্থায়ী চিকিৎসা সম্ভব বোন মারো ট্রান্সপ্লান্ট বা অস্থিমজ্জা প্রতি স্থাপনের মাধ্যমে। তবে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তের সংখ্যা কমাতে হলে আমাদের আরও সচেতন হতে হবে। থ্যালাসেমিয়া বাহক নির্ধারণই একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। বাহকে বাহকে বিবাহ রুখতে থ্যালাসিমিয়া স্ক্রিনিং এর ওপর আরো জোর দেওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া গর্ভধারণের আগে এবং গর্ভ সঞ্চারের পরও যদি বাহক চিহ্নিতকরণ পরীক্ষা করানো যায় তাহলেও আক্রান্ত ভ্রূণের সংখ্যা কমানো সম্ভব। বিশেষজ্ঞদের মতে, থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়তে হলে আমাদের জোর দিতে হবে আক্রান্ত ভ্রূণের সংখ্যা কমানোর উপর। এরপরও যে শিশু থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে ভূমিষ্ঠ হবে তার অস্থি প্রতিস্থাপন করার ওপর জোর দিতে হবে। বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে থ্যালাসেমিয়া স্ক্রিনিং টেস্ট বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিনামূল্যে করা হয়ে থাকে। সচেতন নাগরিকদের কর্তব্য এই ব্যবস্থার সদ্ব্যবহার করে থ্যালাসেমিয়া বাহক নির্ধারণে এগিয়ে আসা এবং থ্যালাসেমিয়া রোগী মুক্ত সমাজ গড়ার কাজে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

মুখ্যমন্ত্রীর মামাতো বৌদিকে হারিয়ে কুসুম্বা পঞ্চায়েত দখল বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি : রামপুরহাট ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির কুসুম্বা আসনে পরাজিত হলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামাতো বৌদি পম্পা মুখার্জী। পম্পাকে ছত্রিশ ভোটে হারিয়ে জয়লাভ করেন বিজেপির সুদেষ্ণা মুখার্জী। কুসুম্বা গ্রামপঞ্চায়েতের ৩১নং বুথে জয়ী বিজেপির অর্চনা হাজরা। অর্চনা হাজরা বলেন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানুষ ভোট দিয়ে জিতিয়েছে। তৃণমূলে যাবো না। খুব ভালো লাগছে। নবজোয়ার কর্মসূচিতে বীরভূম জেলায় এসে কুসুম্বা গ্রামে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে গিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভোট পরবর্তী হিংসা অব্যাহত, ধৃত ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার বিকালে সিউড়ি ১নং ব্লকের মল্লিকপুর গ্রামপঞ্চায়েতের আডডা গ্রাম বিজেপি তৃণমূল সংর্ঘষ ঘিরে রণক্ষেত্র হয়ে উঠে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ডিএসপি শৃঙ্খলা ও প্রশিক্ষণ অয়ন সাধুর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে যায়। বিজেপি সমর্থক শিউলি মাল বলেন, তৃণমূল হুমকি দিচ্ছে বোমা মেরে গ্রামছাড়া করার। তৃণমূল সমর্থক সাজি মাল, মল্লিকা মাল বলেন, আমরা ভোটগণনার জায়গায় ছিলাম। তৃণমূলের এক মহিলাকে একা পেয়ে বিজেপির লোকজন মারধর করছিল। চারজনকে আটক করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার সকালে নানুরে সিপিএম প্রার্থীদের গণনাকেন্দ্রে যেতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদে টায়ার জ্বালিয়ে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় সিপিএম। ছোটো সাংড়া গ্রামে বিজেপি কর্মীদের ঘর ভাঙচুর মারধরের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল ।

বিস্ফোরক উদ্ধারে গ্রেপ্তার তৃণমূল প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনায় নলহাটি ১ নং ব্লকের বানিওড় গ্রামপঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রার্থী মনোজ ঘোষকে সোমবার গ্রেপ্তার করলো এনআইএ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নলহাটি ১ নং ব্লকের বাহাদুরপুর গ্রামে পাথর ব্যবসায়ী মনোজ ঘোষের অফিস রাজলক্ষ্মী এন্টারপ্রাইজে ২৮ জুন সকাল সাতটা থেকে তল্লাশি করে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। দুপুর সাড়ে তিনটে পর্যন্ত চলে তল্লাশি। পরিত্যক্ত ঘর থেকে ১টি দেশী পিস্তল, ৪টি কার্তুজ, ১৩০টি জিলোটিন স্টিক, ১টি নজর ক্যামেরার ডিভিআর, ৫০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট উদ্ধার করে এনআইএ। মনোজের হিসাব নিকাশ অফিস সিল করে দিয়েছে এনআইএ। অভিযানের খবর পেয়ে এলাকা ছেড়েছিল মনোজ।

বিজেপির অভিনব প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যজুড়ে ভোট লুট, হত্যা, সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করে গণতন্ত্রের উৎসবকে জঙ্গলরাজে পরিণত করেছে তৃণমূল। তারই প্রতিবাদে সোমবার সিউড়ি প্রশাসন ভবনের সামনে টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদ জানায় বিজেপি। খালি গায়ে অবস্থান বিক্ষোভে বসে বিজেপিকর্মীরা। ডুগডুগি বাজিয়ে অবস্থান বিক্ষোভে শামিল হন বীরভূম জেলা বিজেপি সভাপতি ধ্রুব সাহা। ধ্রুব সাহা বলেন, গণতন্ত্রের নামে ভোট লুট করেছে তৃণমূল তাতে সাহায্য করেছে পুলিশ। প্রশাসন উলঙ্গ হয়ে গিয়েছে। তাই বিজেপির কার্যকর্তারা খালি গায়ে অবস্থান বিক্ষোভে বসেছে। খয়রাশোল ব্লকের পাঁচড়া গ্রামপঞ্চায়েতের ময়নাডাল গ্রামে গ্রামবাসীদের নামে ৩০৭ ধারায় মামলা করেছে পুলিশ। ময়নাডাল গ্রাম জনমানবশূন্য। তৃণমূল জিততে পারবে না বলে আবার বীরভূম জেলার ১৪টি বুথে পুনঃনির্বাচন করাচ্ছে। প্রশাসন নিরপেক্ষ না হলে আগামীদিনে বীরভূম জেলায় আগুন জ্বলবে আর তারজন্য দায়ি থাকবে প্রশাসন।

বাঁকুড়ার শুশুনিয়ায় আদিবাসীদের পাশে নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : পরিবেশ সংরক্ষণ ও আর্থিকভাবে অনগ্রসর আদিবাসীদের জীবন–জীবিকা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাঁকুড়ার ছাতনার শুশুনিয়া পাহাড়ের অনতিদূরে বাগডিহা গ্রামের ২৫টি মাহালি আদিবাসী পরিবারের জন্য পুষ্টি বাগান এবং বৃক্ষরোপনের এক মাস ব্যাপী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি। ইতিপূর্বেই এই অঞ্চলের হস্তশিল্পী গোষ্ঠীর জীবনশৈলীর উন্নতির পরিকল্পনা নিয়ে নানা উদ্যোগে সামিল হয়েছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম অব ইন্ডিয়ান আর্ট। এই উদ্যোগেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম অব ইন্ডিয়ান আর্ট যুক্ত হয়েছে। আগামী ১৬ ও ১৭ জুলাই, রবিবার ও সোমবার বাগডিহায় এক মাস ব্যপী অনুষ্ঠানের সূচনা হবে। উপস্থিত থাকবেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব গুহ সহ সমিতির সদস্যবৃন্দ,

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিকরা সহ অন্যান্যরা। আদিবাসী পরিবারের সদস্যদের নিয়ে জীবনশৈলী উন্নয়নের বিষয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। উপস্থিত থাকবেন পশ্চিমবঙ্গ তপসিলী আদিবাসী এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের আধিকারিকরা সহ স্থানীয় গোসাইডিহি আস্থা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির কর্মকর্তারা।

ফল ঘোষণা শেষ হতেই হিংসা ছড়ালো বাসন্তীতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : ভোট গণনার পরই যুব তৃণমূল কর্মীদের বাড়িতে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী ব্লকের কাঁঠালবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কলতলা লস্কর পাড়া এলাকায়। পঞ্চায়েত ভোটের গণনা শেষ হতেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বাসন্তী। এদিন এক যুবতৃণমূল কর্মীর বাড়িতে হামলা চলে। অভিযোগের আঙুল দুষ্কৃতিদের দিকে। গন্ডগোলের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা চালায় বাসন্তী থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। ভোটের আবহে বারংবার শাসকদলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ উঠেছে এই বাসন্তীতে। দুটি খুনের ঘটনাও ঘটেছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, কাঁঠালবেড়িয়া ও ফুলমালঞ্চ পঞ্চায়েত, এলাকায় তৃণমূলের মূল সংগঠনের সঙ্গে যুব'র বিবাদ বহু পুরনো। পঞ্চায়েত ভোটে যাঁরাই দলের প্রতীক পেয়েছেন তার বিরুদ্ধে, পাল্টা নির্দল হয়ে লড়েছে দলেরই একাংশ। আহমেদ আলি মোল্লা নামে এক তৃণমূল সমর্থক বলেন, "আমরা তৃণমূল করি, ওরা নির্দল করে। কী জন্য কী হল বুঝতেই পারলাম না। মঙ্গলবার রাতে বাড়িতে এসে হামলা করে ভাঙচুর চালায়। এখন বলছে, দু'টো ছেলের মুন্ডু চাই। কেন এসব বলছে কিছুই বুঝতে পারছি না। পরিবার নিয়ে আতঙ্কে রয়েছি।"

ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে রুটমার্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষনার শুরুতেই হিংসার রাজনীতিতে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল বাসন্তী ব্লক। প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক হানাহানির অস্থিরতা শুরু হয়েছিল। বোমাবাজী, বাড়িঘর ভাঙচুর এমনকি দুটি খুনের ঘটনা ঘটেছিল।আবার নির্বাচনী ফলাফল ঘোষনা হতেই দুএকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটেছে। পরবর্তীতে যাতে করে কোন প্রকার হিংসার ঘটনা না ঘটে তার জন্য বাসন্তী থানার পুলিশের উদ্যোগে বাসন্তীর বিভিন্ন এলাকায় বিএসএফ বাহিনী রুটমার্চ করে। বৃহস্পতিবার সকালে কাঁঠালবেড়িয়া পঞ্চায়েতের উত্তর ভাঙনখালির বিভিন্ন প্রান্ত রুটমার্চ হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবী প্রথম থেকে পুলিশ প্রশাসন সক্রিয় হলে এলাকায় অশান্তি হতো না।

বিজেপিকর্মী খুনে গ্রেপ্তার তার সহযোগী

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহম্মদবাজার ব্লকের সারেন্ডা গ্রামে দিলীপ মাহারা খুনে দিলীপের সহযোগী প্রদীপ মাহারাকে গ্রেপ্তার করেছে মহম্মদবাজার থানার পুলিশ। দিলীপ ছাদে টিন পিটানোর কাজ করতো । প্রদীপ সহকারী হিসাবে কাজ করতো। সাত জুলাই সিউড়ি স্পেশাল আদালতে তোলা হলে ধৃতকে দশদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। স্পেশাল এপিপি তপন গোস্বামী বলেন, পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে । তদন্ত চলছে। যদিও প্রদীপ মাহারা বলেন, আমি ওর (দিলীপ মাহারা) কাজ করতাম বলে পুলিশ আমাকে আটক করেছে। একসঙ্গে হাটে গিয়েছিলাম তারপর বিজেপির জগন্নাথ মাহারা, মেঘনাদ মাহারা,সুখেন দাস দিলীপকে প্রচারের জন্য ডেকে নিয়ে চলে যায়। সেইকথা দিলীপের বাড়িতে বলেছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ছয় জুলাই ভোরে সারেণ্ডা থেকে চন্দ্রপুর গ্রাম যাওয়ার রাস্তার কুলুপুকুরের ধার থেকে মহম্মদবাজার বি মন্ডলের হিংলো গ্রামপঞ্চায়েতের ২২৪ নং বুথের বিজেপি সহসভাপতি দিলীপ মাহারার (৪৮) মৃতদেহ উদ্ধার হয়। বাড়ি সারেন্ডা গ্রামে। দিলীপের স্ত্রী ছবি মাহারা পালান সংসদ থেকে নির্দল প্রার্থী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ঘটনা ঘিরে রনক্ষেত্র হয়ে ওঠে এলাকা। পুলিশকে ঘিরে চলে বিক্ষোভ। ঘটনার সিবিআই তদন্তের দাবি করেছিল পরিবার এবং স্থানীয় বাসিন্দারা। দুপুরে পুলিশ কুকুর তদন্তে আসে। তারপর প্রদীপ মাহারাকে আটক করে মহম্মদবাজার থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্তের দাবিতে রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মহম্মদবাজারে ৬০নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিজেপি ।

দলবদল আটকাতে বিজেপির জয়ীরা জেলা কার্যালয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলার ১৬ গ্রামপঞ্চায়েত ত্রিশঙ্কু। সেখানে নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে পারে বিজেপি । তৃনমূলে যোগদান করার জন্য বিজেপির টিকিটে জয়ী প্রার্থীদের চাকরি ও টাকা প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ বিজেপির। শাসকের প্রলোভন থেকে বাঁচতে বিজেপি টিকিটে জয়ী প্রার্থীদের অধিকাংশ ৬০ নং জাতীয় সড়কের পাশে সিউড়ি জেলা বিজেপি কার্যালয়ে আশ্রয় নিয়েছে। জয়ী প্রার্থীদের কাছ থেকে মোবাইল জমা নিয়ে নিয়েছে জেলা নেতৃত্ব যাতে তৃণমূল কোনোভাবেই যোগাযোগ করতে না পারে। বীরভূম জেলা বিজেপি সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, তৃনমূলের সন্ত্রাস, অত্যাচার, পুলিশকে কাজে লাগিয়ে বিজেপিকে আটকানোর পরিকল্পনা চলছে। সংবাদমাধ্যমের সামনে বাকি কিছু বলতে চাইছি না। বিজেপি আছে পঞ্চায়েতে থাকবে। সময় হলে আমরা শাসকেই আসবো। জেলার একমাত্র বিজেপি বিধায়ক অনুপ সাহা বলেন, মানুষের ভোটে বিরোধীরা জিতেছে। সেখানে ভয় দেখিয়ে প্রলোভন দেখিয়ে বিভিন্নভাবে কিনে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে শাসকদল । শাসকদল যদি বিরোধীশূন্য করবে ভাবে তাহলে আমরা তা মেনে নেবো না । তৃনমূল বিরোধীশূন্য করার যে পরিকল্পনা নিয়েছে তা আগামীদিনে বুমেরাং হবে। তৃনমূল জেলা সহসভাপতি মলয় মুখার্জী বলেন, কর্মীদের উপর ভরসা নেই, অমূলক ধারনা। আমাদের দলগতভাবে বোর্ড গঠন কবে হবে আলোচনা হয় নি।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

চোরেরা জামিনে ঘুরছে, মাল খানায় পচছে, দোকানদারের নতুন ফ্যাসাদ

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

গত ২১শে জুন গভীর রাত্রে চেতলা হাটের এক দোকানের টিনের চালা কেটে দামী দামী কাপড় চুরি করে চোরের দল চম্পট দেয়। এরপর আলিপুর থানার পুলিশ বেহালা, এবং বারাসাত থেকে বমাল মোট পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ গত ২১শে জুন রাত ২টার সময়ে দোকানের চালা কেটে 'চোরের' দল চেতলা খেয়াঘাটের নিকটবর্তী এক গাঁজার আড্ডাস্থলে চোরাই মাল জমা করে এবং পরে বস্তাবন্দী করে কালিঘাট দিয়ে পাচার করে। সেই সময় জনৈক ব্যক্তি গঙ্গার ঘাটে শুয়ে শুয়ে চোরেদের এই সব কাণ্ড কারখানা দেখে এবং ভোরের আলো ফুটতেই সংবাদটা ছড়িয়ে দেয়। দোকানের মালিক থানায় এই ঘটনার এজাহার দিলে পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে বেশ কিছু সূত্র আবিস্কার করে। এরপর গভীর রাত্রে পুলিশ বেহালায় হানা দিয়ে এক চশমা কারখানার কর্মি নন্দদুলাল বিশ্বাস ওরফে দিলুকে বমাল গ্রেপ্তার করে। তারপর সেখান থেকে বারাসাত। ঐ পাড়ায় কৃষ্ণ গোপাল সাহার বাড়ী থেকে আসামী মংলা সাহাকে বস্তা বোঝাই মাল সমেত গ্রেপ্তার করা হয়। এ ছাড়া আরও তিনজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। মোট উদ্ধার প্রাপ্ত কাপড়ের মূল্য আনুমানিক চার হাজার টাকা। এই তদন্ত কার্য্যে অংশ গ্রহণকারী অফিসার হলেন আলিপুর থানার এস আই সর্ব্বশ্রী জে, সি, রায় এবং এ এন মুখার্জি।

সর্ব্বশেষ সংবাদে প্রকাশ চোরের দল জামিনে খালাস আছে। এদিকে দোকানদার পুলিশের কাছ থেকে মাল আদায়ের চেষ্টা করলে, দোকানের স্টক এবং হিসাবের খাতা পুলিশ দাবী করেছে। ফলে দোকানদার পড়েছে মহা মুস্কিলে। চুরির মাল উদ্ধার তো হোলই না উপরন্তু হিসাবের ঝামেলা নতুন চিন্তার কারণ হোয়ে দাঁড়িয়েছে।

৭ম বর্ষ, ২৪শ সংখ্যা, ১৪ই জুলাই, ১৯৭৩, ২৯শে আষাঢ়, ১৩৮০ শনিবার

কার্বলিক অ্যাসিডে পুড়ে জখম ৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : কার্বলিক অ্যাসিড নিয়ে খেলা করতে গিয়ে পুড়ে জখম হল ৬ জন খুদে পড়ুয়া। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে ৬ নম্বর সোনাখালির একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। শিশুদেরকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গুরুতর জখম হয়েছে চতুর্থ শ্রেণীর দীপেন্দু পড়িয়া,রাজ প্রামাণিক ও বুলু পড়িয়া, শিশু শ্রেণীর সৌম্যদীপ খিলাড়, দ্বিতীয় শ্রেণীর সোনম খিলাড় ও রাজ পড়িয়া। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। উল্লেখ্য সাপের উপদ্রব থেকে বাঁচতে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট কর্মীদের দেওয়া হয়েছিল কার্বলিক অ্যাসিড। ভোট পর্ব শেষ হতেই সেই অ্যাসিড স্কুল ঘরেই রেখে এসেছিলেন ভোটকর্মীরা। এদিন সোনাখালির ৬ নম্বর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় সেই অ্যাসিডের বোতল নিয়ে খুদে ছাত্র ছাত্রীরা খেলার ছলে কাড়াকাড়ি করছিল। সেই সময় বোতলের মুখ খুলে ছড়িয়ে পড়ে খুদে ছাত্রছাত্রীদের মুখে ও শরীরের বিভিন্ন জায়গায়। অ্যাসিডের জ্বালায় যন্ত্রণায় চিৎকার করে কান্নাকাটি করতে থাকে তারা। স্থানীয়রা দৌড়ে আসে। খুদে ছাত্র ছাত্রীদের উদ্ধার করেন। তড়িঘড়ি স্থানীয় চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যায়। অভিযোগ স্কুলের শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যায়নি। বরং সুযোগ বুঝে স্কুল ঘরে তালা ঝুলিয়ে পালিয়ে যায়।

পঞ্চায়েত ভোটে ছক্কা হাঁকালেও প্রতিপক্ষের জোর টক্কর ফাইনালের আগে চমকে দিল তৃণমূলকে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস এবার কেমন খেলতে চলেছে তার আভাসটা ভোটগ্রহণের দিনেই খেলাচ্ছলে ব্যাট হাতে ইঙ্গিতেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন দলের শীর্ষনেতা তথা রাজ্যস্তরের অন্যতম মুখপাত্র দেবু টুডু। আর কার্যক্ষেত্রেও সেটাই দেখা গেল। পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের বিদায়ী সহ সভাধিপতি দেবু টুডু এবারেও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তিনি গ্রামে গ্রামে নির্বাচনী প্রচারে মানুষের কাছে গিয়ে উন্নয়নের নিরিখে ভোট চেয়েছিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসকে দুহাত ভ'রে আশীর্বাদ করবে। দেবুবাবুর সেদিনের ইঙ্গিতবাহী খেলা কিন্তু অল্পক্ষণেই শেষ হয়ে গেলেও তার রেশ চলতেই থাকল। ১১ জুলাই ভোটের ফল ঘোষণার কিছুক্ষণ পর থেকেই বোঝা গেল রাজ্যজুড়ে ঘাসফুলের 'অপ্রতিরোধ্য' গতি।রাজ্যের ২২টি জেলার মধ্যে অন্তত ২০টিতে দোর্দণ্ডপ্রতাশালী তৃণমূল কংগ্রেসের কেরামতি দেখল প্রায় দশ কোটি বঙ্গবাসী। ২০টি জেলা পরিষদ এককভাবে দখল করে নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে বিরোধীদের কার্যত একটা বার্তা দিতে চাইল। রাজনৈতিক মহলের একাংশের অভিমত, এবারের নির্বাচনের মাধ্যমে ঘাসফুল শিবির বিরোধীদের প্রকারন্তরে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করছে যে গ্রামবাংলার সিংহভাগ মানুষ এখনও তাদের সঙ্গেই আছে।তবে, এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে জায়গায় জায়গায় বিরোধীদের জোর টক্কর নিশ্চিতভাবেই রাজ্যের শাসকদলকে চমকে দিয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধী শক্তি রাজ্যজুড়ে শাসকদলকে যে প্রথম থেকেই কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছিল তা একাধিক ঘটনায় প্রমাণ মেলে এবং শেষমেশ নির্বাচনী ফলাফলেও তা বেশ বোঝা গেল। ২০২৪ সালের 'ফাইনাল' ম্যাচের আগে প্রতিপক্ষের এই অভাবনীয় শক্তি সঞ্চয় এই মূহূর্তে নিচুতলার তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের কাছে প্রধান চর্চার বিষয়

হয়ে দাঁড়িয়েছে। এককথায় এটা বলাই যায়, পাড়ায় পাড়ায় বিরোধীদের এইযে জোর টক্করের ছবিটা উঠে এল; তা রাজ্যের শাসকদলকে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনী লড়াইয়ের ঘুঁটি সাজানোর জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতির দিকে ঠেলে দেবে। এবারে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনটা ঘরে বাইরে নানাবিধ সমস্যার কারণে রাজ্যের শাসকদলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে নিঃসন্দেহে একটা চ্যালেঞ্জিং ইভেন্ট ছিল। সরকারে পরপর কেলেঙ্কারি থেকে শুরু করে দুর্নীতি সহ অসংখ্য সমস্যায় জর্জরিত তৃণমূল কংগ্রেসকে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কোণঠাসা করার জন্য বিজেপি, বামফ্রন্ট, কংগ্রেস, আইএসএফ, কুরমি সমাজ, মিম প্রভৃতি বিরোধী লাগাতার শক্তি প্রয়োগ করতে থাকে। এর ওপর একাধিক দুর্নীতির তদন্তের কারণে তৃণমূল কংগ্রেসের বাঘা বাঘা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ইডি, সিবিআই প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সংস্থার ধারাবাহিক অভিযানে তোলপাড় হয় শাসকদলের অন্দরমহল। এসব নিয়েই রাজ্য সরকার তথা তৃণমূল কংগ্রেসকে গত ৮ জুলাই ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এদিকে, রাজ্যজুড়ে মাসাধিককাল ব্যাপী এই নির্বাচনের গোটা প্রক্রিয়াটি একটি অশান্ত পরিবেশে এবং অসংখ্য হিংসাত্মক ঘটনা সহ প্রাণহানির মধ্য দিয়ে ১১ জুলাই সম্পন্ন হল।এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে গ্রাম সংসদ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদে সর্বত্রই ব্যাপকভাবে জয়লাভ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে বিজেপি। তবে, চমকে দেওয়ার মতো ফল করেছে বামফ্রন্ট, কংগ্রেস সহ অন্যান্যরা। শাসকদলের মতে যেখানে নাকি সিপিএমকে দূরবীনে দেখতে হয়। সেই তারাই এবারে বিজেপিকে টপকে তৃণমূল কংগ্রেসকে অনেকগুলি জায়গায় যথেষ্টই বেগ দিয়েছে। কংগ্রেসও পায়ের তলায় মাটি বেশ খানিকটা শক্ত করতে পেরেছে। বিরোধীরা কোথাও কোথাও জেলা পরিষদের কিছু কিছু আসন দখল করতে সক্ষম হলেও কিন্তু ২০টি জেলাতেই দাপট দেখিয়েছে শাসকদলই। যদিও লাগামহীন সন্ত্রাসের আবহে রাজ্যের বেশিরভাগ জায়গাতেই এই নির্বাচনে যথাযথভাবে জনমত প্রতিফলিত হতে পারেনি বলে বিরোধীরা রাশি রাশি অভিযোগ তুলেছেন। তৃণমূল কংগ্রেস অবশ্য বিরোধীদের সেই অভিযোগকে কোনওমতে গুরুত্ব দিতে নারাজ হলেও প্রতিপক্ষের পুনরায় শক্তিবৃদ্ধির কারণগুলি কিন্তু এখন থেকেই খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে। যদিও বিশ্লেষকদের মতে, এই সন্ত্রাস ও ছাপ্পা কবলিত নির্বাচনের ফল বিচার করে যদি নিজের শক্তি যাচাই করে তৃণমূল তাহলে ভুল হয়ে যাবে। আদালতও ইতিমধ্যে সন্ত্রাসের ছবি ও অভিযোগ খতিয়ে দেখে এই ফলাফলকে মান্যতা দেয় নি। ২০১৮ সালেও নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়ে কিন্তু ল্যাজেগোবরে হয়েছিল ২০১৯–এর লোকসভা নির্বাচনে। বিধানসভাতেও বিজেপি ৩ থেকে ৭৭এ উঠে এসেছিল।

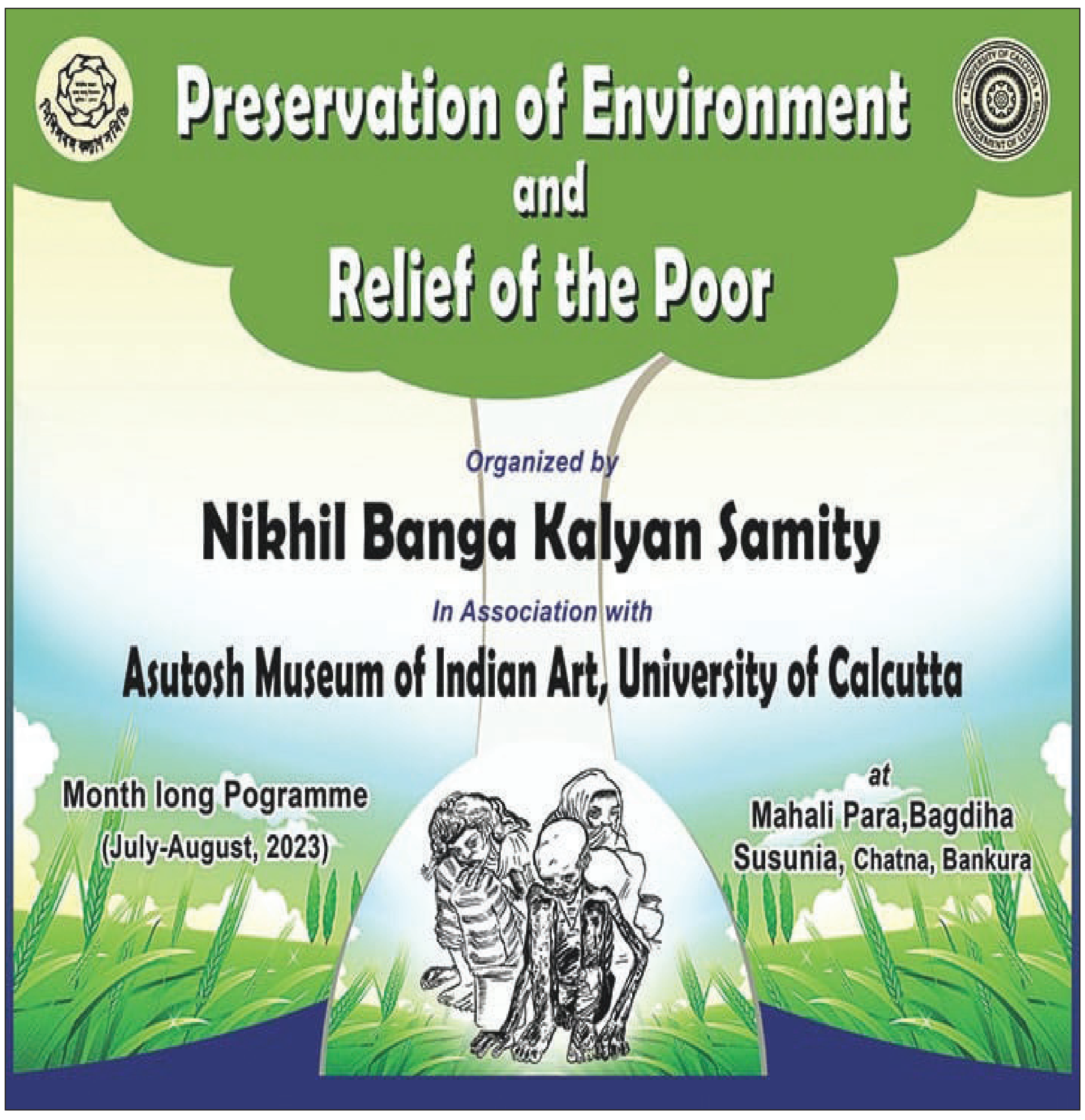

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৭ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা, ১৫ জুলাই – ২১ জুলাই, ২০২৩

খুঁটি–থিম থাক, বিকৃত মাতৃ মূর্তি নয়

খুব জোর এক দশক আগে থেকে সার্বজনীন পুজো কমিটিগুলি 'খুঁটি' পুজোর মতো এক নতুন 'পুজো' আমদানী করেছে। মূলত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 'খুঁটি' সম্পন্ন ও বিজ্ঞাপনের নতুন নতুন 'খুঁটি' খুঁজতেই এই শতাব্দীতে বঙ্গ প্রদেশ পশ্চিম বাংলায় 'খুঁটি' পুজো প্রশস্ত হয়েছে। কোন শাস্ত্রীয় মন্ত্রতন্ত্র না থাকলেও অনেকটা ফুটবল মাঠের গোলপোস্ট পুজোর মতোই 'পুজো আচ্চার রীতি নীতি'। বড় বড় বিগ বাজেটের ক্লাবগুলি খুঁটি পুজো আবিষ্কার ও প্রবর্তনের পথ প্রদর্শক হলেও দেখাদেখি বহু পাড়ার ক্লাব এই 'খুঁটি' পুজোর বিজ্ঞাপন শুরু করেছে।

একদা মা দুর্গা ব্যক্তি পুজোর আঙিনা থেকে ক্রমশ সার্বজনীন হয়ে উঠলেন এবং সমাজের সর্বস্তরে অর্থনীতির পাশাপাশি সামাজিক ঐক্য, সামাজিক মেলামেশা এবং সৃষ্টিশীল পরিবেশ অনুকূল হয়ে উঠল। বাজার অর্থনীতির এখন অন্যতম দুর্গোৎসব এখন শুধু বঙ্গ সন্তানদের নয়, এক অর্থে আন্তর্জাতিক।

তবু এই খুঁটি পুজোর পাশাপাশি বিকৃত দেবী প্রতিমার নির্মাণ ও পুরস্কারের হাতছানিতে বিজ্ঞাপনের বাহাদুরী ক্রমবর্ধমান। থিমের পুজো প্যান্ডেল, পরিবেশের সীমা অতিক্রম করে দেবী মূর্তিকেও থিমের ভাবনায় পল্লবিত করা হচ্ছে।

যে মাতৃ প্রতিমা শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছেন, যে দেবী প্রতিমাকে ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে রবি ঠাকুর তাঁদের সৃষ্টিতে বর্ণনা করেছেন, সমৃদ্ধ করেছেন ভক্ত মননকে সেই প্রতিমা যখন কোন চিত্র তারকার মুখাবয়ব অথবা বিকৃত রূপে দর্শক সমাজে উপস্থাপন করা হয় তখন আর দুর্গা পুজোর আধ্যাত্মিক ভাবনা খুঁজে পাওয়া যায় না।

বহু প্রাচীন পারিবারিক দুর্গা পুজো, মঠ মন্দির মিশনের দুর্গাপুজোতে আজও মানুষের মন টানে এবং তা বাহ্যিক জাঁকজমক নয় অন্তরের ডাকে মানুষ ছুটে যান। থিমের পুজোয় অবশ্যই সৃষ্টিশীল ও বাজার অর্থনীতির রসায়ন রয়েছে। খুঁটি পুজোর অশাস্ত্রীয় বিধান ও সময়ের পরিবর্তনের নিরিখে মেনে নেওয়া যায় কিন্তু মাতৃ প্রতিমার বিকৃতিকরণ কখনই সুষ্ট ও সুস্থ ভাবনা চিন্তা হতে পারে না। দর্শক টানতে মরিয়া বহু বিখ্যাত পুজা কমিটি এমন বিকৃত প্রতিমা নির্মাণ করলেও কলকাতা ও জেলাগুলিতে বহু প্রাচীন ক্লাবগুলি তাদের ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন মাতৃ প্রতিমার রূপের বিকৃতি না ঘটিয়ে। একসময় ডিমের খোলা, পালক ইত্যাদি দিয়ে যে সমস্ত শিল্পকর্মের 'পুজো' হতো আজ তা দর্শক সমাজ বর্জন করেছে। কলকাতার বিসর্জন শোভাযাত্রার কার্নিভ্যালে স্থান পেতে বিকৃত শিল্পকর্ম কাম্য নয়। ইউনেস্ক যে পুজোকে স্বীকৃতি দিয়েছে সেখানে বিশ্ব দরবারে বিকৃত মাতৃ প্রতিমা তুলে ধরা বন্ধ করতে সরকারের নীতি থাকা আজ সময়ের ডাক।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

আসলে জীবের দৃষ্টিতে জগতের সত্যতা আছে তাই বন্ধনও আছে, দৃশ্য প্তরপঞ্চ লুপ্ত হলে বন্ধনেরও অবসান হয়। তখন আত্মা পূর্বে যেমন মুক্তাবস্থায় ছিলেন, বন্ধনের অপসারণে তিনি পূর্ববৎ মুক্ত স্বরূপে অবস্থান করেন। রাম! তোমার স্বরূপ বিষয়ক জ্ঞান হয়নি, তাই তুমি সংসারবন্ধনে আবদ্ধ আছে।

সুষুপ্ততে যেমন স্বপ্নের অবসান হয়, সেইভাবে এই চরাচর জগৎ–প্রপঞ্চল প্রলয়কালে বিলীন হয়। তখন সৎস্বরূপে পুরুষ বিদ্যমান থাকেন। তখন তাঁর কোন অভিব্যক্তি থাকে না, তিনি তখন ন তেজ, না অন্ধকার, তিনি না নক্ষ্রিয়, না সীমিত অর্থাৎ কোন গুণ–ধর্ম–পরিভাষা ইত্যাদিতেই তাঁকে সূচিত করা যায় না। কিন্তু শাস্ত ব্যবহার সম্পন্ন করার জন্য পণ্ডিতেরা তাঁকে ঋত, সত্য, আত্মা, পরমাত্মা, পরমব্রহ্ম ইত্যাদি নামে অভিহিত করে থাকেন। তিনি বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপ হলেও সৃষ্টির আরম্ভে নিজ মায়াশক্তিতে জড় আকারে বিবর্তিত হয়ে বিড়ম্বনাময় জীবভাব স্বীকার করেন । সেই চৈতন্যস্বরূপ মন আকার ধারণ করে সঙ্কল্প–বিকল্প গ্রহণ করেন এবং জড়ভাবের সাথে আরও সংপৃক্ত হয়ে প্রাণ ও পঞ্চভূতের আকৃতি গ্রহণ করেন। এই মনোভাব গ্রহণে পুরুষের নিজ পরমাত্মভাবের বিস্মৃতি ঘটে এবং ইচ্ছা ও ইচ্ছাপূরণের জন্য কর্মোদ্যোগ ইত্যাদি মনোধর্ম প্রকাশিত হয়। তখন সমষ্টিমনরূপ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা প্রাক্তন কল্পের সংস্কার অনুযায়ী জগৎ সৃষ্টির সঙ্কল্প করেন এবং ব্রহ্মার সৎসঙ্কল্পেই এই মন্মোহনী জগৎ রচিত হয়। সোনার বালা যেমন সোনা থেকে ভিন্ন কিছু নয়, তেমন ভাবে জগতও ব্রহ্ম হতে পৃথক কিছু নয়। ইন্দ্রজালের মতো এই জগৎ অসত্য হলেও মনের কারণে সত্যরূপে প্রতীত হয়। তাই পণ্ডিতেরা মনের সাতটি নানা নাম রেখেছেন : তমঃ, মোহ, অবিদ্যা, মায়া, সংসৃতি, বন্ধ এবং মহৎ। দৃশ্যবস্তুর সাথে দর্শক জীবের যে চৈতন্য সম্বন্ধ ঘটে তা ই বন্ধন। সুতরাং দৃশ্য বস্তু দ্বারা দ্রষ্টা বন্ধ হয় এবং দৃশ্যবস্তুর দর্শন–রাহিত্যে মুক্ত, হওয়া যায়। তুমি, আমি, মাটি, জল ইত্যাদি ভেদমূলক জগতের নামই দৃশ্য। যতক্ষণ অন্তরে এই ভেদমূলক দৃশ্য জগৎ থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত মুক্তি লাভ হয় না।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

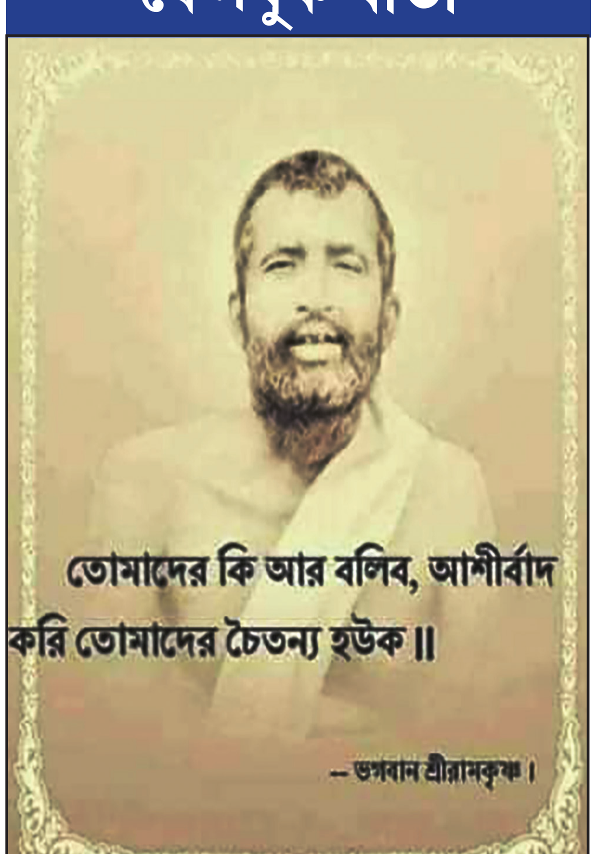

গণতন্ত্রও এক সাধনার ধন

নির্মল গোস্বামী

সাধনা বলতে আমরা বুঝি ঈশ্বর উপাসনা। ঈশ্বরকে জানবার বা সচক্ষে দেখবার বা উপলব্ধি করবার জন্য যে কঠোর মানসিক এবং শারীরিক পরিশ্রম সাধু সন্ন্যাসীরা করে থাকেন তাকেই আমরা সাধনা বলে অভিহিত করি। এর বাইরে আমাদের অপরা বিদ্যায় সাফল্য অর্জন করতে হলেও কিন্তু কঠিন অধ্যবসায়ের

প্রয়োজন পড়ে। সেই পরিশ্রমকে আমরা সাধনা বলি না সাধারণত। একমাত্র বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা বিজ্ঞান সাধনা বা বিজ্ঞান সাধক বলে থাকি। আমরা ইতিহাস সাধনা, রাষ্ট্র বিজ্ঞান সাধনা বা ভাষা সাধনা বলি না।

কোনো বস্তুকে বা বিষয়কে যদি সাধনার বস্তু বা সাধনার বিষয় বলে দাগিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে সেই বিষয়টা জনমানসে অধিক গুরুত্ব পায়। সাধারণ বস্তু বা বিষয় হলে ততটা গুরুত্ব জন মানসে পায় না। জনমন ভাবে ওটা তো অনায়াসে পাওয়া যায়। ওই বস্তু বা বিষয়কে আয়ত্বে আনতে তেমন পরিশ্রম বা অধ্যাবসায়ের প্রয়োজন পড়ে না। আমাদের দেশ যে গণতন্ত্রের মাধ্যমে শাসিত বা পরিচালিত হয় সেই গণতন্ত্রকে আমরা সহজলভ্য বিষয় হিসাবে দেখে এসেছি। ভোটের মাধ্যমে কোন পরিচালন সংস্থার কর্মকর্তারা নির্বাচিত হলেই আমরা গণতন্ত্রের জয় বলে উল্লসিত হই। একটা পদ্ধতির আবর্তনে আসা মানুষগুলো যদি মনে প্রাণে সেই পদ্ধতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হয়,তাহলেই সেই পদ্ধতির শুদ্ধতা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। আরো সহজ করে বলতে হলে বলতে হয় যে, আমরা গণতন্ত্র গণতন্ত্র বলে শুনে আসছি জন্ম থেকে। কিন্তু গণতন্ত্রকে মনে প্রাণে শ্রদ্ধা করে এমন মানুষ খুব কম দেখেছি। কারণ দেশের গণতন্ত্র দিন দিন অধোগামী হচ্ছে। গণতন্ত্র যে সাধনার বস্তু, তা আমরা মনে করি না। এটা যেন হেলা ফেলা করে অর্জন যায়। যারা গণতন্ত্রকে পরিচালনা করবে তাদের গণতন্ত্রের সাধক হতে হবে। তা না হলে গণতন্ত্র খাতায় কলমে থেকে যাবে বাস্তবে তার রূপায়ন দুরূহ হয়ে যাবে। যেমন আজকে আমরা তা মনে মনে উপলব্ধি করতে পারি।

৪৭ সালের স্বাধীনতা আমাদের গণতন্ত্র এনে দিয়েছিল এটা ঐতিহাসিক সত্য। ভোটের মাধ্যমে দল নির্বাচিত হবে, তারাই সরকার চালাবে। শুধুমাত্র এই বাহ্যিক কাঠামোকে আমরা গণতন্ত্র বলে থাকি। কিন্তু অন্তরে বাহিরে মর্মে মর্মে সে ব্যক্তি গণতান্ত্রিক কিনা তা আমরা জানি না। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে অনেকেই শামিল হয়েছিলেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তারা সকলেই গণতন্ত্রের সাধক ছিলেন। গান্ধীজীর মতো নেতাও গণতন্ত্রের সাধক ছিলেন এই কথা বুক ঠুকে বলা যায় কি? কারণ হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে সভাপতি পদের জন্য লড়ে ছিলেন পট্টভি সীতারামাইয়া। সুভাষ জয়ী হবার পর গান্ধীজী বললেন সীতারাাইয়ার ডিফিট ইজ মাই ডিফিট। সব দেখে শুনে ব্যথিত সুভাষ পদত্যাগ করে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

যারা দলীয় গণতন্ত্রকে মেনে নিতে পারে না তারা দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে এটা অলীক ভাবনা মাত্র। গান্ধীজীর মতো নেতা যিনি সত্যকে নিয়ে সারাজীবন পরীক্ষা নিরীক্ষা করলেন, যিনি সারাজীবন ফকিরের মতো কাটালেন সেই তিনিও দলীয় গণতন্ত্রকে মনে প্রাণে মানতে পারলেন না। ফলে এর থেকে প্রমাণিত হল যে সত্যের সাধনা থেকেও গণতন্ত্রের সাধনা অনেক কঠিন।

লড়াকু নেতা অনেক আছে। কিন্তু প্রকৃত গণতন্ত্রের সাধক ক'জন? আমার জ্ঞানের পরিধিতে দেখেছি কংগ্রেসিদের শাসন। রাজ্যের প্রথম সারির নেতারা সেই শাসন অবসান করে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার জন্য কত কৃচ্ছ্রসাধন না করেছেন। ব্যক্তিসুখ, সংসারকে পায়ে ঠেলে আন্দোলনে যোগ দিয়ে পুলিশি অত্যাচার, জেল ভোগ অনেক সহ্য করেছেন তাঁরা। ৭৭ সালে বামফ্রন্ট এলো মানে গণতন্ত্রের জয় হল। কিন্তু সেই বামপন্থীদের হাতেই গণতন্ত্র হত্যা হতে দেখেছি। এটা কেন হল? মমতা ব্যানার্জী লড়াকু নেতা, বাম অপশাসন অপসারণের জন্য তাঁর একক লড়াইকে কুর্নীশ জানিয়েছিল আমজনতা থেকে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মানুষ। সেই নেত্রী আজ বাক্‌হারা। ভোটের আগুনে বাংলা পুড়ছে, অথচ তিনি নিয়ম রক্ষার জন্যও একবার শান্তি বা গণতন্ত্রের কথা উচ্চারণ করলেন না। গণতন্ত্রে মানুষের অধিকার ধর্ষিত হচ্ছে সেই অগ্নিকন্যার হাতে।

প্রশ্ন হল ক্ষমতায় আসীন হয়েই নেতাদের ভোল বদল হয় কেন? আজ যিনি নিজেকে গণতন্ত্রের চ্যাম্পিয়ন বলে জাহির করেন কাল তিনি নিজে হাতে গণতন্ত্রের গলা টিপে হত্যা করেন। এই ভোল বদলের পিছনে আসল কারণ হল এরা প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করে না। এরা রক্ত ঝরায় ক্ষমতা দখলের জন্য। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিটা অনুসরণ করেন মাত্র ক্ষমতা লাভের জন্য। তারপর গণতন্ত্র নামক সিঁড়িটাকে ছুড়ে ফেলে দিতে চায় সব শাসক। কারণ গণতন্ত্রের সিঁড়ি অক্ষত থাকলে অন্য কেউ সেই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে পারে, তাই ভেঙে দাও গণতন্ত্রের সিঁড়ি।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্রের উদ্ভব প্রসঙ্গে অনেক গুলি মতবাদ চালু আছে। তার মধ্যে একটা হল 'বলপ্রয়োগ নীতি' এই বল প্রয়োগ নীতির মূল কথা হল 'জোর যার মুলুক তার'। আমাদের শাস্ত্রে আছে বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। আসল কথা হল শক্তি যার রাষ্ট্রক্ষমতা তার। ইতিহাসও এর সাক্ষ্য বহন করছে। আগেকার রাজ রাজারা বাহুবলে রাজ্য জয় করত। সমগ্র মানব সমাজ সেই ডিএনএ বহন করে চলেছে। রাজ্যের ক্ষমতা পেতে গেলে বা ধরে রাখতে গেলে আগে গ্রাম জয় করতে হবে। সমিতি জয় করতে হবে, জেলা জয় করতে হবে। এই লড়াইয়ে সকলেই সৈন্য নামিয়েছে মাঠে। যুদ্ধ হলে সৈন্য মরবে–এটা আর নতুন কথা কী? কথায় আছে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলু খাগড়ার প্রাণ যায়। ফলে দু'একটা সাধারণ ভোটার মরবে 'এহ বাহ্য।'

শাসক যখন বলে যে আমরা চেয়েছি বলে বিরোধীরা দাঁড়াতে পেরেছে। তখন সংবিধান, প্রশাসন, সব উবে যায়। গণতন্ত্রের আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয়ে যায়। শাসকের মনে গণতন্ত্র নেই। যতুটুক ব্যবস্থা তারা করেছে তা নেহাতই চক্ষুলজ্জার খাতিরে। কারণটা আগেই বলেছি যে, গণতন্ত্র সাধনার বিষয়। অত সহজে তাকে আমরা আয়ত্বও করতে পারিনা, লালন পালনও করি না। আমি ক্ষমতা পেয়েছি বলে আমি যা চাইব তাই হবে–এটা গণতান্ত্রিক মানসিকতা নয়। জনগণ ইচ্ছা করলেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। তারা শাসক পাল্টায় মাত্র। আর শাসক পাল্টালেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় না। মানুষের অধিকারকে স্বীকার করার নামই হল প্রকৃত গণতন্ত্র। ক্ষমতাবানরা নিজের অধিকার নিয়ে এতই মত্ত থাকেন যে, অপরের অধিকার নিয়ে ভাববার ফুরসতই তাদের থাকে না।

ভোট সন্ত্রাসের ছবিটা আর দেখতে চায় না বঙ্গবাসী

দেবাশিস রায়

এবার আর বোমা, বারুদে ভয় ধরানো গন্ধে বাতাস ভারী হবে না। গোলাগুলির শব্দে বুক কাঁপবে না। রাস্তার পাশে, ঝোপের ধারে, ফসলের খেতে পড়ে থাকা মানুষের ছিন্নবিচ্ছিন্ন লাশগুলি নিয়ে বিভৎসতার কোলাজ আঁকতে ভুলে যাবে সমাজ বিরোধীরা। রাজ্যজুড়ে সন্ত্রস্ত পরিবেশের মধ্যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ভোটপর্ব শেষ হওয়ার পর থেকেই ছাপোষা সাধারণ বঙ্গবাসীর মনের কোণে এমনই কাল্পনিক দৃশ্যগুলি ভেসে উঠতে শুরু করেছে। সময় যত গড়িয়েছে জনতার সেই ভাবনার ক্যানভাসে নানান রঙের আরও আঁকিবুকি চলছেই। কিন্তু, জনতা ভাবে একরকম আর হয় ঠিক উল্টোটাই। তাই ৮ জুলাই সকাল থেকে যখন রাজ্যজুড়ে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের ভোট গ্রহণের জন্য প্রশাসনিক মহলে ব্যস্ততা তুঙ্গে তখন জনতা জনার্দনের সেদিনটাই শুরু হল আরও একটা সন্ত্রস্ত পরিবেশকে সাক্ষী রেখেই। গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর ভিত্তিতে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সুষ্ঠুভাবে একটার পর একটা নির্বাচন হবে– সাধারণ মানুষ তাদের চোখ দিয়ে এই ছবিটাই দেখতে চায়। কিন্তু, রাজ্যের সন্ত্রস্ত অস্বস্তিকর রাজনৈতিক পরিবেশটা মানুষের সেই 'সুখকর' ভাবনাগুলিকে সর্বদাই কেমন ওলট–পালট করে দেয়। ফলে যে কোনও নির্বাচন ঘিরে চারিদিকে একটা ভয়ের বাতাবরণ তৈরি হওয়াটা যেন এরাজ্যে দস্তুর। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনের ক্ষেত্রেও এই অস্বাভাবিক ছবিটার কোনও অদলবদল ঘটেনি। তবে, ১১ জুলাই ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরে এই ভোটসন্ত্রাসের বর্বরোচিত দৃশ্যগুলি আর কোনওভাবেই দেখতে চায় না অতি সাধারণ বঙ্গবাসী। এজন্য তারা প্রশাসনের পাশাপাশি নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে সদর্থক ভূমিকা পালনের জন্য করজোড়ে আবেদন জানাতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। এমনকী, রাজ্যের শাসকদলের একাধিক শুভাকাঙ্ক্ষী, জনপ্রতিনিধিও এবারের ভোটসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন এবং সকলকে শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানিয়েছেন। এখন প্রশ্ন হল, রাজ্যব্যাপী ভোট পরবর্তীকালে শান্তি রক্ষার্থে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের সেই কাতর আবেদনে কি অশান্তিকামীরা কোনোপ্রকার সাড়া দেবে? দিকে দিকে পাড়ার মোড়ে আড্ডার আসরগুলি এই প্রশ্নেই সরগরম হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত, এবারে ত্রিস্তর নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়ন পর্ব শুরু থেকেই বিভিন্ন জায়গায় অশান্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু, তা সত্ত্বেও আতঙ্কিত জনতা জনার্দনের মন থেকে আশঙ্কার কালো মেঘটা যেন সরতেই চায় না। তবে, এসবের মধ্যেই একশ্রেণীর জনগণ কিন্তু নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সমাজের প্রতি তাঁদের একাধিক দায়িত্ব ও

রাজনীতির পটে

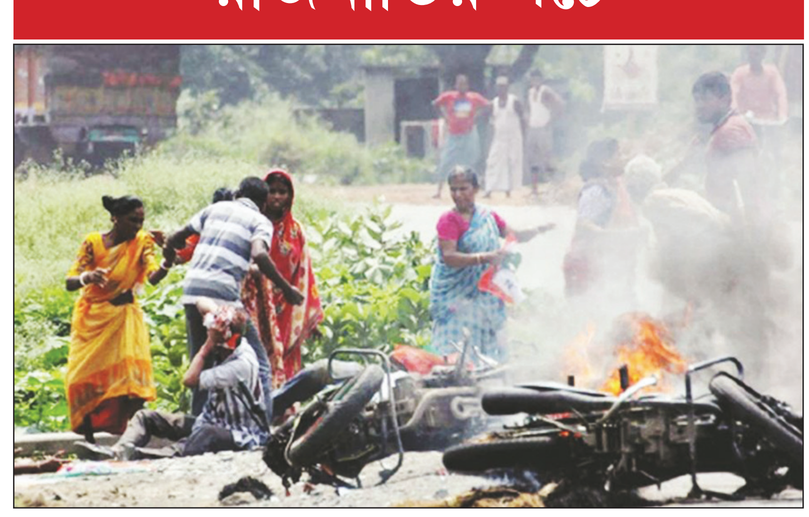

নির্বাচনের দিন এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে এই অশান্তির পারদও চড়তে থাকে। ভোটসন্ত্রাসে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তর। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মদতপুষ্ট সমাজবিরোধী– দুষ্কৃতীরা বোমা, বন্দুক, কাটারি হাতে নিয়ে বাংলাজুড়ে দাপিয়ে বেড়াতে থাকে। ফলস্বরূপ, ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসের শিকার হয়ে মানুষের মৃত্যু মিছিল অব্যাহত। মাত্র এক মাসের মধ্যে এপর্যন্ত মর্মান্তিক মৃত্যুর সংখ্যাটা চল্লিশের গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। অসমর্থিতমতে এই সংখ্যাটা আরও কিছু বেশি। নির্লজ্জ ভোটসন্ত্রাসের নিষ্ঠুর কবল থেকে রেহাই পায়নি নিরীহ কিশোর ছাত্রও। চারিদিকে উদ্ভুত সন্ত্রস্ত পরিস্থিতিতে মানুষ রীতিমতো আতঙ্কিত। অসংখ্য জায়গায় ভোট মানেই মানুষের মনে যেন একরাশ আতঙ্ক গ্রাস করে।

নির্বাচনপর্ব শেষ হওয়ার পরেও পাড়ায় পাড়ায় ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষের মুখে উঠে আসছে ভোট পরবর্তী হিংসার আশঙ্কার কথা। যদিও এলাকাবাসীর নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন জায়গায় সশস্ত্র বাহিনীর টহলদারি রয়েছে। কর্তব্য পালনের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে অধিকতর আগ্রহী। সেইসঙ্গে তাঁরা ভোট পরবর্তীকালে এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রেও নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সর্বদা দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান। যদিও নির্বাচনে দাঁড়ানোর সময় সকলেই সমাজের জন্য মানুষের জন্য কাজ করার ঝুড়িঝুড়ি প্রতিশ্রুতি দিলেও পরবর্তীতে সেই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন বহু ক্ষেত্রেই ঘটে না। বর্তমানে যখন ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়ার গণ্ডির মধ্যে রাজনীতিটা কার্যত আবদ্ধ, 'দেশের সেবা দশের সেবা' এই আপ্তবাক্য থেকে অনেকেই বহুদূরে অবস্থান করছেন; সেক্ষেত্রে ছাপোষা সাধারণ মানুষের সার্বিক মঙ্গলের কথা ভাবার মতো জনপ্রতিনিধির আবির্ভাব হওয়াটা নিঃসন্দেহে এলাকাবাসীর 'গর্বের সম্পদ'। তবে, এবারে 'বিতর্কিত' ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনী ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে গর্ব করার মতো কতজন জনপ্রতিনিধি উঠে আসেন এবং ভোটসন্ত্রাসমুক্ত নতুন পশ্চিমবঙ্গের জন্ম হয় কিনা এখন এটাই দেখার জন্য মুখিয়ে আমজনতা।

দেশ দেশান্তরে

জীবনের মান

প্রণব গুহ

২০১৫ সালে পৃথিবীর রাষ্ট্রনেতারা বিশ্ববাসীর জীবনের মান উন্নয়নের জন্য নিজেরা বসে ১৭টি ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছিলেন। ৮ বছর পর রাষ্ট্রপুঞ্জ সমীক্ষা করে বলছে, যে গতিতে বিশ্বের উন্নয়ন এগোচ্ছে তাতে চলতি দশকে লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ১৫ শতাংশ পূরণ হতে পারে। রাষ্ট্রপুঞ্জের আশঙ্কা আগামী ২০৩০ সালে ৫৭.৫ কোটি মানুষ চূড়ান্ত দারিদ্রের মধ্যে অবস্থান করবে। স্কুল শিক্ষার বাইরে থাকবে ৮.৪ কোটি শিশু। নারী পুরুষের ব্যবধান ঘুচতে সময় লাগবে ২৮৬ বছর।

লক্ষ্য পূরণের বাধা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে বেশ কয়েকটি কারণ যার মধ্যে রয়েছে রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধ, বিশ্ব রাজনীতিতে উত্তেজনা, জলবায়ু পরিবর্তন ও করোনা। রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারি জেনারেল অ্যান্টোনিও গুতেরেসের মতে উন্নয়নের লক্ষ্য পূরণে এখনই সক্রিয় না হলে অবস্থার উন্নতির আশা নেই। এই সমীক্ষা রাষ্ট্রনেতাদের কতটা সক্রিয় করে তুলবে তা বলবে ভবিষ্যত।

তবে আমার মনে হয় বিশ্ববাসীর জীবনের মান উন্নয়নের আর একটা বড় বাধা হল রাষ্ট্র পরিচালকদের দুর্নীতি। রাষ্ট্রপুঞ্জের উচিত এ ব্যাপারে নেতাদের সতর্ক করা। পৃথিবীর সবচেয়ে দুটি জনবহুল দেশ হল ভারত এবং চিন। ১৮০ টি দেশের মধ্যে দুর্নীতি সূচকে ভারতের স্থান ৮৫ ও চিনের ৬৫। ট্রান্সপারেনসি ইন্টারন্যাশনাল দুর্নীতি উপলব্ধি সূচকে (সিপিআই) ভারতকে দিয়েছে ৪০ এবং চিনকে দিয়েছে ৪৫ স্কোর। ভারতে তো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রকাশ্যে দুর্নীতি নির্মূলকরণের ডাক দিয়েছেন। কিন্তু আপামর রাজনীতিকদের সদিচ্ছার অভাবে এবং নানা আইনি জটিলতায় এখনও সার্বজনীন হয়ে উঠতে পারেনি সে ডাক। শুধু ভারতে নয় দুর্নীতি দমনের প্রশ্নে বিশ্বের রাষ্ট্রনেতারা এককাট্টা হয়ে এখনও কিন্তু কোনো বার্তা দিতে পারেননি। ফলে দারিদ্র, বেকারি, বঞ্চনা কিছুই কমছে না। তাই তো হ্যাপি ইনডেক্স বা বিশ্ব সুখী সূচকে ১৪৬টি দেশের মধ্যে চিনের স্থান ৮২ এবং ভারতের স্থান ১৩৬।

আর একটা উল্লেখযোগ্য দিক হল বিশ্বের দুই বৃহৎ জনসংখ্যার দেশ ভারত ও চিন যতই জীবনের মানদণ্ডে পিছিয়ে থাক না কেন দুজনেই পরিসংখ্যান দিয়ে বলছে তাদের অর্থনীতি নাকি বিপুল গতিতে এগোচ্ছে, প্রতিরক্ষায় শক্তিমান হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। একদিকে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির কথা বলছে আবার অন্যদিকে বিপুল সংখ্যক সরকারি পদে নিয়োগ বন্ধ করে রেখেছে। এর ফলে দারিদ্র, বেকারত্বের পাশে নিশ্চিত করে এক শ্রেণীর মানুষ সম্পদশালী হয়ে উঠছে। অর্থাৎ অসম উন্নতির একটা ছবি প্রকট হয়ে উঠছে বিশ্ব জুড়ে।

সুখী সূচকে আর্থিক উন্নতি–অবনতি ছাড়াও আরও কিছু বিষয়ের উল্লেখ করা হয়, তা হল মানবাধিকার লঙ্ঘন, জাতি বিভেদ, নারী–পুরুষের ভেদাভেদ, এক দেশের প্রতি অন্য দেশের আগ্রাসন প্রভৃতি। এইসব মানসিক বিষয়ের উন্নতি না হলে আর্থিক বৈষম্য দূর হলেও সুখী সূচকে স্থান পরিবর্তন হবে না।

মোদ্দা কথা পৃথিবীকে প্রকৃত সুখী করতে গেলে চাই মানসিকতার পরিবর্তন। সীমানা দিয়ে যতদিন মানবাধিকার বিচার হবে ততদিন মানব জীবনের প্রকৃত মান উন্নয়ন সম্ভব নয়। রাষ্ট্রপুঞ্জের উচিত রাষ্ট্রনেতাদের জন্য মানসিকতা পরিবর্তনের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা। তাহলে আর সমীক্ষা করে আশঙ্কা প্রকাশ করতে হবে না। অন্যথায় ২০৩০ কেন ৩০৩০ এও মানবজীবনের মান উন্নয়ন সম্ভব নয়।

পাঠকের কলমে

কেড়ে নেওয়া হোক ক্ষমতা

ভারতের মহামান্য শীর্ষ আদালত বলে দিয়েছিলো জাতীয় নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা সমান। পশ্চিমবঙ্গের এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচন দেখে সেই রায় কি বিশ্বাস করা সম্ভব? কখনই নয়। জাতীয় নির্বাচন কমিশন ভোট ঘোষণা করলে প্রশাসন তটস্থ থাকে। আইন মোতাবেক কাজ করার জন্য নির্বাচন অধিকারিকদের তৎপরতা থাকে তুঙ্গে। সকলের চাকরি নির্ভর করে নির্বাচন কমিশনের উপর। তাই রাজনৈতিক চাপ সত্বেও যথা সম্ভব নিরপেক্ষতা বজায় রাখার চেষ্টা করেন আধিকারিকরা। এমনকি নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালীন বড় বড় অফিসারদের পদ থেকে সরে যেতে হয়েছে নিরপেক্ষতা বজায় না রাখতে পারার অপরাধে। ফলে ছোটোখাটো ঘটনা ছাড়া ভোট হয় মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে। মানুষকে নিরাপত্তার অভাব বোধ করতে হয় না।

কিন্তু রাজ্য নির্বাচন কমিশন তা পারে না কেন সেটা এবার ভেবে দেখার সময় এসেছে। প্রথা অনুযায়ী দুই কমিশনের মাথায় থাকেন একই আইএএস অফিসাররা। তাহলে আচরণে তফাৎ কিসের। একজনকে মান্যতা দেওয়া আর অন্যজনকে দলদাস বলে চিহ্নিত করা হয় কি কারণে। যদি সরকারের তফাতে এমন বৈষম্য ঘটে তাহলে পক্ষপাত দুষ্ট কমিশনের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে রাজ্যভিত্তিক নির্বাচনের ভার কেন তুলে দেওয়া হচ্ছে না জাতীয় নির্বাচন কমিশনের হাতে। রাজনৈতিক ইগো বড় না নাগরিকের জীবন? কোনটাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত? উত্তর দিতেই হবে আইন প্রনেতা বলে গর্ব করা নেতাদের। মানুষের প্রাণ বাঁচাতে সংবিধান সংশোধনেই বা আপত্তি কোথায়।

শ্রাবনী পাল
দমদম, উত্তর ২৪পরগনা

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

মৎস্য বিভাগের অভিনব উদ্যোগ

মৎস্যজীবিদের ডিজিটাল সংযুক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি : আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ সেবা দ্রুত ও কার্যকরভাবে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে নন্দীগ্রাম–১ ব্লক মৎস্য বিভাগ 'মৎস্য বিভাগ–নন্দীগ্রাম–১' নামক একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ চালু করেছে। এর মাধ্যমে কোনো মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবি ও নব মৎস্য–উদ্যোক্তা বা অন্য কোনো ব্যক্তি মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে প্রবেশ করে মৎস্য দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প, নির্দেশিকা ও চাষের যাবতীয় তথ্য পাবেন। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ কিউ–আর কোড পোস্টারের শুভ উদ্বোধন করেন নন্দীগ্রাম–১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মুক্তিরানী মাইতি। দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে ক্যাম্পে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ কিউ–আর কোড পোস্টার লাগানো হয়েছে যাতে অতি সহজে মাছ চাষিরা যুক্ত হতে পারেন।

রোগ বালাই এর প্রতিকার সফল মাছ চাষের চাবিকা

এলাকায় আপামোর সকল মৎস্যজীবীদের এই অভিনব ডিজিটাল সংযুক্তিতে বেশ উৎসাহ দেখা দিয়েছে। কী এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ? মৎস্য দপ্তর থেকে জানা গেছে 'আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ সেবা দ্রুত ও কার্যকর ভাবে পৌঁছানো, মৎস্য চাষিদের বিভিন্ন পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা, মৎস্যচাষিরা একজন আরেকজনের সহযোগিতা করা, একজন নতুন সদস্য উদ্যোক্তা তৈরি করা এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

চন্দনের মতই মূল্যবান এই কাঠ, চাষ করলে হবে কোটি টাকা লাভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্তমানে চাষ মানেই শুধু ধান, গম, আলু এগুলি নয়। এখন চাষের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে মরিয়া দেশের কৃষক মহল। তাই বর্তমানে বাড়ছে গাছ চাষের প্রবনতা। গাছ চাষের ক্ষেত্রে সময় এবং ধৈর্য উভয়ই দরকার। তবে আপনি যদি দূরের কথা ভেবে চাষে নামেন সেক্ষেত্রে গাছ চাষ আপনার জন্য লাভজনক হতে পারে। আসবাবপত্র ও ওষুধের জন্য গাছ চাষের প্রচলন বাড়ছে। কিছু গাছের কাঠের পাশাপাশি ফল, পাতা, বাকল ও শিকড়েও ঔষধি গুণ রয়েছে, যে কারণে বাজারে এগুলোর ভালো দাম পাওয়া যায়।

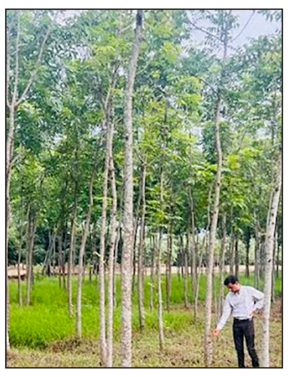

মেহগনি

কৃষক ধৈর্য ধরলে মেহগনি চাষ করে কোটি টাকা আয় করতে পারে। এই গাছের বীজ থেকে শুরু করে ছাল, কাঠ ও পাতা ভালো দামে বিক্রি হলেও ১২ বছরেই তৈরি হয় এই গাছ। এর বীজ প্রতি কেজি ১০০০ টাকা, কাঠ প্রতি ঘনফুট ২০০০ থেকে ২২০০ টাকায় এবং ঔষধি গুণসম্পন্ন ফুল, পাতা ও ছালও বেশি দামে বিক্রি হয়। এর চাষ থেকে আপনি ১ কোটি টাকা পর্যন্ত আয় করতে পারবেন।

নিম গাছ

আপনি যদি নিমের ঔষধি গুরুত্ব বুঝতে পারেন, তাহলে এটি কলিযুগের প্রাণ। নিঃসন্দেহে প্রতিটি রাস্তার মোড়ে নিম পাওয়া যায়, কিন্তু এর উপকারিতা জানা সত্ত্বেও মানুষ এটি ব্যবহার করে না। ব্যাকটেরিয়ারোধী ও জীবাণুনাশক গুণসম্পন্ন নিম পাতার ছাল ও কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয় এবং বাজারে খুব দামি বিক্রি হয়। এর গুরুত্ব অনুধাবন করে মানুষ মালাবার নিম চাষে আগ্রহী হচ্ছে।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লংকা চাষে অতিরিক্ত আয়

মুখ্য রোগ

১) ফলপচা ও ডগা শুকনো: কচি ডগা ও নরম পাতা কালো হয়ে শুকিয়ে যায়। পচন উপর থেকে নিচে নামে। ছালের উপর লম্বাটে কালচে দাগ পড়ে। পাকা ফলের উপর কালো দাগ হয়। ছত্রাক মূলত বীজবাহিত।

প্রতিকার: রোগমুক্ত ফল থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। ০.২৫% কার্বেন্ডাজিম দিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। টেবুকোনাজল ২৫% ডব্লিউ.জি @০.৫–০.৭৫ কেজি/হে অথবা কপার সালফেট ২.৬৭% এস.সি. ১.০ লি/হে স্প্রে করতে হবে।

২) চারা ঢলে পড়া: কচি চারা মাটির ওপরে আসার আগে মারা যায়। আবার জন্মানো চারার মাটি সংলগ্ন গোড়ায় জলে ভেজা বাদামি দাগ দেখা যায় এবং চারার রং হালকা সবুজ হয়।

প্রতিকার: প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে ৩ গ্রাম থাইরাম বা ৪ গ্রাম ট্রাইকোডার্মা ভিরিডি মিশিয়ে শোধন করতে হবে। ফসলের অবশিষ্ট অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে। শস্য চক্র অনুসরণ করতে হবে।

৩) পাতা কোঁকড়ানো: গাছের পাতা কুঁকড়ে গাছ ছোট হয়ে যায়। গাছে ফুল ফল কম ধরে। সাদামাছি এই রোগের বাহক।

প্রতিকার: সাদামাছি দমন করলে এই রোগ থেকে কিছুটা প্রতিকার পাওয়া যায়। ইমিডাক্লোপ্রিড ৭০ ডব্লিউ.এস @ ৩–৫ গ্রা/কেজি দিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। মাঠে হলুদ আঠালো ফাঁদ পাততে হবে, সেক্ষত্রে একর প্রতি ৮০–১০০ টা ফাঁদ প্রয়োজন। চারাগাছকে বীজতলায় ৪০–৬০ মেসের মশারির আচ্ছাদনে লাগাতে হবে। ভুট্টাকে সীমান্ত ফসল হিসাবে ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

ড. শুভ্রমাল্য দত্ত (বরিষ্ঠ গবেষক, সবজি বিজ্ঞান বিভাগ, উদ্যানবিদ্যা অনুষদ, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়)

জলবায়ু সমস্যার মোকাবিলায়

জোর দিচ্ছে নাবার্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে, নাবার্ড কৃষি এবং গ্রামীণ ক্ষেত্রের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ বছর ১২ জুলাই নাবার্ড ৪২ বছরে পড়ল। বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে সল্টলেকে নাবার্ডের পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক অফিসে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আর কেশবন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার আঞ্চলিক নির্দেশক, নাবার্ডের সি জি এম শ্রীমতী ঊষা রমেশ সহ বিভিন্ন ব্যাঙ্কের কর্তা ও নাবার্ড থেকে সহযোগীতা পেয়ে সফল হওয়া চাষিরা।

এই উপলক্ষ্যে, নাবার্ড ঝাড়গ্রামের একটি আদিবাসী অধ্যুষিত জেলায় যে উন্নয়ন করেছে সে বিষয়ে একটি ডকুমেন্টারি প্রকাশ করে। এছাড়াও এ রাজ্যে

২০২২–২৩ সালে নাবার্ডের বার্ষিক কর্মক্ষমতা তুলে ধরা হয় ও 'গ্রামীণ সমৃদ্ধির সাথে মিলিত হওয়া: পশ্চিমে উন্নয়নের পদচিহ্ন' নামে কয়েকটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। দার্জিলিং এ নাবার্ডের হামরো হোমস্টে প্রজেক্ট বুকলেট এবং আরআইডিএফের কফি টেবিল বুকলেট এবং এফএসডিডি হস্তক্ষেপে ই–বুকলেট চালু করা হয়। আর কেশবন তার বক্তব্যে, নারীর ক্ষমতায়নের উপর বিশেষ জোর দিয়ে গ্রামীণ ভারতের উন্নয়ন এবং গ্রামীণ জনসংখ্যার উন্নতির জন্য নাবার্ডের কাজগুলির প্রশংসা করেন। সি জি এম ঊষা রমেশ গ্রামবাংলার উন্নয়নে নাবার্ডের অবদানের কথা উল্লেখ করেন। তিনি জানান, ২০২২–২৩ অর্থবছরে নাবার্ড পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক কার্যালয় ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে ব্যতিক্রমীভাবে ভাল পারফরম্যান্স করেছে এবং উন্নয়ন ও প্রচারমূলক কার্যক্রমের অধীনে সর্বকালের উচ্চতায় পৌঁছেছে। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন এখন সব থেকে বড় সমস্যা । তাই আগামী ২৫ বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনায় নাবার্ড জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যা মেটাতে বিশেষভাবে জোর দিচ্ছে। এছাড়া গ্রামীন উন্নয়নে পরিকাঠামো বৃদ্ধির উপর জোর দিচ্ছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্য যারা বক্তৃতা করেন শিও শঙ্কর সিং, জেনারেল ম্যানেজার, এসএলবিসি, শিবনাথ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, নদীয়া ডিসিসিবি, রাজেন্দ্র কুমার সাবু, নির্বাহী পরিচালক, ইউকো ব্যাংক প্রমুখ।

জীবন্ত কালাচ নিয়ে হাসপাতালে, সাপের কামড়ে জখম ৫

নিজস্ব প্রতনিধি : একইদিনে কালাচ, কেউটে ও চন্দ্রবোড়া সহ অন্যান্য সাপের কামড়ে আক্রান্ত হলেন ৫ জন।পাশাপাশি জীবন্ত কালাচ সাপ নিয়ে হাসপাতালে হাজির হলেন চিকিৎসার জন্য। জানা গিয়েছে রাতে মশারি টাঙিয়ে ঘুমিয়েছিলেন জীবনতলা থানার হোমরার বাসিন্দা আসমা গায়েন। রাত একটা নাগাদ বিছানার মধ্যে তার ডানহাতে কালাচ সাপ কামড় দেয়। জীবন্ত সাপ ধরে নিয়ে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে চিকিৎসার জন্য।বুধবার সকালে বাড়ির পিছনে জঞ্জাল পরিষ্কার করছিলেন ক্যানিংয়ের তালদির বয়ারসিং গ্রামের যুবক সরিফুল গাজী। আচমকা তার হাতে কেউটে সাপ কামড় দেয়। ওই যুবক ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অন্যদিকে এদিন সকালে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন জীবনতলা থানার নারায়ণপুর গ্রামের পারমিতা নস্কর। তাকে চন্দ্রবোড়া সাপে কামড় দেয়। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অন্যদিকে নারায়ণপুর গ্রামের মীরা প্রামাণিককে ও সাপে কামড় দেয়। সাপে কামড় দেয় বাসন্তীর চড়াবিদ্যার গাববুনিয়া গ্রামের ঝন্টু মন্ডলকে। সকলেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায় জানিয়েছেন, বর্ষার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাপের উপদ্রব বেড়ে গিয়েছে। সাবধানে পথ চলতে হবে। কালাচ, কেউটে ও চন্দ্রবোড়ার কামড়ে জখম তিনজনকে সাপে কামড়ানো প্রতিষেধক এভিএস দেওয়া হয়েছে। অপর দু'জনকে বিষহীন ঘরচিতি কামড় দিয়েছে। সকলেই সুস্থ রয়েছে।

শুনলেন ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি

প্রথম পাতার পর

বাসন্তীতে বেশকিছু ঘটনা ভোট এবং তার পরবর্তীতে নজরে আনেন এলাকার প্রতিনিধিরা। তারা জানান ভোটে জিতে যাওয়ার পরও জোর করে তাদেরকে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয় জিতে যাওয়ার পর জয়ীদেরকে শংসা পত্র দেওয়া হয়নি। রাজ্যের হিংসা বাম আমলকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। যারা সামান্য রাজমিস্ত্রীর কাজ করেন তাদের বাড়িও ভাঙচুর লুটপাট চালানো হয়েছে শুধুমাত্র মোদিজীর ভক্ত বলে।

পুনরুত্থান হল না বাঙালির

প্রথম পাতার পর

ভাবনা শুধু একটাই, এই সর্বভারতীয় চক্রান্তের শরিক কোন বাঙালি! তাদের কি চিনতে পারছি না আমরা? মুখোশ পরে তারা কি আমাদের আশে পাশেই ঘুরছে? ভোটের পরেও থেকে যাওয়া ভয়ে এইসব প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজছে বাঙালি।

তবে শেষ পর্যন্ত ভরসা সেই আদালত। ভোটের আগে কড়া কড়া নির্দেশ দিয়েও রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে সামলাতে না পারলেও শেষে গিয়ে বলে দিয়েছে ফল যতই প্রকাশিত হোক জয় পরাজয়ের নির্ধারণ হবে সন্ত্রাসের অভিযোগ খতিয়ে দেখার পর। কিন্তু তাতেও কি বাঙালির গা থেকে সন্ত্রাসের কালি মুছবে? শিল্পপতি লগ্নীকারীরা কি ভাববেন যে আহাঃ এবার বাঙালির ভুল হয়ে গিয়েছে পরের বার নিশ্চয়ই এরা শুধরে নেবে! রাজ্যের নির্বাচনী ইতিহাস বলছে এর উত্তর নেগেটিভ। যুদ্ধের ময়দানে অকুতোভয় বাঙালি স্বাধীনতার আগে ছিল ব্রিটিশঘাতী, এখন পুরোদস্তর আত্মঘাতী। এটাই অন্য রাজ্যের অ্যাডভানটেজ।

হড়কে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল

প্রথম পাতার পর

আপত্তি জমা, নোটিশ, হিয়ারিং, অর্ডার, নানা ঝক্কি। তাই সরকারি আধিকারিকরা নাম তুলতে যতটা আগ্রহী, ততটাই অনুৎসাহী নাম বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে। ফলে নতুন নতুন নাম অন্তর্ভুক্ত হয়ে তালিকা মোটা হয় বটে কিন্তু তাতে রয়ে যায় শত শত ভুয়ো মৃত নাম। আর এইসব ভুয়ো নামে ছাপ্পা ভোট দেওয়ার সুযোগ গ্রহণ করে রাজনৈতিক দলগুলি। ভোটের দিন প্রশাসনের অপদার্থতায় কোনোই কাজে লাগে না তালিকার বা ভোটার কার্ডের ফটো। তালিকা স্বচ্ছ করার জন্য নির্বাচন কমিশন এই বছর থেকে বছরে চারবার তালিকা পরিমার্জনের ব্যবস্থা করেছে, তাতেও মৃত ভোটার বাদ যাওয়ার পরিমান রয়েছে আগের মতই। যদিও কমিশন নির্বাচনের প্রাক্কালে ভোটার তালিকায় থাকা মৃত নাম চিহ্নিত করে একটি 'এএসডি' তালিকা প্রকাশ করে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভোটের দিন তা থেকে যায় প্রিসাইডিং অফিসারের ঝুলিতে। কার্যত 'এএসডি' লিস্ট কাজে লাগে না মোটেই।

আর কয়েক মাস বাদেই লোকসভা নির্বাচন। ইতিমধ্যে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। আগামী ১ জানুয়ারি প্রকাশিত তালিকার উপর হবে আগামী নির্বাচন। তাতেও নিশ্চয়ই ভোটার তালিকায় জমে থাকবে শত শত মৃত ভোটারের শ্যাওলা। তার উপর প্রশাসনিক মদতের জল পড়লে তা এমন পিচ্ছিল হয়ে উঠবে যাতে দাঁড়াতে গিয়ে গণতন্ত্র হড়কাতে বাধ্য।

ডাবু পর্যটন কেন্দ্রের রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হল

নিজস্ব প্রতনিধি : ক্যানিং থানার নিকারীঘাটা পঞ্চায়েত এলাকায় মাতলা নদীর তীরে অবস্থিত বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্র ডাবু। এক সময় প্রচুর পর্যটকের আনাগোনা ছিল এখানে। বর্তমানে ডাবুর পিকনিক স্পট বন্ধ

রাখা হয়েছে। পাশাপাশি ক্যানিং থেকে সাতমুখী বাজার হয়ে ডাবু পর্যটন কেন্দ্র পৌঁছতে প্রায় ২.৯ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হয় পর্যটকদেরকে। দীর্ঘদিন এই পথ জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়েছিল। কোন প্রকার সংস্কার না হওয়ায় পর্যটক বিমুখ হতে পড়ে ডাবু। ক্ষোভে ফুঁসছিলেন গ্রামবাসীরাও। এছাড়া রাতের দিকে রোগী ও গর্ভবতী মায়েদেরকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যেতে গেলে এই পথে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় বলে এলাকার মানুষের দাবী। অবশেষে ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভার বিধায়ক পরেশরাম দাসের উদ্যোগে রাজ্য সরকারের পথশ্রী প্রকল্পে ডাবু পর্যটন কেন্দ্রের রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হল।

বিধায়ক জানিয়েছেন, কাজ শুরু হয়েছে ১৮ মে থেকে। পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তা সংস্কারের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৬৬২৫০৭১ টাকা। খুব শীঘ্রই রাস্তা সংস্কারের কাজ শেষ হয়ে যাবে। বিগত দিনের ন্যায় আবারও ডাবু পর্যটন কেন্দ্রে পর্যটকরা ভিড় জমাবেন। এলাকার মানুষের আর্থিক পরিকাঠমোর উন্নতি হবে।

চৌরঙ্গী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জল দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতনিধি : ওয়াটার ফর লাইফ, ওয়াটার ফর নেচার, ওয়াটার ফর পিপল– এই বার্তায় সেভ ওয়াটার, সেভ লাইফ পথযাত্রা অনুষ্ঠিত হলো গঙ্গাসাগর চৌরঙ্গী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্যোগে জল বাঁচাও দিবস ও অভিযানে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সারা রাজ্যের সাথে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় জল দিবস উদযাপন শুরু হল। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাগর থেকে জল বাঁচাও ও জল অপচয় বন্ধ করো শপথে জল দিবস পালন করার ডাক দেওয়া হয়েছে। বিডিও অফিস থেকে স্কুল–কলেজের ছাত্রছাত্রীরা জল দিবস পালন উদযাপনে শামিল হয়। সাগরের চৌরঙ্গী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই

সাগর ব্লক জুড়ে শোভাযাত্রা শুরু করে। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক তাপস মণ্ডল বলেন পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের জল দিন দিন কমছে। সেই জল আমরা রক্ষা করতে পারিনি, ধরে রাখতে পারেনি। সেই জল অপচয় হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় সুন্দরবনের সমস্ত ব্লকে জল দিবস বাঁচানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি আরো বলেন ভূগর্ভস্থ পানীয় জল খুবই সীমিত, তাই পানীয় জল অপচয় বন্ধ করুন। বর্ষার জল ধরুন, ও বাড়ির গৃহস্থালির কাজে সহ শৌচাগারে সেই জল ব্যবহার করুন। জল বাঁচাও, জীবন বাঁচাও।

তৃতীয় শক্তির উত্থান আসন্ন?

প্রথম পাতার পর

আবার শোনা যাচ্ছে নতুন করে ২০টি বুথে নাকি ভোট হবে। ভিন রাজ্য থেকে আগত পুলিশ এ রাজ্যের সন্ত্রাস দেখে হতবাক। পঞ্চায়েত ভোটের সন্ত্রাস ও হিংসা দেখে বিদেশের মানুষরাও আঁতকে উঠেছেন। বাংলার কিছু কিছু বুদ্ধিজীবী ধীরে ধীরে সরব হচ্ছেন। তবে তা খুবই নগণ্য। শাসক দলের বিধায়ক অভিনেতা চিরঞ্জীৎ চক্রবর্তী বলেছেন তিনি লজ্জিত। বিদেশে তাঁর মেয়ে থাকেন, তাকে কি উত্তর দেব। বাঙালি হিসাবে লজ্জিত। একদা শাসক দলের ঘনিষ্ঠ চিত্রশিল্পী শুভাপ্রসন্ন বলেছেন, তিনিও বাঙালি হিসাবে লজ্জিত। এটা বাংলার সংস্কৃতি নয়। এত প্রাণ যাবে কেন। এই সংস্কৃতির বিরুদ্ধে রাস্তায় নামতে হবে।

বলাগড়ের বিধায়ক তথা লেখক মনোরঞ্জন ব্যাপারী বলছেন, তৃণমূল মানেই চোর। বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী বলছেন হিংসা বন্ধ না হলে রাজ্য সভার ভোট বয়কট করবেন। মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলছেন, আমিও পঞ্চায়েত ভোট করেছি, তবে হিংসা করে নয়। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, দিল্লি কি ভাববে জানি না, প্রয়োজনে পতাকা ছেড়ে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য সবাইকে নিয়ে রাস্তায় নামব। পঞ্চায়েতে হিংসার বিরুদ্ধে একত্রিতভাবে রাজপথে নেমেছে কংগ্রেস–সিপিএম ও আইএসএফ। আবার মোদি–দিদি সেটিং তত্ত্বও অনেকে সামনে আনছেন। রাজ্যবাসীর প্রশ্ন এত কিছু সত্ত্বেও দিল্লি চুপচাপ কেন? ইডি–সিবিআই–এর ভূমিকা নিয়েও অনেকে প্রশ্ন তুলছেন। শাসকদলের বিরুদ্ধে রাজ্যে কি কোন তৃতীয় শক্তি গোপনে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে?

এই প্রশ্ন ক্রমশ প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে তার কারণ পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত। শাসক তৃণমূল সন্ত্রাসে অভিযুক্ত। বিজেপি নির্বিকার। কংগ্রেস সিপিএম তৃণমূলের সঙ্গে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে জোট করে বাংলার রাজনীতিতে বিরোধিতার রাশ আলগা করছে। তাহলে শাসকের বিরুদ্ধে লড়বে কে? কিংবা বাংলায় গণতন্ত্র ফিরবে কিভাবে। তাহলে কি পতাকা ছেড়ে বাংলার জনগণই আগামী দিনে রুখে দাঁড়াবে শাসকের চোখে চোখ রেখে। সাধারণ বাঙালি দাঁড়াবার জায়গা হারাচ্ছে ক্রমশ। পাশাপাশি একটা নতুন শক্তির সোনালী রেখা উঁকি মারছে বাংলার রাজনৈতিক আকাশে। ক্রমেই সোচ্চার হচ্ছেন শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিকরা। এটাই বাঙালির একমাত্র আশা।

ভোটে দুর্নীতির প্রভাব প্রসঙ্গে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

প্রথম পাতার পর

একই সঙ্গে কাজ করেছে বাঙালি সংস্কৃতির অধঃপতন। এদিকে বিজেপি আর সিপিএম–এর ভোট কাটাকাটির লাভের ফসল তুলল শাসক দল। নর্থবেঙ্গল ইস্যু নিয়ে বিজেপি অনেকটাই ব্যাকফুটে চলে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে বাংলা ক্রমশঃ অন্যান্য রাজ্য থেকে পিছিয়ে পড়েছে। আগামী লোকসভা নির্বাচনে শাসকবিরোধী প্রভাব পড়ার একটা সম্ভাবনা রয়েছে বলেই আমি মনে করি।

বারাসত উন্নয়ন প্রস্তুতির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক রঞ্জিত দত্ত তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'পঞ্চায়েত নির্বাচনে গ্রাম বাংলায় শাসকবিরোধী প্রভাব অবশ্যই পড়েছে। বিভিন্ন জায়গার ফলাফল দেখলে তার প্রমাণ মেলে। এ সত্ত্বেও তৃণমূল কংগ্রেসের জয়লাভের মূল কারণ হল, মানুষ বর্তমান শাসকদলের উপর বীতশ্রদ্ধ হলেও, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিকল্প কোনও বিরোধী মুখ এখনও তৈরি না হওয়ায় তৃণমূলকেই মানুষ জেতাচ্ছে। ২০১১তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পছন্দ না করলেও বামফ্রন্টকে সরাতে এমন দৃঢ় মনোভাবাপন্ন হওয়ায় মানুষ তৃণমূলকে সমর্থন করে। মানুষ সেইরকম কমিটমেন্টে তোলে মানুষ বিকল্প সিদ্ধান্ত নেবে। আমি এমনটাই মনে করি।'

তবে এ প্রসঙ্গে সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক তথা শিক্ষক মহীতোষ বৈদ্য বলেন, 'আমার মতে, শাসক দলের দুর্নীতির প্রভাব ব্যালট বাক্সে পড়েনি। যদি তা পড়ত, তাহলে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এরকম ফল হত না। কারণ টুকলি করে পাশ করা যায়, কিন্তু ভাল রেজাল্ট করা যায় না। তৃণমূল কংগ্রেসের যে সামগ্রিক রেজাল্ট এবং ভোটের পার্সেন্টেজ যা, তা নিঃসন্দেহে খুব ভাল জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। বিভিন্ন দুর্নীতি নিয়ে যেসব প্রশ্ন ও অভিযোগ রয়েছে তা গ্রাম বাংলার ভোটে প্রভাবে ফেলেনি। এমনটাই আমার মনে হয়েছে। আর এটা মনে হওয়ার কারণ হল, গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের জন্য, মায়েদের জন্য, মহিলাদের জন্য, ছাত্রছাত্রীদের জন্য যে প্রকল্পগুলো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার এনেছে, সেগুলো মানুষের মনে একটা ভাল প্রভাব ফেলেছে। এ কারণেই বিশেষ করে মহিলারা তাকে দুহাত ভরে ভোট দিয়েছে। হয়তো কিছু কিছু ব্যতিক্রম তো আছে। আর সেটা তো থাকাই স্বাভাবিক। সেগুলো বিচ্ছিন্ন। তবে নির্বাচনকে ঘিরে যেসব মানুষের মৃত্যু হয়েছে, তা অত্যন্ত দুঃখজনক। তাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা থাকাটাই কর্তব্য। তবে এই মৃত্যুগুলোর পিছনে অন্য রহস্য থাকাটাও অস্বাভাবিক নয়। কারণ আমার মনে হয়, খুন করা কোনও রাজনৈতিক দলের সিদ্ধান্ত হতে পারে না। আমার মনে হয়, এটা গ্রাম্য রেষারেষির বা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। যারা খুন হয়েছেন, তারা অধিকাংশই শাসকদলের মানুষ। যদি বাস্তবিক রাজনৈতিক কারণ থাকত, তাহলে খুন হওয়া মানুষের বেশিরভাগই শাসকদলের হতো না। তাই আমার ধারণা, ব্যক্তিগত ক্ষমতা কায়েমের জন্যেই এহেন খুনখারাপি। আসলে এখন রাজনৈতিক অঙ্গনটা করে–কম্মে খাওয়ার, বিনা পুঁজির একটা ব্যবসাক্ষেত্র। সেই ক্ষেত্রটাকে আয়ত্বে রাখার জন্যই মরিয়া তৎপরতা।'

রাজীব ভুলেই গেলেন তিনি নির্বাচন কমিশনার

নিজস্ব প্রতিনিধি : জেলা স্তরে যে সব কর্মী অফিসাররা নির্বাচন পরিচালনার কাজে যুক্ত থাকেন তারা খুব ভালো করে জানেন যে জেলা নির্বাচন আধিকারিক আর নির্বাচন কমিশনার এক নয়। তাই প্রশাসনিক মহলে বর্তমান রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এই প্রশ্নের কেন্দ্রে রয়েছে ভোট পরিচালনা নিয়ে রাজীবের মন্তব্য। ভোটকে কেন্দ্র করে খুনোখুনি, সংঘর্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, তাঁর দায়িত্ব ভোটের ব্যবস্থা করা, কাকে কে কখন মারছে তা তাঁর জানার কথা নয়। আইনশৃঙ্খলা দেখছেন পুলিশ কর্তারা। প্রশাসনিক মহল বলছে এই কথাটা আসলে জেলাশাসকদের মুখের কথা।

জেলাস্তরে জেলাশাসকের দপ্তর ভোটের সমস্ত রকম আয়োজন করে, আইনশৃঙ্খলা দেখেন জেলার এসপিরা। জেলাশাসক ও তাঁর অধীনে থাকা রিটার্নিং অফিসাররা নিয়মিত পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে মিটিং করে এলাকার পরিস্থিতির খোঁজ খবর নেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। সিভিল ম্যানেজমেন্ট ও পুলিশ ম্যানেজমেন্টের গাইড বুকও প্রকাশিত হয় আলাদা করে। অনেকের মতে রাজীব বাবু এখনও জেলাশাসক স্তরেই পড়ে রয়েছেন। কমিশনার স্তরে উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। কেন্দ্র হোক বা রাজ্য ভারতে সব স্তরেই নির্বাচন কমিশনার একটি অসীম ক্ষমতাশালী একটি পদ। সিভিল, পুলিশ এমনকি নির্বাচন চলাকালীন সব সরকারি দপ্তরও কমিশনারের অধীনে। তাই তিনি শুধু ব্যবস্থাপনার কথা বলে ভোট সন্ত্রাসের দায় এড়িয়ে যেতে পারেন না। বলা যেতে পারে এই কথা তাঁর মুখে মানায় না।

রাজনৈতিক মহলের ধারণা একজন সিনিয়র আইএএস অফিসার হিসাবে রাজীব বাবু কমিশনার পদের গুরুত্ব বোঝেন না এমনটা মনে করা কঠিন। তবে তিনি যে রাজনীতি ও দলীয় প্রশাসনের চাপের কাছে নতি স্বীকার করেছেন তার প্রমাণ আদালতের একাধিক নির্দেশ ও মন্তব্য। কিন্তু একথা ঠিক যে নির্বাচন কমিশনার যদি দৃঢ়তার সঙ্গে পদটির মহিমা অক্ষুন্ন রাখতে না পারেন তাহলে দুর্বল হয়ে পড়ে জনগণের শক্তি।

গ্রাম–সমিতি–জেলায় তৃণমূলের জয়জয়কার

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আলিপুর সদর মহকুমার বজবজ–২ ব্লকে তৃণমূলের সবুজ ঝড়ে উড়ে গেল বিরোধী শিবির। গ্রাম পঞ্চায়েতে ১১টি পঞ্চায়েতই থাকল তৃণমূলের দখলে। শুধু মাত্র সাতগাছিয়া পঞ্চায়েতের একটি বুথে বিজেপি ও একটি বুথে আসন বিজেপি পেয়েছে। জেলা পরিষদের তিনটি আসনে জয়লাভ করেছে তৃণমূলের তিন প্রার্থী যথাক্রমে শিখা রায়, অর্পণকুমার নস্কর এবং সেখ বাপী। সেখ বাপী ৭১ নম্বর আসনে প্রায় ২৩ হাজার ভোটে জয় লাভ করেছেন। তিনটি জেলা পরিষদের আসনের মধ্যে

নির্দল প্রার্থী এবং গজাপোয়ালীর একটি বুথে সিপিএম জয়লাভ করেছে। চকমানিক অঞ্চলের ৫টি আসন বিজেপি পেয়েছে। ৩৩টি সমিতির আসনে ৩২টি গেছে তৃণমূলের দখলে। চক মানিক অঞ্চলের একটি সমিতির এটাই ছিল টাফ। বিশাল জয় লাভের পর সেখ বাপী বলেন, ৩৬৫ দিন মানুষের সঙ্গে ছিলাম, তাই এই আশীর্বাদ–দোয়া। আগামী দিনেও মানুষের সাথে মানুষের পাশে থাকতে চাই।

মহানগরে

ম্যাজিক বুকে নাম তুললেন সমাজসেবী শাস্বতী দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার লেক গার্ডেনের কাছে গোবিন্দপুর এলাকায় থাকেন শাস্বতী দাস, অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর মানুষের জন্য কিছু করার লক্ষ নিয়ে এগিয়ে ছিলেন কিন্তু ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল অর্থ, তাই তিনি নিজে পরিশ্রম করে কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় স্টল দিতেন বস্ত্র সামগ্রীর, তা থেকে যত টুকু আয় হতো সেই টাকা দিয়েই তিনি গরিব দুঃস্থ মানুষের জন্য কাজ করতেন, ফুটপাতের কোনো বাচ্চার যদি জামার প্রয়োজন হয়, যেসব বৃদ্ধা মানুষরা একমুঠো অন্নের সন্ধানে রাস্তায় ভিক্ষা করেন, তাদের একমুঠো খাবার ব্যবস্থা, ফুটপাথের ধারে বসবাসকারী বাচ্চাদের ন্যূনতম শিক্ষার জন্য ভ্রাম্যমান শিক্ষা কেন্দ্র ইত্যাদির ব্যবস্থা তিনি করে চলেছেন আজও সঙ্গী বলতে তার একটি বান্ধবী তাকে নিয়েই বেরিয়ে পড়েন মানুষদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে। কোথাও কোনো মানবধিকার সংক্রান্ত সমস্যা হলে ডাক পড়ে শাস্বতীর, সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থাও করেন তিনি। তিনি আরও একটি মহান পেশার সঙ্গে জড়িয়েছেন, যেটি হল সাংবাদিকতা, শিরদাঁড়া সোজা রেখে আজও তিনি সংবাদ পরিবেশন করে চলেছেন, নিজের প্রতি ভরসা তার অক্ষুণ্ণ, আর ইচ্ছে শক্তি অদম্য, তার জেরেই তিনি মনোনীত হয়েছেন প্রেস ক্লাব অফ ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট সংগঠনের জাতীয় সম্পাদিকা। আর এবার তার কাজকে সম্মান জানিয়ে ম্যাজিক বুক অফ রেকর্ড, নারী শক্তি সম্মানে ভূষিত করেছেন এই মহিয়সী নারীকে। শাস্বতী দাস জানিয়েছেন, মানব সেবায় পরম ধর্ম, এই সম্মান তাকে এগিয়ে যেতে এবং মানুষের জন্য আরও ভালো কিছু করতে উদ্বুদ্ধ করবে।

মাধ্যমিকের সবকটি ফি বাড়ল

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘ প্রায় ২৩ বছর পর মাধ্যমিক পরীক্ষার ফি বা।ানো হল। ১১ জুলাই মাধ্যমিকের নয়া ফি কাঠামো ওয়েবসাইটে তুলে দেওয়া হয়। তাতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন ফি, এনরোলমেন্ট ফি, মাধ্যমিকের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর রিভিউ ও স্ক্রুটিনি–সহ পরীক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন ফি বৃদ্ধি করা হয়েছে। রেজিস্ট্রেশন ফি ও এনরোলমেন্ট ফি পূর্বের ১০ টাকার পরিবর্তে সাড়ে তিনগুণ বাড়িয়ে ৩৫ টাকা করা হয়েছে। আর দু'টি ক্ষেত্রেই লেট ফি ১০ টাকার পরিবর্তে দশগুণ বৃদ্ধি করে ১০০ টাকা করা হয়েছে। এছাড়া মাইগ্রেশন, ট্রান্সক্রিপশন, পরীক্ষা সংক্রান্ত শংসাপত্র যাচাই, মাধ্যমিকের নথির ডুপ্লিকেট এই সবক'টি পরিষেবা গুলির ফি বৃদ্ধি করা হয়েছে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, শেষবার ২০০১ সালের ১ জানুয়ারি মাধ্যমিকের ফি বাড়ানো হয়েছিল। এরই সঙ্গে, রাজ্যে সরকার অনুমোদিত স্কুল গুলির মধ্যশিক্ষা পর্ষদের স্বীকৃতি পাওয়ার ক্ষেত্রে লেট ফি'র পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। পূর্বের ৫০০ টাকার পরিবর্তে লেট ফি ২,০০০ টাকা নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

কলকাতার ভূগর্ভস্থ জলস্তর কমছে আর্সেনিকের প্রবণতা বাড়ছে

বরুণ মণ্ডল

বর্তমানে বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে সারা পৃথিবীতে ভূগর্ভস্থ জলস্তর কমছে। কলকাতাও এই জলস্তর কমার বিষয়ে ব্যতিক্রম নয়। সেন্ট্রাল গ্রাউন্ড ওয়াটার বোর্ডে'র তথ্য অনুযায়ী কলকাতা মহানগরের ভূগর্ভস্থ জলস্তর দ্রুত হারে কমছে যা নিঃসন্দেহে খুবই চিন্তার বিষয়। এ বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি সি এ বি'র প্রাক্তন যুগ্ম সচিব বিশ্বরূপ দে প্রশ্ন করেন, এ বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার কী কোনো পরিকল্পনা আছে? তিনি আরো জানতে চান, কলকাতা শহরের ভূগর্ভস্থ জলস্তর কমার ফলে ভূগর্ভস্থ পানীয় জলে আর্সেনিক সংক্রমণের প্রবণতা বাড়তে চলেছে। এ বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থা কী কোনো উদ্যোগ নেবে?

কলকাতা পৌরসংস্থার পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ দপ্তরের মেয়র পারিষদ তথা মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে শুরুতেই বলেন, 'এটা অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন। আপনাকে জানাই যে, কলকাতা পৌরসংস্থার ভিশনই হল, গ্রাউন্ড ওয়াটারের ব্যবহারটা আস্তে আস্তে কমিয়ে দিয়ে সার্ফেস ওয়াটারের ব্যবহারটাকে ধীরে ধীরে বাড়ানো।' মহানাগরিক বলেন, 'আপনারা দেখেছেন যে, কলকাতা পৌরসংস্থার জল সরবরাহ দফতর বিভিন্ন এলাকায় ধীরে ধীরে বুস্টিং পাম্পিং স্টেশনের সংখ্যা ও ক্যাপসুল বুস্টিং পাম্পিং স্টেশনের সংখ্যা বাড়িয়েছে। ২০১৯ থেকে আজ এই ২০২৩ – এর জুন পর্যন্ত এই সময়কালে ৩০ টিরও অধিক বিপিএস এবং সিবিপিএস কলকাতা পৌর এলাকায় তৈরি হয়েছে। কলকাতা পৌর এলাকায় এখন কেবল বুস্টিং পাম্পিং স্টেশন রয়েছে ও জোর কদমে কাজ করছে ৭০ টি। ২০১০ থেকে আমাদের এই ১৩ বছরে কলকাতা পৌর এলাকায় ভূপৃষ্ঠের পরিস্রুত পানীয় জলের উৎপাদনের পরিমাণ দৈনিক ২৮৫ থেকে বাড়িয়ে এ পর্যন্ত দৈনিক ৫১৫ মিলিয়ন গ্যালন পানীয় জল কলকাতা পৌরসংস্থায় উৎপাদন করা হচ্ছে। কলকাতায় এখন পাঁচটি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট আছে। ব্যারাকপুরস্থিত পলতা জলপ্রকল্পের দৈনিক উৎপাদন ২৬২ মিলিয়ন গ্যালন। কলকাতার গার্ডেনরিচ ওয়াটার ওয়ার্কসের দৈনিক উৎপাদন ২১০ মিলিয়ন গ্যালন, পূর্ব কলকাতার ধাপাস্থিত জয়হিন্দ জলপ্রকল্পের দৈনিক উৎপাদন ৩০ মিলিয়ন গ্যালন, উত্তর কলকাতার জোড়াবাগান জলপ্রকল্পের দৈনিক উৎপাদন ৮ মিলিয়ন গ্যালন এবং খিদিরপুর এলাকার ওয়াটগঞ্জ জলপ্রকল্পের দৈনিক উৎপাদন ৫ মিলিয়ন গ্যালন। আমরা আগেও বলেছি যে, দৈনিক ২৫ মিলিয়ন গ্যালনের নতুন একটি প্ল্যান্ট গার্ডেনরিচে করা হয়েছে। পলতায় দৈনিক ২০ মিলিয়ন গ্যালনের নতুন একটি ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট করা হয়েছে। এতে ধীরে ধীরে কলকাতায় পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহের পরিমাণটা অনেকটা বেড়েছে। যদি জনসংখ্যা হিসাবে দেখেন তাহলে দেখবেন ব্যক্তি প্রতি জল ব্যবহারের পরিমাণ দৈনিক ১৮ লিটার। তাহলে কলকাতা পৌর এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা ৫০ লক্ষ এবং ফ্লোটিং পপুলেশন আরও ৫০ লক্ষ। মোট এক কোটি। তাহলেও কিন্তু কলকাতা পৌরসংস্থার দৈনিক জল উপাদন যথেষ্ট রয়েছে। এই জনসংখ্যাকে ওয়াটার সার্ভ করতে গিয়ে কিন্তু জল সরবরাহ দপ্তরের কাছে অন্তরায় হয়ে যাচ্ছে যে 'মিস ইউস'। আমাদের আরও জল উৎপাদনের জন্য পূর্ব কলকাতার ধাপাতে দৈনিক ২০ মিলিয়ন গ্যালন ও দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়া ঢালাই ব্রিজের কাছ দৈনিক ১০ মিলিয়ন গ্যালনের জলোৎপাদন প্রকল্পের কাজ চলছে। আবার চেষ্টা করা হচ্ছে পলতা ও গার্ডেনরিচে আরেকটু জল উৎপাদন বাড়ানো যায় কিনা। জায়গার খোঁজ চলছে। তার কারণ পরিস্রুত পানীয় জলের অপচয় বৃদ্ধি পেয়েছে। কলকাতা পৌরসংস্থার দৈনিক জলোৎপাদনের ৩০ – ৪০ শতাংশ অপচয় হচ্ছে। এটা যদি আমরা পৌর প্রতিনিধিরা সবাই মিলে শহরবাসীকে কনসাস' করতে পারি। তাহলেই জল সমস্যার সমাধান হতে পারে।'

মহানাগরিক আরো বলেন, এখন সবক'টি বুস্টার পাম্পিং স্টেশনে ইলেকট্রনিকস বোর্ডের দ্বারা লিখে দেওয়া হচ্ছে, সেভ ওয়াটার, সেভ লাইভ'। কিন্তু আমরা হিসেবে দেখছি, প্রকৃত অর্থে ড্রেনেজে পরিস্রুত জলের ৩০ শতাংশ বেরিয়ে যাচ্ছে। আমরা কিন্তু শহরবাসীরা কেউই এ বিষয়ে লক্ষ্যই করছি না। এটা অবশ্য ঠিক যে আর্সেনিক যুক্ত এরিয়া আমাদের গ্রাস করছে। কিন্তু কলকাতা পৌরসংস্থায় যেখানে যেখানে বিগ ডায়ার(ডিপ টিউবয়েল) রয়েছে। সেখানের জল সেন্ট্রাল পাবলিক হেল্‌থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং অর্গানাইজেশন'(সিপিএইচইইও) থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে তার পরেই গ্রাউন্ড ওয়াটার' ব্যবহার করা হয়। আমরা আর্সেনিক যুক্ত গ্রাউন্ড ওয়াটার ইউস করি না। কিন্তু ঠিক যে, আমরা যতই জলের উৎপাদন বাড়াই, জলের ওয়েস্টেজ যদি কমাতে বা বন্ধ করতে না পারি তাহলে আমাদের কোনো দিনই জলের অভাব মিটবে না। তাই পৌরপ্রতিনিধি ও কলকাতাবাসীকে অনুরোধ করছি যে, এটার বিষয়ে মানুষকে যদি একটু সজাগ সচেতন করে যদি পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবহার নিয়ে সজাগ করা যায়। আমাদের সবাইকে এবিষয়ে উদ্যোগী হতে হবে। পৌরপ্রতিনিধিদের আগে সজাগ হতে হবে। কারণ মানুষ পৌরপ্রতিনিধিদের কথা শোনে।'

লেন্স বার্তা

যখন ডাকি তখনই নেতাদের না পাওয়া গেলেও, একটু বৃষ্টি হলেই রাস্তার জমা জল পিছু ছাড়ে না। মতিলাল গুপ্ত রোডের বাসিন্দাদের।

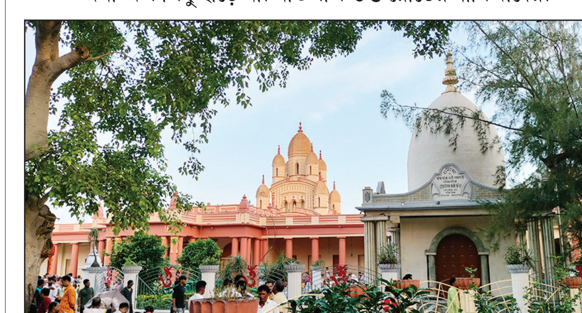

গোধূলী আলোয় নতুন সাজে দক্ষিণেশ্বর মন্দির।

হাতে আর মাত্র কয়েকটা মাস। জোর কদমে চলছে প্রতিমা তৈরির কাজ। কালিঘাট পটুয়া পাড়ায়। ছবি : অভিজিৎ কর

কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের জমি এখন আবর্জনার দখলে, জল অপচয়ের লীলাক্ষেত্র। খিদিরপুরে ছবিটি তুলেছেন অরুণ লোধ।

চড়িয়াল পাম্পিং স্টেশন উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেহালা পূর্বের বরো–১৬'র একাংশের বর্ষার জল জমার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে কলকাতা পৌরসংস্থার 'কলকাতা পরিবেশ উন্নয়ন বিনিয়োগ প্রকল্পে'র (কেইআইআইপি) দ্বারা বেহালা–ঠাকুরপুকুর এলাকার ১২৪ নম্বর ওয়ার্ডে ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশন গড়ে তোলা হল। ভরা আষাঢ়ের মধ্যে ১২ জুলাই ঠাকুরপুকুর এলাকার ১২৩ ও ১২৪ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত চড়িয়াল ব্রিজ এবং ঠাকুরপুকুরস্থিত মহাত্মা গান্ধী রোডের সংযোগস্থলে নবনির্মিত চড়িয়াল ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশনের উদ্বোধন করলেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। উদ্বোধনী দিনে সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় বেহালা পূর্বের বিধায়িকা রত্না চট্টোপাধ্যায়, পৌরসংস্থার নিকাশি দপ্তরের মেয়র পারিষদ তারক সিং, বরো–১৬ অধ্যক্ষ সুদীপ পোল্লে ও পৌর নিকাশি দফতরের আধিকারিকরা। স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি রাজীব দাস জানান, এখানে মাইক্রোটানেলিং পদ্ধতিতে বর্ষার জমা জল বর্তমান নিকাশি খাল চড়িয়াল খালে ফেলা হবে।

কাউন্সিলরদেরই ডেঙ্গু নিয়ে সচেতন হতে হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০২২ সালে রাজ্যের মধ্যে এই কলকাতাতেই ডেঙ্গু–ম্যালেরিয়াতে আক্রান্তের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ছিল। এর মূলে ছিল জঞ্জালে পরিপূর্ণ ফাঁকা জমি ও দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা জনমানবশূন্য বাড়ি। পৌর দফতরের অভ্যন্তরীণ রিপোর্টে এ তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। সেজন্যই পৌর স্বাস্থ্য দফতর এবার বর্ষার শুরু থেকেই ওই সব জায়গায় মশার লার্ভা যাতে জন্মাতে না পারে, সেটা বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখবে চাইছে। ১০ জুলাই এক বৈঠকে পৌর স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিক এবং পৌর প্রতিনিধিদের এ বিষয়ে আরও সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য দফতরের এক আধিকারিক বলেন, জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত কলকাতায় ডেঙ্গু–ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেশি দেখা যায়। তাই পৌরপ্রতিনিধিদের এই সময়টা বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করার কথা বলা হয়েছে।

এদিন আলিপুরস্থিত ৯ নম্বর বরো অফিসে বরো অধ্যক্ষা দেবলিনা বিশ্বাসের উপস্থিতিতে এই বরোর অন্য ৯ পৌর প্রতিনিধি, এই বরোর বিল্ডিং দফতর, সিভিল দফতর ও জঞ্জাল অপসারণ দফতরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারসহ অন্য সব দফতরের আধিকারিকদের নিয়ে দীর্ঘ সওয়া তিন ঘন্টার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মিটিং করেন স্বাস্থ্য দফতরের দায়িত্ব থাকা উপ–মহানাগরিক অতীন ঘোষ। সেখানে পৌর প্রতিনিধিদের একাংশ অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় সরকারের অনেক অফিস চারপাশ পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে উদাসীন, একই সঙ্গে অনেক আবাসনের নাম ধরে ধরে এবং বেশ কিছু বাড়ির ঠিকানা ধরে ধরে জানান, এখানে পৌর স্বাস্থ্য দফতরের কর্মীদের ঢুকতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। এই ধরনের ঘটনা ঘটলে স্থানীয় থানার সাহায্য নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পৌরসংস্থার চিফ ভেক্টর কন্ট্রোল অফিসার দেবাশিস বিশ্বাস জানান, আগামী দিনে সব বরোতে এই ধরনের মিটিং হবে। মূল লক্ষ্য, যে যে সমস্যা হচ্ছে তা নির্দিষ্ট করে তার সমাধান করা।

এখানে ওখানে

সম্প্রীতির অনন্য নজির সামালির মনসার মেলা

কুনাল মালিক : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত সামালি মনসা তলার মনসার জাত মেলা সম্প্রীতির এক অনন্য নজির। কারণ এখানকার প্রায় তিনশ বছরের প্রাচীন মনসা মন্দিরে দেখা যায় হিন্দু ব্রাহ্মণ মা মনসার পুজো দিচ্ছেন আর তখন মুসলিম সম্প্রদায়ের কোনও রমণী এসে মায়ের কাছে তাঁর ডালা ধরে দিচ্ছেন। তখন খুব বেশি মনে পড়ে যায় নজরুল ইসলামের সেই দু লাইন 'মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান/মুসলিম তার নয়ন মণি হিন্দু তাহার প্রাণ'।

মনসা হলেন সাপের দেবী। যেমন বাঘের দেমতা দক্ষিণ রায়, বনবিবি। আমাদের এই দেশে সাধারণত বর্ষা কালে আষাঢ়–শ্রাবণ মাসেই সর্পদেবী মনসার পুজো দেওয়ার প্রচলন। সাপের ভয় থেকেই বাঁচার জন্য মনসা মাতার পুজোর প্রচলন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মধ্যে সামালি মনসা তলার মনসা পুজোকে কেন্দ্র করে যে একদিনের মেলা বসে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এত বড় মেলা বোধহয় কোথাও বসে না। এই এলাকায় হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান, তপশিলি জাতি, উপজাতি প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের বসবাস। আর এই মনসার জাত মেলায় জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে হাজার হাজার মানুষের সমাগম হয়। এখানে সকল সম্প্রদায়ের ভক্তজন মা মনসার কাছে মানত করেন, হত্যে দেন, দণ্ডী কাটেন। মনোমত নৈবেদ্য সাজিয়ে পুজো দেন। তাই নামেই সার্থক এই মনসার জাত মেলা। স্থানীয়দের ধারণা আজ থেকে প্রায় আড়াই–তিনশ বছর আগে এই পুজোর সূত্রপাত হয়। তখন নবাবী ও জমিদার আমল। কোন সে সুদূর অতীতে, যখন প্রাচীন সুন্দরবনের এই সব এলাকা ছিল জঙ্গালাকীর্ণ। সেই সময় বিষাক্ত সাপের হাত থেকে বাঁচতে মা মনসার পুজো শুরু করেছিলেন বাসিন্দারা। প্রতি বছর আষাঢ় মাসের সংক্রান্তির কাছাকাছি শনিবার বা মঙ্গলবারে একদিনের এই মনসার জাত মেলায় হাজার হাজার মানুষের ভিড়, তিল ধারনের ঠাঁই থাকে না।

এখানে ৭৫ নম্বর বাস রুটের বনগ্রাম, রসপুঞ্জ থেকে শুরু করে কেতলাহাট, গাজীপুর পর্যন্ত পাকা রাস্তার দু'পাশে আর বাস রাস্তা থেকে দক্ষিণে মনসার থান পর্যন্ত মেলার স্থান। এককালে একটি বেদির উপর মনসা গাছ স্থাপিত ছিল, পাশে ছিল একটি বটগাছ। জনশ্রুতি সেকালে মনসা পুজোর সময় মা মনসার নামে উৎসর্গীকৃত রম্ভা ও দুগ্ধ সর্পরূপধারী মা মনসা গাছ থেকে নেমে এসে স্বয়ং পান করতেন প্রকাশ্য দিবালোকে। আজও নাকি এমন ঘটনা ঘটে থাকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাত্রিবেলা– এমনই ভক্তজনের বিশ্বাস। আরও একটি জনশ্রুতি– অতীতে কোন এক সময় মনসা পূজোর দিনে মাঠে চাষ করার জন্য লাঙ্গল চালনা করেছিলেন স্থানীয় কোন এক চাষি। সে সময় কোনো একটি বিষধর সাপ এসে তার লাঙ্গলে জড়িয়ে ধরে। আর ছাড়ানো গেল না দেখে ওই চাষি চাষ বন্ধ করে দেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত মাতৃ পুজোর দিনে এখানে আর কোনো চাষি হাল লাঙ্গল চালনা করে না। সুবল ঘোষ নামে এক ব্যক্তি দ্বিতল মনসা মন্দিরটি নির্মাণ করেন। দীনবন্ধু চক্রবর্তী নামে এক গরিব ব্রাহ্মণ নিষ্ঠার সঙ্গে মন্দিরে পুজো করেন। স্থানীয় ইয়ং স্টার ক্লাব মহামেলার অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির পক্ষে বাসবী চ্যাটার্জি সারাবছর মনসা মন্দিরের সংস্কারের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে আসছেন। মেলাকে কেন্দ্র করে প্রচুর দোকান বসে। একটা কথা প্রচলিত আছে এই মেলায় আগত কোনো দোকানীর কোনও দ্রব্য বিক্রি হতে বাকি পড়ে থাকে না।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক পাঁচুগোপাল মাজী

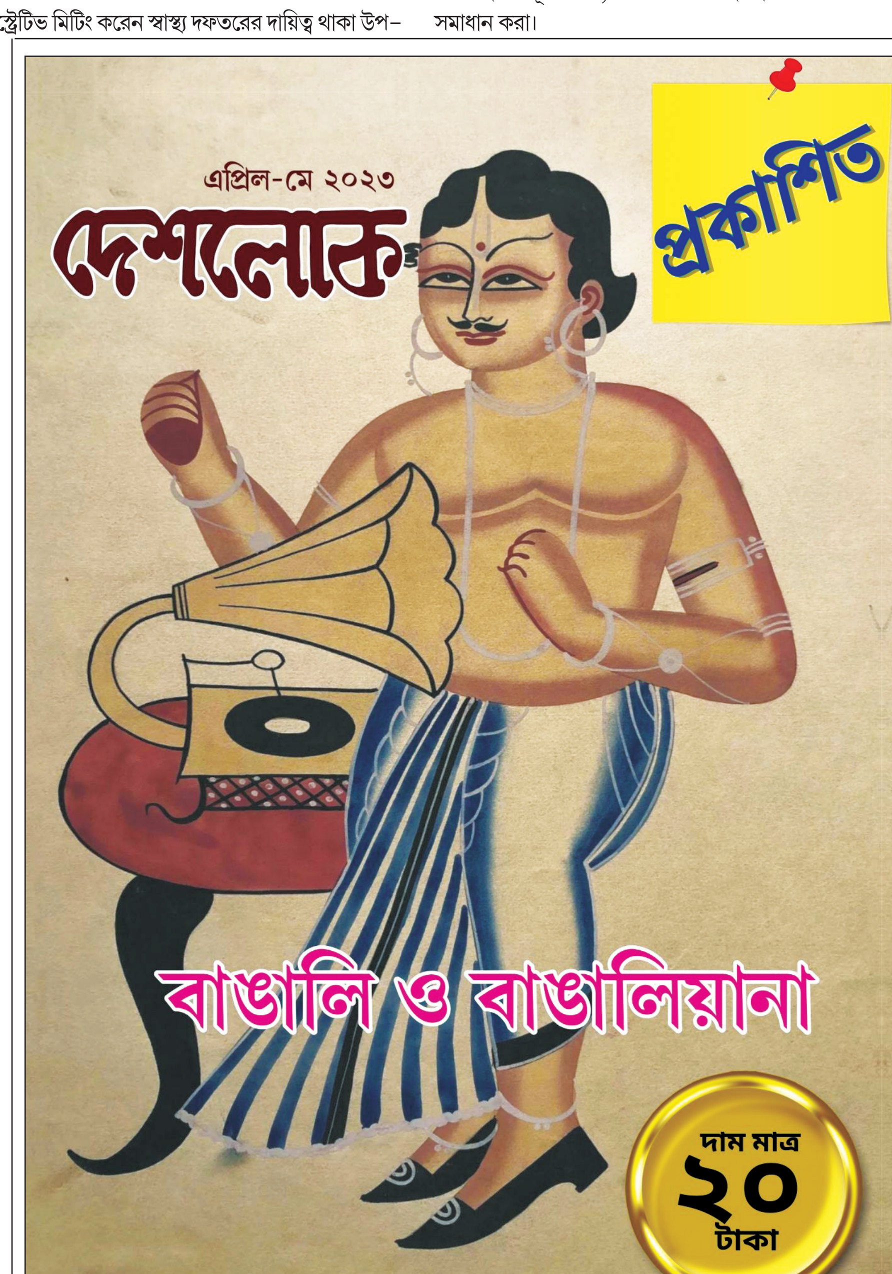

মাঙ্গলিকী

জয়েশের সরস্বতী বন্দনা গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা

কৃষ্ণচন্দ্র দে

নেতাজীনগর সরস্বতী নাট্যশালা আয়োজিত সরস্বতী নাট্যবন্দনাা ২০২৩

সরস্বতী নাট্যশালার কর্ণধার জয়েশের মাথায় নানারকম কাণ্ডকারখানা ঘুরে বেড়ায়। জয়েশ প্রায় সারাবছর ধরেই নাটককে কেন্দ্র করে নানা অনুষ্ঠানে মেতে থাকার চেষ্টা করে। নাট্য জগৎকে নিয়ে ওর স্বপ্নচারিতা অনেকদিন ধরেই লালন করে এসেছে। অবশেষে নির্দেশনা এবং অভিনয়ে একটা মোটামুটি জায়গায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তবে এর জন্য ওকে ঘামও ঝরাতে হয়েছে প্রচুর। বিনা আয়াসে কোনোকিছু হঠাৎ পেয়ে গেলে তার ব্যঞ্জনা আমাদের কাছে কতদিন স্থায়ী থাকে তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে বিভিন্ন মহলে। কিন্তু যেটা আমরা বহু পরিশ্রমের বিনিময়ে আয়ত্ব করি তার অনুরণন বহুদিন যাবৎস্থায়ী হয় এটা বিজ্ঞান নির্ভর সত্য। কষ্ট করলে কেষ্ট যে মেলে একথা একটা হয়তো প্রবাদ। কিন্তু জয়েশকে দেখলেই মনে পড়ে ওর এই সাফল্যের পিছনে ওর কষ্টের বা পরিশ্রমের কথা। তাই জয়েশের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারি না। যারাই নাটক নিয়ে সদাই চর্চায় নিয়োগ থেকে কিছু না কিছু করে চলেছে তারা সকলেই আমার ভীষণ প্রিয় এবং তাদের সঙ্গেই আমি সবসময় থাকি এবং থাকব। এটা আমার অঙ্গীকার।

জয়েশ এবারে আগামী ১৪ জুলাই থেকে ১৬ জুলাই ২০২৩ টানা তিনদিন যোগেশ মাইম মঞ্চে সন্ধে ৬টা থেকে শুরু করেছে সরস্বতী নাট্যবন্দনা। ১৪ জুলাই তার শুভ উদ্বোধন। এবাবে কলকাতা ও তার আশেপাশের মোট ৬টি নাট্যদলকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদের সেরা শিল্পকর্ম নিয়ে হাজির হয়েছে যোগেশ মাইম আকাদেমি মঞ্চে নেতাজীনগর সরস্বতী নাট্যশালা।

এটা জয়েশের নতুন পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা তথা কলকাতার দর্শকবৃন্দ কিছু ভালো ভালো কাজ বিভিন্ন নাট্যদলের তৈরি শিল্পকলা প্রতিবছর দেখতে পাব। এটা জয়েশের একটা ভালো উদ্যোগ সন্দেহ নেই। জয়েশ আমার মতোই একজন ব্যবহারজীবী। সংসারের খরচ খরচা নির্বাহ করে বাকি টাকায় ও এইসব উৎসবের ব্যয়ভার বহন করে থাকে। অর্থাৎ একেবারে গাঁটের কড়ি খরচ

করেই জয়েশ এইসব করেই চলেছে বছরভর। সারাবছর ও চার পাঁচটা নাট্যোৎসবের আয়োজন করেই থাকে নানা নাম দিয়ে। এইজন্য জয়েশকে আমার অভিনন্দন। তবে ধন্যবাদ জানাবো না, কারণ একজন সফল নাট্যকর্মী হিসাবে ওর যা করা উচিত ও তাই করছে। তাই কোনো শুকনো ধন্যবাদের প্রয়োজন হয় না। ও যেন এভাবেই এগিয়ে চলে। ওর চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ হোক।

এবারে অভিনয় সূচি ও তার একটা তালিকা প্রদর্শিত করছি, সকলের সুবিধার জন্য। আশা রাখছি সকলে নির্দিষ্টদিনে যোগেশ মাইমে হাজির থেকে উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলবেন। 'সকলেরে করি আহ্বান।' এবারের যোগদানকারী নাট্যদলগুলি যথা — ১) মহিষাদল শিল্পকৃতি ২) খিদিরপুর রংবেরং ৩) দিলীপ মুখার্জী স্মৃতি সংঘ, ৪) তিলজলা ঋতু ৫) সমকালীন সংস্কৃতি ৬) যাদবপুর নাট্যঐক্য এই মোট ৬টি দল। নাটকগুলি (১) সেই স্বপ্নপুর (২) সিস্টেম–২ (৩) ঝড়ের খেয়া (৪) ঘুণপোকা (৫) কণ্ঠরোধ ও (৬) জিহাদ। পরবর্তী সংখ্যায় নাটকগুলির গুণাগুন নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা রইলো।

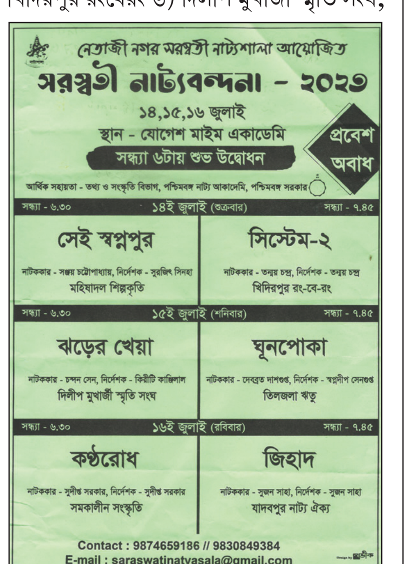

শোকবার্তা

বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী গোবরডাঙা শিল্পায়নের সিনিয়র অভিনেত্রী ও লোকসঙ্গীত শিল্পী দীপা ব্রহ্মর আকস্মিক প্রয়াণে আমরা সকল নাট্যকর্মীবৃন্দ গভীর মর্মাহত। শিল্পী ৫৭ বছর বয়সে লোকান্তরে চলে গেলেন গত ৯ জুলাই বেলা একটা চল্লিশ মিনিটে। আর তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

ইতি
শোকাহত কৃষ্ণচন্দ্র দে

শরৎচন্দ্রের বাসভবনে রবিবাসরের অনুষ্ঠান

শ্রেয়সী ঘোষ : রবিবাসরের ৯৪ বছরের ষষ্ঠ অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত হল গত ৯ জুলাই রবিবার সন্ধ্যায় শরৎচন্দ্রের বাসভবনে। সভাপতির পদ অলংকৃত করলেন ড. পার্থ ঘোষ। রবিবাসরের সভ্যা প্রয়াত সুনীতা মুখোপাধ্যায়ের স্মরণে এ দিনের অনুষ্ঠানটি নিবেদিত হয়। শুরুতে স্বাগত ভাষণ দিলেন ড.কুমকুম চট্টোপাধ্যায়। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করলেন ঋজু রায়। সুনীতা মুখোপাধ্যায়কে স্মরণ করে বক্তব্য রাখলেন অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায়, পল্লব মিত্র, স্বাতী ভট্টাচার্য প্রমুখ। গানে গানে শ্রদ্ধা জানালেন তমালিকা গুহ, আলপনা সেনগুপ্ত, কল্যাণী সিনহা, ড. জগদীন্দ্র মণ্ডল, ড.কুমকুম চট্টোপাধ্যায়। সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন ড. শঙ্কর ঘোষ। কবিতা পাঠ করলেন ড. মমতা চৌধুরী, বিপ্রদাস ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানটি দক্ষতার সঙ্গে সঞ্চালনা করেন রবিবাসরের বর্তমান সম্পাদক অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায়।

নীল–তৃণা এবার একসঙ্গে বড়ো পর্দায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : পরান বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিলোত্তমায় নীল, তৃণা, ঋতব্রত ও রাইকে নিয়ে হাজির সৌম্যজিৎ। এই তিলোত্তমা ঘিরে আছে অনেক গল্প। এই শহর জানে আমাদের গোপন ইচ্ছেগুলো। কিন্তু তিলোত্তমা মানেই কি শুধু এই শহরের গল্প? না তা একেবারেই নয়।

সাধারণ মানুষের জীবনের গল্প, একে অপরের প্রতি ভরসার গল্প, অচেনা থেকে পরিচিত হয়ে ওঠার গল্প, এক নিঃস্বার্থ ভালোবাসার গল্প বলতে আসছে সৌম্যজিৎ আদক পরিচালিত তিলোত্তমা। এই সিনেমায় প্রধান চরিত্রে দেখা যাবে পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। যিনি তিলোত্তমা নামে একটি অনাথ আশ্রম চালান। বেশ কিছু অনাথ শিশুদের মাথার ছাদ ও শিক্ষা দেন তিনি। এর পাশাপাশি সিঙ্গেল মাদারের চরিত্রে দেখা যাবে ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী তৃণা সাহাকে। একজন মিউজিশিয়ান হিসাবে দেখা যাবে নীল ভট্টাচার্যকে। বড় পর্দায় একসঙ্গে হলেও জুটি বাঁধছেন না এই রিয়েল লাইফ কাপল। তবে প্রেমের ছোঁয়া রয়েছে ঋতব্রত ও রাইয়ের চরিত্রে। ঋতব্রত একজন অ্যাকাউন্ট্যান্ট ও লিভ ইন পার্টনার রাইয়ের। যে একজন কস্টিউম স্টাইলিস্ট।রয়েছেন রজত গাঙ্গুলি, পূষণ দাসগুপ্ত, পূজা সরকার ও আরো অনেকেই দেখা যাবে এইতিলোত্তমা সিনেমায়। এই সব কটা চরিত্র কীভাবে একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে, কীভাবে নিজেদের জীবনের চড়াই উতরাই পেরিয়ে এই আশ্রমের শ্যামাপদবাবু সবাইকে জীবনের নতুন দিশা খুঁজে পেতে সাহায্য করে, সেই নিয়েই তিলোত্তমার গল্প।

শহরের বাইরে প্রত্যন্ত গ্রামে থিয়েটারের প্রসারে শ্যামবাজার নাট্যচর্চা কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : শ্যামবাজার নাট্যচর্চা কেন্দ্র কলকাতার বুকে একটি প্রতিষ্ঠিত নাট্যদল হলেও শহরের সমস্ত অহংকে ছেড়ে থিয়েটারকে জনপ্রিয় করে তুলতে অশোকনগরের প্রত্যন্ত একটি অঞ্চল বাইগাছি সর্দারপাড়া এলাকায় তাপস চ্যাটার্জীর মতন এক থিয়েটার প্রেমীর ভালোলাগার জায়গা থেকে তৈরি করা বুলা স্মৃতি মঞ্চে গতবারের ন্যায় এবারেও অনুষ্ঠিত করল নব রসে নব রঙ্গ। এবার গত পহেলা ও দোসরা জুলাই পরপর দুদিন বাইগাছি বুলা স্মৃতি মঞ্চে অনুষ্ঠানের সূচনা ঘটল বাংলা থিয়েটারের পরিচিত পঞ্চকন্যার হাতে বৃক্ষরোপণ ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে। নাটকের দল হিসেবে পরিবেশের উষ্ণতা কমাতে গাছের ভূমিকাকে গুরুত্ব দিয়ে প্রতি বছর বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পঞ্চকন্যা সঙ্গীতা চক্রবর্তী, মৌমিতা শ্রীপদ বর, গার্গী ভট্টাচার্য, চৈতালি সরকার ও দীপান্বিতা বণিক দাসের হাতে পঞ্চ প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে। এরপর তাদের সম্বর্ধিত করা হয় ও তাদের মুখে দু চার কথা শোনা হয়। প্রাথমিক পর্বের এই কর্মসূচির পর মঞ্চস্থ হয় শ্যামবাজার নাট্যচর্চা কেন্দ্রের কর্মশালাভিত্তিক প্রযোজনা 'বিসর্জন' তারপর পরপর দু'দিনে পরপর ছখানি নাটক প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও দর্শক পূর্ণ পরিবেশে মঞ্চস্থ হয়। বারাসাত জাগরী, মনন বরানগর, সহজিয়া নাট্যগোষ্ঠী, নৈহাটি আরশি, প্ল্যাটফর্ম নাট্যগোষ্ঠী ও শ্যামবাজার নাট্যচর্চা কেন্দ্র — মোট ছটি নাট্যদল এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে প্রত্যন্ত এলাকায় থিয়েটারের প্রসারে ইতিবাচক সাংস্কৃতিক মনোভাবের প্রকাশ ঘটান। আয়োজক সংস্থার প্রধান হিসাবে শ্যামবাজার নাট্য চর্চা কেন্দ্রের নির্দেশক কর্ণধার সমরেশ বসু জানালেন শুধু বাইগাছি নয়, প্রত্যন্ত অঞ্চলে সংস্কৃতিমনস্কতার প্রসারে থিয়েটার দলের দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করে নিয়ে। তারা এমন কর্মসূচি রূপায়ণের উপযোগী জায়গা পেলেই সেখানে তারা যাবেন। সকলকে পাশে থাকার অনুরোধ রাখেন তিনি।

আকাশবাণী'র সান্ধ্য সুর বর্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতের জি–২০ নেতৃত্ব উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রসার ভারতী ও আকাশবাণী'র যৌথ আয়োজনে ৯ জুলাই কলকাতার কলামন্দিরে অনুষ্ঠিত হল শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সন্ধ্যা 'সুর বর্ষা'। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন আকাশবাণী'র দুই আধিকারিক রাজীব ভট্টাচার্য ও বাসবী গোস্বামী। উদ্বোধনী ভাষণে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. ইমনকল্যাণ লাহিড়ী'র বক্তব্যে উঠে আসে এই উদযাপনের মূল সুর। মার্গ সঙ্গীতের বিবিধ নিবেদনে ছিলেন কস্তুরি বন্দ্যোপাধ্যায়, পন্ডিত তরুণ ভট্টাচার্য, পন্ডিত রণু মজুমদার, পন্ডিত কুমার বোস, পন্ডিত তেজেন্দ্র নারায়ণ মজুমদারের মতো বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞরা। আকাশবাণী'র এক আধিকারিক মানব প্রতীম দাস জানান, জি–২০ যে সংহতির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, ভারতই একমাত্র তার ঐতিহ্যবাহী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে সেই মালা গাঁথতে সক্ষম। যে কারণেই বর্ষা বিকেলের এই উদ্যোগ।

কবিতা

কবিগুরু : তোমার জন্য
পুলক রায়

কবিগুরু তোমার জন্য,
তোমার প্রেরণাদীপ্ত সংস্কৃতির জন্য
গ্রাম থেকে শহরে বহুপথ ধরে ছুটেছি
তোমাকে, তোমার দেখানো দর্শনকে
তোমার বাণী জীবনের মূলমন্ত্র ধ্বনি শুনেছি
তোমার ভাষা বাস্তবতা জ্ঞানের দীপশিখা
সমাজ দর্পণ বোধোদয় অভিজ্ঞতা
নির্ভেজাল মনুষ্যত্বের আতসারিত আলো।
সেই আলোতে রূপান্তরিত করেছি জীবন
ভালোবেসেছি মন, যখন ভেঙেছে মন
তামারই গানে কবিতায় জীবন করেছি অন্বেষণ,
আছে দুঃখ আছে মৃত্যু চিরন্তন।
তোমার কলম বিশ্বজগত, লেখনী হৃদয়ধ্বনি
তোমার জগত রামধনু রঙ মুক্তজীবন, করেছি অর্জন
চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ চুনী উঠল রাঙা হয়ে
সাহিত্যের সহজপাঠ' হয়নি ম্লান সবুজের অভিযান'।
ধূসর মরুতে তুমিই দীপ্তি নিত্য করি অবগাহন,
কবিগুরু তোমার জন্য – ধন্য আমি, ধন্য আমার বঙ্গজীবন।
(কলকাতা)

বর্ষা
অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

বর্ষায় কে না ভিজেছে
একপায়ের তালগাছ, বটের ঝুরি
হাসনুহানা গন্ধরাজ লেবু।
বাড়ীর কার্নিশে শালিক
ইলেকট্রিক তারে কাক, পুকুরে চরা হাঁস
পথচলতি মানুষ অফিস ফেরত বাবু, স্কুল ছাত্রী।
বর্ষায় ভেজা একটা আলাদা, মৌসুমী গন্ধ।
ভয় লাগা ভালো লাগার বর্ষা সংগীত
কানে বাজে গুরু গুরু আকাশের বুক চিরে
অশনি বিদ্রোহ।
বর্ষায় কে না ভেজে কবি, বেকার,
হকার ভিখারী মায় কুকুরও
নতুন জল গায়ে লাগার বাতসরিক উতসব
আমার বর্ষা ষোল পার্বণ, রসে রসনায়।

(রামপুরহাট, বীরভূম)

অপেক্ষমানা
প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়

সবুজ পৃথিবীটা যেন হারিয়ে যাচ্ছে
হিংসা দ্বেষের বিষাক্ত উইপোকাগুলো
ক্ষুধার্ত হিংস্র শাপদের মতো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো
করে খাচ্ছে, শান্তির বাতাবরণকে।
পেশীশক্তির অমানবিকতার মাঝখানে
দিশাহারা হয়ে গেছে পৃথিবী!
অত্যাচারিতের বুকফাটা কান্নায়,
ওরা করছে পাশবিক উল্লাস!
শান্তি–স্বস্তিহারা উদ্বেল পৃথিবী
চেয়ে আছে মুক্তিদূতের আসার আশায়
জানাচ্ছে আহ্বান
যে মহামানবের পেলব স্পর্শে
জেগে উঠবে বিশ্বলোক –
অভিস্নাত হবে অমৃতসিঞ্চনে।
(লাভপুর, বীরভূম)

শ্রাবণ
বিশ্বনাথ অধিকারী

উতল হাওয়া দাপিয়ে বেড়ায়
পাগলীর কেশদামে,
সে তো শাল তমালের শাখাকে দোলায়
শন্ শন্ সুরে লহরী নাচায়
কাকেরা বকেরা হিমসিম খায়
ফিরতে বাসায় সাঁঝে
গুরু গুরু ডাকে কালো মেঘ সাজে
ডাকাতের মতো ধায়,
শ্রাবণের ধারা বরষিত হয়
মাঠ ঘাট খাল জলে জলময়
ময়ুর ময়ূরী আনন্দ শিহরণে
শিখী পাখা মেলে দেয়।
(কলকাতা – ৭৮)

কিশোরী ময়না উবাচ
কামাক্ষ্যা রঞ্জন দাস

এক সে কিশোরী ময়না গায়েই নকল গয়না
বেশী কথাও কয়না অনেক দূরেও যায়না
বেশী কিছুই খায়না জোড়ায় জোড়ায় রয়না
মুখটি তুলেও চায়না অযথা নেই বায়না
মিথ্যে কথাও কয়না বনেও উড়ে যায়না
ক্ষিদেয় কাতর হয়না অসত্ সঙ্গও চায়না
ধাবায় গিয়ে খায়না বুদ্ধির নেই তুলনা
(বড়িষা, কলকাতা–৮)

আসল কথা
গৌর দত্ত পোদ্দার

কোথায় গেল সেদিন গুলি দাদু–দিদার সাথে
জোনাক জ্বলে গল্প বলে অমাবস্যা রাতে।
কোথায় গেল পুকুরঘাটে ছড়া কাটার ধুম,
চড়িয়ে গলা গল্প গাথা বুদ্ধু ভুতুম্
রূপকথারও গল্প শোনা সত্যি ভূতের গল্প –
ঘুম–পাড়ানি এটাই ছিল গোপন সে প্রকল্প
ছোটোবেলার ভয় দেখানো ঘুম পাড়ানো খেলা,
সাত ভাই চম্পা জাগো, ভূতে মারে ঠেলা।
দিদার বুকে মুখ লুকিয়ে রাতের বেলা থাক
মুক্ত মনে হয়েই গেল সবই চিচিং ফাঁক।
সব কিছু আজ পাল্টে গেছে যুগের যাঁতাকলে
নেই নেই নেই সময় কারে, সবাই এখন বলে।
কথা আছে, ব্যথা আছে, যুক্তি আছে ভুরি
আসল কথা হয়ে গেছে শৈশবকাল চুরি !
(ঢাকুরিয়া, কলকাতা–৩১)

অণু কবিতা
বিশ্বনাথ মাঝি

সবাই চেনে সবার জানা
এক তুই জানলিনা ছেলে
বাঁধা তোর রাতের ডানা
দিনে যাস রাতেও, সব ফেলে।
(পূজালী, বজবজ)

আকাশটা আজ
বিবেকানন্দ নস্কর

আকাশপুরের আকাশটা আজ হারিয়েছে প্রান্তিকে
আকাশ এখন শুণ্য তো নেই ভরালো কে যান্ত্রিকে?
চাঁদ তারা মেঘ জ্যোতিষ্করা রকেট হানায় ক্লান্ত
কল্পলোকের গল্প–গাথা অবক্ষয়ে পরিশ্রান্ত।

আকাশপুরের মেঘলা বাতাস দূষণ জ্বরে জীর্ণ
পক্ষীরাজের পাখায় আগুন রূপকথা মুখ দীর্ণ
মাথার উপর যুদ্ধ যুদ্ধ খেলছে কারা নিত্য
সূয্যিমামার সাত সারথী রঙহারা মন চিত্ত।

আকাশপুরের আকাশটা আজ ব্যাথার হতাশ পত্র
নীলচে রঙের শরীরটাতে দগদগে ঘা রক্ত
ছায়াপথের আঁধার ছায়ায় মাথার উপর দত্যি
আকাশ আলোর স্বপ্নগুলো এখন তো নয় সত্যি!
(চাঁদপালা দক্ষিণ ২৪ পরগণা)

আকাশ
দত্তা রায়

আমার একটা আকাশ ছিল,
যেখানে আমি ছিলাম মুক্ত বিহঙ্গ
প্রায়ই প্রতিনিয়ত
ডানা মেলে বিচরণ করতাম সেখানে।
কত স্বপ্নের সৃজন করে,
রত্নের আকর পেয়েছি।
কিন্তু আজ .. আজ ও
আমার একটা আকাশ আছে,
যা ভালবাসার বদ্ধ পিঞ্জরে আবদ্ধ।
আমি ডানা মেলি, কিন্তু উড়তে পারিনা
পায়ে বাঁধা শিকল, হৃদয়কে রেখেছে আবদ্ধ।
(গঙ্গারামপুর, দঃ আলিপুর, দঃ২৪ পরগণা)

বৃষ্টি
বিউটি পাল

বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি
কখনও ঝিরঝিরে
মাটি ছোঁয়ার আগেই
পাখির ডানায়
মিলিয়ে যাওয়া ফুরফুরে বৃষ্টি
কখনও কিশোরীর চকিত
চাউনির মত চমকে দেওয়া
এক পশলা
এক সময় জমাট কালো মেঘ

দখল নেয় আকাশের
বৃষ্টি সেদিন মুষলধারে – সর্বত্র
গাছের পাতায় টেলিফোনের তারে
চিলে কোঠায় মাটির বুকে
আর যেদিন
বুক পোড়ানো ভালবাসা
দখল নেয় হৃদয়ের
সেদিন থেকে
বৃষ্টি আমার
ভেতরে সর্বত্র!
(নিউ আলিপুর, কলকাতা–৫৩)

যদি
কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়

এই বরষামুখর প্রভাতে,
যদিগো তোমার ত্বরিত চরণ
পরশ করিত আমার ভবন
জলভারে ভারি সিক্ত বসনে
সমুখে আসিয়া দাঁড়াতে,
নির্বাক চোখে হয়তো ক্ষণেক
না বলেও কথা বলিতে
সাধ হতো মোর দাঁড়ায়ে বারেক
ললাটের চুল সরাতে।
তব অনিমেষ চোখের তারায়
আমার বাণী যে নিমেষ হারায়
সেই বুঝে তুমি হাতটি বাড়ায়ে
নিজ হাতে হাত ধরাতে।
হয়তো আমিও পাগলের মতো
কভু আঁখি তুলে কভু আঁখি নত
লুকোতাম মুখ তোমার ও বুকে
সামাহীন সুখে হারাতে।
অজানা পথিক, কে গো আসো যাও
উতসুক মন দোলাতে।
(বেলগাছিয়া, কলকাতা)

বনানীতে বর্ষা
শ্যামল বিশ্বাস

বৃষ্টি এলে তোকে ভারি মানায় ভালো আজ –
ফোঁটা ফোঁটা মেঘের জলে ভুলিয়ে সকল কাজ
সাজিস কেমন বনের ছায়ায় –
এ সাজ বুঝি তোকেই মানায়,
সবুজ চুলে উঠছে দুলে যুঁই মালতি ফুল
আর একটু নয় ভিজিস্ যদি কিই বা হবে ভুল?
নুইয়ে পড়া মুখখানিতে লজ্জা ঢেকে রাখে
তোর সাথে আজ ভিজতে বড় সাধ যে মনে জাগে।
চুঁইয়ে পড়ে জল শরীরে
ঢেউ তুলে তুই ছন্দমীড়ে
হাসিস যখন চোখের কোণে বিজলী ঝলমল
আর একটু নয় ভিজিস যদি খুব কি ক্ষতি বল?
ভিজলে যে তোর শরীরটাতে খুশীর জোয়ার বয়
ভালবাসা জড়িয়ে থাকে সারা শরীরময়।
(সেলিমপুর, কল–৩১)

বর্ষণ মুখর দিন
হিমাংশু শেখর মাইতি

বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি লাগাতার বৃষ্টি
সকাল থেকে সন্ধ্যে কি অনাসৃষ্টি।
খালবিল মাঠঘাট জল থই থই
আবহাওয় দপ্তরের পূর্বাভাষ ছিলই
খেয়া ঘাটে তরী বাঁধা, বন্ধ যানবাহন
কাজকর্ম শিকেয় তুলে ঘরবন্দী লোকজন
গুরু গম্ভীর মেঘ গর্জায় মনে ধরায় ভয়
সজোরে পড়লে বাজ র কথা নয়
ক্ষেতের সব্জী মাঠের ধান খাচ্ছে হাবুডুবু
পক্ষীসকল জলে ভিজে হচ্ছে জবুথবু
বর্ষা–দিনে দারুণ জনে মুড়ি তেলে ভাজা,
রূপকথার গল্প হলে জমে আরো মজা।
(হরিণবাড়ী, সাগর, দঃ২৪ পরগণা)

বজ্র হুঙ্কারে
ভরত বৈদ্য

সুপ্ত মেঘের আঘাতে বজ্রমেঘের সংঘাতে
হুঙ্কারে টঙ্কারে গর্জে ওঠে ঝঙ্কারে
বাদল মেঘের ঘর্ষণে ভেজায় ভূমি বর্ষণে
তিমির গ্রাসে নভশ্চর ত্রাসে রাশে চরাচর।
(মনোহরপুর, নলপুর, হাওড়া)

অবক্ষয়
মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল

মেপে চলা, মেপে কথা বলা,
সকল কাজে হুকুম তামিল করা,
আজ্ঞে হুজুর বলে কথা বলা।
আজ গেছি ভুলে প্রতিবাদ করতে
মেনে নেওয়ার গতিতে সব চলছে
ভাবনায় থাকে সর্বদা প্রতিবাদ হীন পৃথিবী
সব সঙ্গী সাথী
নীরবতায় মগ্ন, জাগরণের নেই কোন প্রশ্ন–
প্রলোভনে পা বাড়িয়েছি যখন,
পাওয়ার নেশাতে, ক্রমশ ভাসছি আর ভাসছি
আর একটার পর একটা রং বদল করে চলছি
যখন তখন প্রয়োজনে, গিরগিটির মত।
গেছি আজ ভুলে করতে প্রতিবাদ।
নিজেদের টিকিয়ে রাখার জন্য মরছি, মারছি পরস্পর।
নেই কোন মনুষত্ব, আছে আচরণ পশুর মত।
প্রতিবাদহীন পৃথিবী তখন যন্ত্রণায় ক্ষত।
শ্মশানের চিতায় বিবেক, চৈতন্য।
ধান্দায় মত্ত, সব গোছাবার জন্য
জেনেও না জানার ভান করা?
এখন উপায় একমাত্র বাঁচা।
শত্রুহীন সব বোবা।

আঁতস কাঁচে

চমক ইস্টবেঙ্গলের

দাদা আর ভাই, একদিনে দু'জনকে সই করিয়ে চমক দিল ইস্টবেঙ্গল। ভাই আইএসএলে গোল্ডেন গ্লাভস জয়ী গোলরক্ষক প্রভসুখন গিলকে সই করানোর পর দাদা ডিফেন্ডার গুরসিমরত সিং গিলকেও দলে নিয়ে নেয় লাল হলুদ শিবির। এবার রীতিমত হেভিওয়েট দলগুলোকে পাল্লা দেওয়ার মত স্কোয়াড গা।ছে লাল হলুদ। ১.২০ কোটি টাকা ট্রান্সফার ফি দিয়ে প্রভসুখমকে দলে টেনেছে ইস্টবেঙ্গল শিবির। দাদা গুরসিমরত সিং গিলকেও ২ বছরের জন্য সই করিয়েছে ইস্টবেঙ্গল।

কামব্যাক দীপার

ভুবনেশ্বরে ২ দিনের জিমন্যাস্টিক সিলেকশন ট্রায়ালের শেষে এশিয়ান গেমসে নামার জন্য যোগ্যতা অর্জন করলেন দীপা কর্মকার। দীর্ঘ ২১ মাস নির্বাসন ছেড়ে সদ্য ফিরেছেন দীপা। ট্রায়ালে প্রথমদিন একনম্বর ছিলেন অলরাউন্ড পারফরমেন্সে। দ্বিতীয় দিন ভল্টে দ্বিতীয় ও ফ্লোরে প্রথম হন। অন্য দুই বাঙালি জিমন্যাস্টও যোগ্যতা অর্জন করেছেন। প্রণতি দাস দ্বিতীয় ও প্রণতি নায়েক তৃতীয় হয়ে এশিয়ান গেমসে যাচ্ছেন।

অরিজিতের আকাদেমি

মুর্শিদাবাদে মায়ের নামে স্পোর্টস কমপ্লেক্স করলেন অরিজিৎ সিং। খুব তাড়াতাড়ি সেখানে ফুটবল ও ক্রিকেটের প্রশিক্ষণও শুরু হয়ে যাবে বলে জানা গেছে। অরিজিৎ ছোটোবেলায় যে স্কুলে পড়াশোনা করেছিলেন সেই রাজা বিজয় সিংহ স্কুলের জমিতেই গড়ে তুলেছেন অদিতি ইনস্টিটিউশন অফ স্পোর্টস। তাঁর মা অদিতি সিং মারা যান করোনার সময়ে। ফুটবল আকাদেমির চিফ কোচ হিসাবে যুক্ত হয়েছেন ভারতের প্রাক্তন গোলরক্ষক তনুময় বসু।

সামাদ বাগানে

কেরালা এফসির ফুটবলার আবদুল সামাদ তিন বছরের চুক্তিতে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টসে যোগ দিলেন। প্রতিবছর তাকে ২.৫ কোটি টাকা করে দেবে মোহনবাগান। আবদুল সামাদের সঙ্গে বিকল্প শর্ত হিসাবে দুই বছরের চুক্তি আরও বাড়ানো হবে। এই শর্তে কলকাতার এই শতাব্দী প্রাচীন ক্লাবে যোগদান করেছেন তিনি। এই ফুটবলারকে দলে আনার জন্য অতিরিক্ত ১.৫ কোটি টাকা ট্রান্সফার ফি দিয়েছে সবুজ মেরুন শিবির।

প্রীতম কেরালায়

মোহনবাগান ছেড়ে কেরালা এফসিতে গেলেন সবুজ মেরুনকে গত মরসুমে চ্যাম্পিয়ন করা অধিনায়ক প্রীতম কোটাল। ট্রান্সফার উইন্ডো খোলার পর থেকেই তাঁকে নিয়ে আলোচনা চলছিল যে মোহনবাগান ছাড়তে পারেন প্রীতম কোটাল। সেই জল্পনা সত্যি হল। কেরালার সঙ্গে প্রীতমের বছরে ২ কোটি টাকার বিনিময়ে তিন বছরের জন্য চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। এই চুক্তির পরে তিনি কেরালার সবচেয়ে দামি ফুটবলার হিসাবে উঠে এসেছেন।

অশ্বিন ৭০০

তৃতীয় ভারতীয় হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৭০০ উইকেটের মাইলফলকও ছুঁলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। তাঁর আগে এই কৃতিত্ব ভারতীয়দের মধ্যে ছিল অনিল কুম্বলে ও হরভজন সিংয়ের। শ্রীলঙ্কার মুথাইয়া মুরলিধরনের পরে দ্বিতীয় দ্রুততম বোলার হিসেবে এমন কৃতিত্ব অর্জন করেন রবিচন্দ্রন। মুরলিধরন ৩০৮টি ইনিংসে বল করে এই মাইলস্টোন টপকান। অশ্বিন ৭০০ উইকেটে পৌঁছতে খরচ করেন ৩৫১টি ইনিংস। তবে শেন ওয়ার্ন অশ্বিনের থেকে ৩ ইনিংস বেশি খেলেছেন। ওয়ার্নের লেগেছিল ৩৫৪ ইনিংস। কুম্বলের লেগেছিল ৩৮৯ ইনিংস।

হামতের হ্যাটট্রিকে মোহনবাগানের ৫ গোল

সুমনা মণ্ডল

হতে পারে জুনিয়র দল। তবু কলকাতা লিগে দাপট দেখাচ্ছে সবুজ মেরুন ব্রিগেড। পরপর ২ ম্যাচেই জয়। পাঠচক্রকে হারানোর পর টালিগঞ্জ অগ্রগামীর বিরুদ্ধে বড় ব্যবধানে জয় পেল মোহনবাগান। শুরুতে ১ গোলে পিছিয়ে থাকলেও, পরের দিকে সবুজ মেরুন ঝড়ে একপ্রকার উড়েই যায় টালিগঞ্জ। বারাকপুরের স্টেডিয়ামের মাঠে ৫-১ গোলে জয় পেল মোহনবাগান। তাতে দুরন্ত হ্যাটট্রিক করেন হামতে। ম্যাচের ৫ মিনিটের মধ্যেই এদিন পিছিয়ে পড়ে মোহনবাগান। টালিগঞ্জকে এগিয়ে দেন মানস সরকার। তবে ম্যাচের রং বোঝা যায়নি। মিনিট ২০ পর থেকেই জ্বলে ওঠে সবুজ মেরুন ব্রিগেড। ম্যাচের ২৪ মিনিটে দর্শনীয় গোল করেন নাওরেম। বক্সের সামনে তিনজনকে কাটিয়ে অসাধারণ গোল করেন তিনি। প্রথমার্ধে অবশ্য আর গোল হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য মোহনবাগান দাঁড়াতেও দেয়নি টালিগঞ্জকে। ম্যাচের ৪৭ মিনিটেই মোহনবাগানের হয়ে দ্বিতীয় গোল করেন হামতে। ৫ মিনিট পর ব্যবধান বাড়ান সুহেল। ৭৮ ও ৮০ মিনিটে পর পর গোল করে নিজের হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করেন হামতে। শেষ গোলটা হামতে করেন পেনাল্টি থেকে। ম্যাচ দেখতে আসেন মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত। আগামী ১৬ জুলাই মোহনবাগান নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে খেলবে ডালহৌসির বিরুদ্ধে। খেলা হবে ঘরের মাঠে। ২০১৯ সালের পর নিজেদের মাঠে প্রথমবার খেলতে নামবে সবুজ মেরুন ব্রিগেড। অন্যদিকে, কলকাতা লিগে বড় জয় পেয়েছে মহমেডান স্পোর্টিংও। কলকাতা লিগে শেষ ২ বার দারুণ ছন্দে খেলেছে সাদা কালো ব্রিগেড। কলকাতা লিগে সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এবারের অভিযান শুরু করল মেহেরাজুদ্দিনের ছেলেরা। ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবকে ৭-০ গোলে হারিয়ে দিল মহমেডান স্পোর্টিং। সাদা কালো ব্রিগেডের হয়ে জোড়া হ্যাটট্রিক করেন বেনেস্টোন ব্যারেটো ও ডেভিড। একটা গোল করেন বিকাশ সিং। দুই প্রধান জিতলেও দিনটা ভাল যায়নি ডায়মন্ড হারবারের। প্রথম ম্যাচে জিতলেও দ্বিতীয় ম্যাচে আটকে গেল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাব। আর্মি রেডের সঙ্গে ১-১ অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ হয় ডায়মন্ড হারবারের। জোসেফ ডায়মন্ড হারবারের হয়ে গোল করে এগিয়ে দেন। এরপর আর্মি রেডের হয়ে লিটন শীল গোল করে সমতায় ফেরান। এছাড়া সাদার্ন সমিতি ও ডালহৌসি ক্লাবের মধ্যে খেলা ১-১ গোলে শেষ হয়। সাদার্নের হয়ে গোল করেন দেবজি বসাক। অন্যদিকে, ডালহৌসি ক্লাবের হয়ে গোল করেন কিমা ছাংতে। পিয়ারলেস ও কালীঘাট এমএসের ম্যাচও শেষ হয় ১-১ গোলে। পিয়ারলেসের হয়ে রাখুত বুয়াম গোল করেন। কালীঘাট এমএসের হয়ে উমের মোক্তার গোল করেন।

কুস্তিতে যৌন বিতর্কে ব্রিজভূষণকে সমন কোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি : কুস্তি যৌন নিগ্রহ বিতর্ক নিয়ে এতদিনে চাপে পড়ল ব্রিজভূষণ সিং। সর্বভারতীয় কুস্তি ফেডারেশনের বিদায়ী সভাপতি ও বিজেপি সাংসদকে এই কাণ্ডে সমন পাঠাল দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। আগামী ১৮ জুলাই ব্রিজভূষণকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। মহিলা কুস্তিগিরদের যৌন হেনস্তার অভিযোগে দায়ের করা মামলায় শুক্রবার শুনানিতে এই আদেশই দিয়েছে আদালত। আদালতের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ রয়েছে। গত ১৫ জুন পাতিয়ালা হাউস কোর্টে ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে ১০৮২ পাতার চার্জশিট পেশ করে দিল্লি পুলিশ। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪ (মহিলার শালীনতা ক্ষুণ্ণ করা,বা হামলা বা আপত্তিজনক বলপ্রয়োগ), ৩৫৪এ (যৌন হয়রানি), ৩৫৪ডি (স্টকিং) ও ৫০৬ (অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন) ধারায় এফআইআর দায়ের করা হয় ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে। গত ১ জুলাই শুনানিতে ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে সাপ্লিমেনটারি চার্জশিট দেওয়ার জন্য দিল্লি পুলিশকে অতিরিক্ত সময় দেয় আদালত। এই মামলায় যে চার্জশিট পেশ করা হয়েছে, তার ওপর ভিত্তি করে অ্যাডিশনাল চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট হরজিত সিং জসপাল ব্রিজভূষণকে ১৮ জুলাই আদালতে হাজিরার নির্দেশ দেন। এমনকী আদালত ভারতের রেসলিং ফেডারেশনের বরখাস্ত হওয়া সহকারী সেক্রেটারি বিনোদ তোমরকেও তলব করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে ৩৫৪, ৩৫৪এ,৩৫৪ডি ও ৫০৬ ছাড়াও আইপিসির ১০৯ ধারা (কোনও অপরাধের প্ররোচনা) অভিযোগ আনা হয়েছে। দিল্লি পুলিশ কনট প্লেস থানায় দুটি এফআইআর নিথভুক্ত করে। এরমধ্যে অন্য মামলাটি ছিল পকসো আইনে। সেই পকসো মামলা বাতিল করার ক্ষেত্রে ক্যান্সেলেশন রিপোর্ট পেশ করেছে দিল্লি পুলিশ। সেই রিপোর্ট ৫৫২ পাতার। তবে হাজিরা দিতে কোনো ভয় নেই ব্রিজভূষণের। নিজেকে এরপরও নির্দোষ দাবি করেন ব্রিজভূষণ। তিনি নিজেই সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছেন, আমি ১৮ জুলাই আদালতে হাজির হব। আমি আদালতে হাজিরা থেকে কোনো ছাড় চাই না'। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর আলোচনা করেন প্রতিবাদী কুস্তিগিরদের সঙ্গে। এরপরই তাঁর প্রতিশ্রুতিমতো ব্রিজভূষণ কাণ্ডে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে চার্জশিট পেশ করে দিল্লি পুলিশ। বিদেশ থেকে সিসিটিভির ফুটেজও আনায় দিল্লি পুলিশ। উল্লেখ্য, ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তায় গ্রেপ্তারের জন্য জানুয়ারি মাসে ধর্না আন্দোলন শুরু করেন দেশের সেরা কুস্তিগিররা। এরমধ্যে ছিলেন বজরং পুনিয়া, সাক্ষী মালিক, ভিনেশ ফোগতদের মতো তাবড় নাম। কুস্তিগিররা গঙ্গায় পদক ভাসাতেও গিয়েছিলেন। পরে অবশ্য কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরের আশ্বাসের পর ধর্না তুলে নেন। আপাতত নিজেদের অনুশীলনে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন বজরংরা।

দলীপে সেঞ্চুরি করে পূজারা বোঝালেন তিনি ফুরিয়ে যাননি

নিজস্ব প্রতিনিধি : আসলে, বুক চিতিয়ে লড়তে জানেন চেতেশ্বর পূজারা। এর আগে বহুবার আন্তর্জাতিক ম্যাচে ভারত যখন বিপদে পড়েছে, তখন তার প্রমাণ দিয়েছেন তিনি। এখন নিজেই দল থেকে বাদ পড়ে বিপদে পড়েছেন। প্রাক্তনদের একাংশ সরব হলেও, গড্ডালিকা থেকে যে নিজেকেই প্রমাণ করে ফিরতে হবে তা বুঝতে পেরেছেন। ২৩ জুন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতীয় টেস্ট দল ঘোষণা করেন নির্বাচকরা। দেখা যায়, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে বাকিরাও তেমন রান না পেলেও, বলি হন একমাত্র চেতেশ্বরই। ফিরে আসার, নিজেকে প্রমাণ করার জেদটা যেন সেদিন থেকেই চেতেশ্বরের। মুখে জবাব দেননি, ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরে ব্যাট হাতেই তার প্রমাণ দিলেন। ভারতের টেস্ট স্কোয়াড থেকে বাদ পড়ে দলীপ ট্রফিকে কামব্যাকের মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। দলীপ ট্রফিতে পশ্চিমাঞ্চলের হয়ে .শতরান হাঁকালেন পূজারা। বুঝিয়ে দিলেন, এখনও ফুরিয়ে যাননি তিনি। শুক্রবার বেঙ্গালুরুর আলুরে মধ্যাঞ্চলের বিরুদ্ধে ২৭৮ বলে ১৩৩ রান করেন তিনি। ব্যক্তিগত ১৩৩ রানের মাথায় রান আউট হয়ে মাঠ ছাড়েন পূজারা। এই ইনিংসে সাজানো ছিল ১৪টি চার ও ১ ছক্কা। এটা পূজারার প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৬০তম সেঞ্চুরি। যা ছুঁলেন বিজয় হাজারেকে। রাহুল দ্রাবিড়ের ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে সেঞ্চুরির সংখ্যা ৬৮। ভারতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৮১টি করে শতরান রয়েছে সুনীল গাভাসকর ও শচীন তেন্ডুলকরের। প্রথম ইনিংসে তেমন রান পাননি। প্রথম ইনিংসে ৩টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০২ বলে ২৮ রান করে মাঠ ছাড়েন চেতেশ্বর। আগের দিন অর্ধশতরান করে ক্রিজে অপরাজিত ছিলেন। শুক্রবার অভিজ্ঞ পূজারাকে টলানো যায়নি। ১৩টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১৯ বলে ব্যক্তিগত সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন। চেতেশ্বরের শতরান ছাড়া দ্বিতীয় ইনিংসে পশ্চিমাঞ্চলের হয়ে আগ্রাসী হাফ সেঞ্চুরি করেন সূর্যকুমার যাদব। তিনি ৮টি চার ও ১ ছক্কার সাহায্যে ৫৮ বলে ৫২ রান করে আউট হন। সূর্য প্রথম ইনিংসে মাত্র ৭ রান করে আউট হয়েছিলেন। সূর্যকুমারও ছিলেন বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের স্কোয়াডে। তিনিও বাদ পড়েন।

বিরল কৃতিত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি : অনন্য এক রেকর্ডের অধিকারীও হন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। বাবা শিবনারারণ চন্দরপলকে ১২ বছর আগে আউট করেছেন। এবার তারই ছেলে ত্যাগনারাইন চন্দরপলকেও আউট করলেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে এমনই এক কৃতিত্বের মালিক হন অশ্বিন। ভারতের প্রথম ক্রিকেটার হিসাবে বাবা-ছেলে দুজনের উইকেট নেওয়ার রেকর্ড এখন তার দখলে। বিশ্ব ক্রিকেটে বাবা-ছেলের উইকেট নেওয়াদের তালিকায় অশ্বিন পঞ্চম। তার আগে অনন্য এই কীর্তি গড়েছেন ইয়ান বোথাম, ওয়াসিম আক্রম, মিচেল স্টার্ক ও সাইমন হারমার। সর্বপ্রথম এই কীর্তি গড়নে ইয়ান বোথাম।

কাউকোকে রাখবে না ছাড়বে, ধন্ধে মাহনবাগান সুপার জায়ান্টস

নিজস্ব প্রতিনিধি : মোহনবাগানের গত দুই মরসুমে সাফল্যের পেছনে বড় অবদান ছিল ইউরো কাপ খেলা ফিনল্যান্ড ফুটবলার জনি কাউকোর। তবে চোটের কারণে আপাতত খেলতে পারছেন না তিনি। পরের মরসুমে কি কাউকোকে রাখবে না ছাড়বে বাগান! এই নিয়েই ধন্ধ বাড়ছে। শোনা যাচ্ছে, তিরির মত কাউকোকেও ছেড়ে দিতে পারে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টস। তবে সূত্রের খবর, জনি কাউকোকে এখনই ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে না। আরও অপেক্ষাই করা হবে। তাঁকে স্কোয়াডে রেখে রেজিস্ট্রেশন না করানোর পথে হাঁটতে পারে বাগান শিবির।

ভারতের হয়ে খেলতে বিদেশি ক্লাবের প্রস্তাব ফেরালেন গুরপ্রীত সিং

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতের ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপের পর সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে দুরন্ত পারফরমেন্স করেন গোলরক্ষক গুরপ্রীত সিং। সেই পারফরমেন্স দেখে ইউরোপের এক ক্লাব থেকে ভারতীয় গোলরক্ষকের কাছে প্রস্তাব আসে। কিন্তু তিনি সেই প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন গুরপ্রীত। সাফ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর নরওয়ের স্তেবাক এফসি আগামী সিজনে ফার্স্ট চয়েজ গোলরক্ষক হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল গুরপ্রীতকে। এই ক্লাবেই অতীতে গুরপ্রীত খেলে এসেছিলেন। নরওয়ের লিগে ৪০টির বেশি ম্যাচ খেলেছেন ভারতীয় তারকা। ইউরোপা লিগের কোয়ালিফায়ারে প্রথম ভারতীয় হিসেবে খেলার নজির রয়েছে গুরপ্রীতের। তবে পরের বছর এশিয়ান কাপে তিনি দলের সঙ্গে থাকতে চান। সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত। সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে টাইব্রেকারে গুরপ্রীত সকলের মন কেড়ে নেন। আগামী বছর ১০ জানুয়ারি শুরু এএফসি এশিয়ান কাপ। কঠিন গ্রুপে ভারত। এশিয়ান কাপের ড্র অনুযায়ী, মোট ছ'টি গ্রুপ আছে। ভারত গ্রুপ 'বি'-তে রয়েছে। ভারতের গ্রুপে আছে অস্ট্রেলিয়া, সিরিয়া এবং উজবেকিস্তান। ফিফা র্যাঙ্ক অনুযায়ী, অস্ট্রেলিয়া আছে ২৯ নম্বর স্থানে। উজবেকিস্তান ৭৪ নম্বরে আছে। সিরিয়া আছে ৯০ নম্বর স্থানে। সেখানে ফিফা র্যাঙ্কিং-এ ভারত ১০০ নম্বর স্থানে রয়েছে।

অস্ট্রেলিয়া ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপেও খেলেছে। নক-আউট পর্বে উঠেছিল। তবে 'রাউন্ড অফ ১৬'-এ আর্জেন্টিনার কাছে ২-১ গোলে হেরে গিয়েছিল। যা দেখে বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, এটাই এবারের এশিয়ান কাপের 'সব থেকে কঠিন' গ্রুপ। এশিয়ান কাপে পঞ্চমবার নামতে চলেছে ভারত। এর আগে ১৯৬৪ সাল, ১৯৮৪ সাল, ২০১১ সাল এবং ২০১৯ সালে খেলেছিল 'ব্লু টাইগার্স'-রা। ১৯৬৪ সালে রানার্স-আপ হয়েছিল। সেটাই এশিয়ান ভারতের সেরা ফল। তবে এবার মাঠে নামার আগেই নজির গড়ে ফেলেছে ভারত। কারণ এই প্রথমবার এশিয়া কাপের পরপর দুটি সংস্করণে খেলবে ভারতীয় দল।

এবার ২দিন ধরে হবে বাগান দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : একদিন নয়, এবারের মোহনবাগান দিবসের অনুষ্ঠিত হবে দু'দিন ধরে। মহরমের কারণে এবছর ২৯ জুলাই মোহনবাগান দিবস সম্পূর্ণভাবে পালন হচ্ছে না। সেদিন মোহনবাগান মাঠে শুধু প্রাক্তনদের ফুটবল ম্যাচ ও মোহনবাগান রত্ন সুব্রত ভট্টাচার্যর আত্মজীবনী উদ্বোধন হবে। ৩০ জুলাই রবিবার ক্লাবে অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। ওই দিন মোহনবাগান রত্ন দেওয়া হবে। ক্লাব সচিব দেবাশিস দত্ত বলেন, 'এবার ২৯ জুলাই মহরম। তাই আমরা দু'দিন ধরে অনুষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। প্রথমদিন দুপুরে প্রাক্তনদের ম্যাচ হবে। বাকি পুরস্কার বিতরণী সহ অন্যান্য কর্মসূচি ৩০ জুলাই সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হবে।'তার আগে অবশ্য ২০ জুলাই মোহনবাগানের প্রাক্তন সচিব প্রয়াত অঞ্জন মিত্রের জন্মদিনে তাঁর নামাঙ্কিত ক্লাবের মিডিয়া সেন্টার উদ্বোধন হওয়ার কথা রয়েছে। ১৯১১ সালের ২৯ জুলাই ব্রিটিশ ফুটবল দল ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্টকে হারিয়ে আইএফএ শিল্ড জিতেছিল মোহনবাগান ক্লাব। মোহনবাগানের এই শিল্ড জয় শুধু বাঙালি জাতি নয়, সমগ্র ভারতবাসীর ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে মানসিক মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছিল। যেভাবে খালি পায়ে মোহনবাগান দল ব্রিটিশদের বুট পরে ফুটবল খেলার দক্ষতাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল তা আজ ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। যার জন্য আজ ভারতীয় ফুটবলে মোহনবাগান জাতীয় ক্লাব বলে বন্দিত হয়। শিল্ড জয়ের সেই ইতিহাসকে স্মরণে রেখে ২৯ জুলাই পালিত হয় মোহনবাগান দিবস। আর এই দিনে একজন ক্রীড়াবিদকে মোহনবাগান রত্ন সম্মান প্রদান করা হয়। ২০০১ সাল থেকে তৎকালীন ক্লাব সচিব অঞ্জন মিত্র এই দিনটি মোহনবাগান দিবস হিসেবে পালন করেন।

সবুজ মেরুন জার্সিতে দেখা যাবে এবার আনোয়ার আলিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাগানে খেলবেন এবার আনোয়ার আলি। পঞ্জাব থেকে উঠে আসা ২২ বছর বয়সি এই সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার সম্প্রতি ভারতীয় দলের রক্ষণে বড় ভরসা হয়ে উঠেছেন। সন্দেশ ঝিঙ্গানের সঙ্গে জুটি বেঁধে তিনি ভারতীয় দলের রক্ষণে যথেষ্ট ভালো পারফরমেন্সও দেখান। গত মরসুমে দিল্লি এফসি থেকে লোনে তিনি এফসি গোয়ার হয়ে খেলেন।

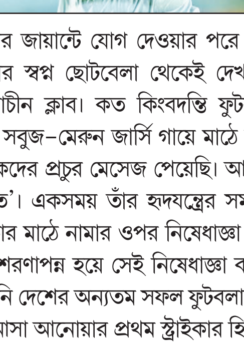

দেশের সেরা ফুটবল লিগে তাঁর পারফরমেন্স দেখে ভারতীয় দলের কোচ ইগর স্টিমাচ তাঁকে জাতীয় শিবিরে ডেকে নেন এবং নিয়মিত প্রথম এগারোয় খেলানও। গত বছর মে-তে আন্তর্জাতিক অভিষেক হওয়ার পরে ভারতীয় দলের হয়ে এখনো পর্যন্ত ১৬টি ম্যাচ খেলা হয়ে গিয়েছে তাঁর। দলের হয়ে একটি গোলও করেন এই সুযোগসন্ধানী ডিফেন্ডার। তবে সদ্যসমাপ্ত সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে একটি আত্মঘাতী গোলও হয়ে যায় তাঁর পা থেকে। মোহনবাগান সুপার জায়ান্টে যোগ দেওয়ার পরে তিনি বলেন, কলকাতার ক্লাবের হয়ে খেলার স্বপ্ন ছোটবেলা থেকেই দেখতাম। মোহনবাগান তো দেশের সবচেয়ে প্রাচীন ক্লাব। কত কিংবদন্তি ফুটবলার খেলে গিয়েছেন এই ক্লাবের হয়ে। সেই সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে মাঠে নামব ভেবেই আমি রোমাঞ্চিত। ক্লাবের সমর্থকদের প্রচুর মেসেজ পেয়েছি। আমাকে নিয়ে তাদের আগ্রহ দেখে আমি আপ্লুত'। একসময় তাঁর হৃদযন্ত্রের সমস্যার জন্য সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন তাঁর মাঠে নামার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। কিন্তু আনোয়ার আদালতের শরণাপন্ন হয়ে সেই নিষেধাজ্ঞা বাতিল করিয়ে ফের মাঠে নামেন এবং এখন তিনি দেশের অন্যতম সফল ফুটবলার। মিনার্ভা পাঞ্জাব আকাডেমি থেকে উঠে আসা আনোয়ার প্রথম স্ট্রাইকার হিসেবে খেললেও পরের উচ্চতার জন্য এবং দলের প্রয়োজনে কোচেদের পরামর্শে স্টপার হিসেবে খেলতে শুরু করেন। ফলে রক্ষণ সামলানোর পাশাপাশি তাঁর গোল করারও সহজাত দক্ষত রয়েছে। পাসও করেন যথেষ্ট ভাল। জাতীয় অনূর্ধ্ব ২০ দলের হয়ে আর্জেন্তিনার বিরুদ্ধে গোল করেন তিনি। জাতীয় সিনিয়র দলের হয়ে হংকংয়ের বিরুদ্ধে গোল করেছেন। গতবারের আইএসএল চ্যাম্পিয়ন দলে যোগদান প্রসঙ্গে আনোয়ার বলেন, মোহনবাগান এসজি এবার যা দল গড়েছে, তাতে এই ক্লাবে থেকে অনেক কিছু শিখতে পারব। সেরা দলের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াটা আমার কাছে চ্যালেঞ্জ। নিজের সেরাটা দিয়ে সকলের আশা পূরণ করার চেষ্টা করব'।

ভারত এশিয়া কাপে পাকিস্তানে না এলে, বিশ্বকাপেও ভারতে আসবে না পাকিস্তান, দাবি পাক ক্রীড়ামন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : শেষ হয়েও যেন শেষ হওয়ার নয়। পাকিস্তান এখনও মনস্থিরই করতে পারেনি ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে আসবে কিনা! নানা অজুহাত চলছে। একবার ভেন্যু পরিবর্তনের অনুরোধ, একবার ভারতে প্রতিনিধি পাঠিয়ে নিরাপত্তা খতিয়ে দেখার বাহানা তো একবার পাক প্রধানমন্ত্রীর উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন! সময় নিয়েই চলেছে। অথচ ভারতে বিশ্বকাপ যে হবে তা অনেকদিন আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে। সূচিও প্রকাশ হয়ে গেছে। ভেন্যুও ঠিক হয়ে গেছে। তবু টালবাহানা চলছে পাকিস্তানের খেলা নিয়েই। আসলে, ইগো সমস্যাতেই ভুগছে পাকিস্তান, যা তাদের ক্রীড়ামন্ত্রীর কথাতেই স্পষ্ট। পাকিস্তানের ক্রীড়ামন্ত্রী এহসান মাজারি জানান, ভারত এশিয়া কাপের জন্য নিরপেক্ষ ভেন্যুর দাবিতে অন। থাকলে তারা ওয়ানডে বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করবে না। এক সংবাদ সংস্থাকে পাক ক্রীড়ামন্ত্রী এহসান মাজারি বলেছেন, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড

আমার মন্ত্রণালয়ের অধীন। আমার ব্যক্তিগত মতামত, ভারত যদি এশিয়া কাপ খেলার ব্যাপারে নিরপেক্ষ কেন্দ্রের দাবিতে অনড় থাকে, তাহলে বিশ্বকাপে পাকিস্তানের ম্যাচগুলোর ক্ষেত্রেও একই দাবি করব।' এই ধারণার জন্যই হয়তো এখনও চূ।ান্ত সিদ্ধান্ত জানাতে পারেনি এখনও পিসিবি। আসলে, আহমেদাবাদ ভেন্যুতে খেলব না এসব অজুহাত, তাও স্পষ্ট হয়েছে পা ক্রীড়ামন্ত্রীর কথায়। সূচি অনুযায়ী ওয়ানডে বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানের খেলার কথা আহমেদাবাদে। তাতে মাজারি রাজিও, কিন্তু তার আগে ভারতের ইতিবাচক সাড়া প্রত্যাশা করছেন তিনি। মাজারি বলেন, আহমেদাবাদ কোনো বিষয় নয়। পাকিস্তান আগেও সেখানে খেলেছে। সবই সম্ভব। কিন্তু আগে ভারতের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া প্রয়োজন। ভারতের উচিত পাকিস্তানে এসে খেলা। পিসিবি চেয়ারম্যান দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছেন। আগে দেখি তিনি ফিরে এসে কী জানান।' পাক প্রধানমন্ত্রীর গড়া কমিটিতে রয়েছেন পাক ক্রীড়ামন্ত্রীও। তাহলে কি ভারতে আসবে না পাকিস্তান? তিনি বলেন, কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন বিদেশমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি। সদস্য হিসেবে রয়েছেন ১১ জন মন্ত্রী। তাদের মধ্যে আমি একজন। আমরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে প্রধানমন্ত্রীকে সুপারিশ করব। প্রধানমন্ত্রী পিসিবির প্যাট্রন ইন চিফ। তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।' প্রসঙ্গত, এবারের এশিয়া কাপ হওয়ার কথা ছিল পাকিস্তানে। কিন্তু ভারতের পাকিস্তানে খেলব না' শর্তের জন্য শ্রীলঙ্কায় টুর্নামেন্টের বেশিরভাগ অংশ অনুষ্ঠিত হবে। ভারত সেখানেই ম্যাচগুলো খেলবে।যা আপাতভাবে পিসিবি মেনে নিলেও ভাল চোখে দেখেনি পাক সরকার।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com